< দিআ+ পাব, কহিআবোঁ < কহি+পাবোঁ। পাবা ধাতু হইতে অনুনয়েব ভাব সহজেই সিদ্ধ হয়, এবং এই ধাতু যে অন্যান্য ক্ষেত্রে সন্ধিসূত্রে অংবদ্ধ হইয়া নিজেব স্বরূপ হাবাইযাছে, তাহাও মনে বাখিতে হইবে। 'কব' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন কবা এই হিসাবে একটু দুরূহ হয়। [Origin and Development of the Bengali Language (=ODBL) পৃঃ ৯৯৫-৯৬ দ্রষ্টব্য।]

৭২। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞাব বিভক্তি :—মধ্যম পুকষ, -ইহ। প্রথম পুরুষ, বর্ত্তমানেব মত।

৭৩। কতকগুলি ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞাব মধ্যম পুবষেব পদে স্বার্থিক -লি প্রত্যয় পাওযা যায়। যথা—কবিহলি, দিহলি, গডাহলি, চলিহলি। [ODBL পৃঃ ৯৯৭ দ্রষ্টব্য।]

৭৪। কর্ম্ম ও ভাব-বাচ্য হইতে উদ্ভূত বর্ত্তমান অনুজ্ঞায় -ইউ (-ইউ) বিভক্ত্যন্ত পদের প্রযোগ নিতান্ত অল্প নহে। প্রায সকলগুলিই উত্তম পুরুষেব ক্রিযাপদ। জাইউ, জাণউ, যাইউ, যাইউ, কবিউ, কবিউ, লইউ, কবাযিউ, লডিউ, পুছিউ। [ODBL পৃঃ ৯১৯-২০ দ্রষ্টব্য।]

নিম্নলিখিত স্থলে ক্রিয়াপদটি মধ্যম পুরুষেব পদ বলিযা গ্রহণ কবাই সমীচীন।—

আহ্মাব বচন রাধা পবিভাব মণ।
যমুনাক যাইউ বাধা লযিআঁ নবিগণে ॥ ১৬৭

৭৫। নিম্নলিখিত স্থলে 'সিঞ্চউ' পদটি ভাববাচ্যে বর্ত্তমান অনুজ্ঞায় প্রথম পুরুষে প্রযুক্ত হইযাছে,—

এথা আণ নঙ্কো আহ্মে দেবী। আমাে নিঞ্চউ দুই আখী ॥ ৯২

৭৬। লিঙর্থে, ভবিষ্যদর্থে এবং বর্ত্তমানার্থে -হে বিভক্ত্যন্ত কয়েকটি প্রথম পুরুষেব ক্রিয়াপদেব প্রযোগ আছে। যথা—মাবিহে, কবিহে, নিবাবিহে, জুডিহে, বুলিহে, মিলিহে; সুইহে (?) ৬৬। [ODBL পৃঃ ৯৬৪-৬৫ দ্রষ্টব্য।] এই পদগুলি যথাক্রমে মাবিএ, কবিএ, নিবাবিএ, জুডিএ, বুলিএ, মিলিএ, এবং সুইএ, এই কর্ম্ম ও ভাববাচোর পদ হইতে উদ্ভূত হইযাছে। হ-কাবেব উচ্চাবণ সর্ব্বত্র না হওযায এইরূপ অনেক ক্ষেত্রে হ-কাবেব বৃথা আগম হইযাছে।

৭৭। যুক্ত-ক্রিযাপদেব প্রযোগ খুবই অল্প। নিম্নলিখিত পদগুলি পাওযা গিযাছে। শুণিআছ ৮১, পাতিআছে ৬৫, লইছে ৭০, বহিলছে ৮৮, ১২১; যুটিলছে ৯৪, চিন্তিতেঁ আছে ৯৩, নিআঁছিস ১৫০, বাখিআঁ ছিল ৭৬, আলিছিল ১৬৪, বসিআঁ আছেন্ত, বসিআ আছে ১৭৫, সুতিআঁ আছিলোঁ ১৪৬।

নিম্নলিখিত দুইটি উদাহবণে যুক্তক্রিয়াপদেব প্রথম অংশটি বিশেষ্য—

বনে বনে পালাইআঁ বাধা যবেঁ জাএ।
আগুছিআঁ বাটে তবেঁ কাহ্নাঞিঁ বহাএ ॥ ৫৭ ॥
ধিকছুক কাহ্নাঞিঁ সে বালীনাগে। ১৭ ॥

চিন্তিতেঁ আছে এবং বসিআঁ আছে, এই দুইটি উদাহবণ ছাডা অন্যত্র সর্ব্বত্রই আছ্ ধাতুব স্ববর্ণেব লোপ হইয়াছে। 'পাতিআছে' এ স্থলে 'পাতিআ+ছে' এইরূপ গ্রহণ করা চলে।

৭৮। বর্ত্তমান বা শত্রর্থ অসমাপিকার বিভক্তি হইতেছে -ইতেঁ (-য়িতেঁ)। যথা—কবিতেঁ, কাটিতেঁ, জাযিতেঁ, বসিতেঁ।

৭৯। ল্যবর্থ অসমাপিকার বিভক্তি হইতেছে -ইআঁ (<-অঁা) এবং -ঈ (-ই,-য়ি)। যথা—চিন্তিআঁ, পাঠাইআঁ, পাঠাআঁ, লআঁ, শুণী, দেখি, শুণী; পাখি।

৮০। অতীত অসমাপিকার বিভক্তি হইতেছে -ইলেঁ। যথা—কবিলেঁ, খোজিলে।

৮১। তুমর্থ অসমাপিকার বিভক্তি এইগুলি—

(১)-ইব+আ+ক (চতুর্থী বিভক্তি): জাযিবাক নান্দে, দিবাক পারেঁা।

(২)-ইব+আ+র (চতুর্থী বিভক্তি): জাইবার না দিলি মথুরার হাটে ৩৬।

(৩)-ইব+আ+বে -(বেঁ) (চতুর্থী বিভক্তি): জীবাবে নারহ যবেঁ, নিবাবেঁ, তোসিবাবে।

(৪) ইতেঁ: জাইতেঁ দেহ; জায়িতেঁ নিষধিল।

(৫) -ইলেঁ: হেন বুঝোঁ তোহ্মার কাটিলেঁ লাগে মাথা ॥ ৮৩ ॥

৮২। ধাতুরূপের আদর্শ,—

আছ ধাতু

	(১) বর্ত্তমান	(২) সামান্য অতীত
উত্তম পুরুষ—	আছোঁ, আছো, আছি	আছিলোঁ, আছিলো, আছিলাহোঁ
মধ্যম পুরুষ—	আছহ, -ছিস[৯]	আছিলাহা, ছিলা[১০]
প্রথম পুরুষ—	আছে, আছএ, -ছে[১০], আছের	আছিল, আছিলা, -ছিল[১১]

(৩) বর্ত্তমান অনুজ্ঞা

প্রথম পুরুষ—আছু, -ছুক[১২]
আচ (?)[১৩]

(৪) বর্ত্তমান অসমাপিকা— -ছিতে[১৪]

(৫) ল্যবর্থ অসমাপিকা— -ছিআঁ[১৫]

আই, আ[ই]স ধাতু

	(১) বর্ত্তমান	(২) সামান্য অতীত	(৩) নিত্যবৃত্ত অতীত
উত্তম পুরুষ—	আসী	আইলোঁ, আয়িলোঁ, আইলাহোঁ, আয়িলাহোঁ	-আসিতোঁ[১৭]
মধ্যম পুরুষ—	আইস, আয়িস	আইলা, আইলাহা	
প্রথম পুরুষ—	আইসে	আইল, আয়িলা, আইলী, আয়িলী	

৯। নিআঁছিন ১৫০। ১০। এইছে ৭০, বহিলছে ৮৮, ১৫১, ফুটিলছে ১৪।

১১। রাখিআঁছিল ৭৬, আলিছিল ১৬৪। ১২। ধিনছুক ১০৭। ১৩। আছ নবলোক ২৮। 'আছু' পদটি লিপিকরপ্রমাদে এই স্থলে 'আছ' হওয়াই সম্ভব।

১৪। তো হেন বড়ায়ি ছিতে মোর হএ ডরে। ৫৭ ॥ ১৫। আগুছিআঁ ৫৭।

১৬। এত থন কথা ছিলা এড়িআঁ আহ্মারে। ৬২ ॥

১৭। তবেঁ নাসিতোঁ এ বাটে ১০৩।

(৪) ভবিষ্যৎ (৫) অনুজ্ঞা বর্ত্তমান (৬) অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ

উত্তম পুরুষ—আসিবোঁ, আসিব প্রথম পুরুষ—আইস্থ, আস্থ মধ্যম পুরুষ—আসিহ

প্রথম পুরুষ—আসিব, আসিবেঁ,

আসিবে, আসিবেক

(৭) বর্ত্তমান অসমাপিকা—আসিতেঁ[১৮]।

(৮) ল্যবর্থ অসমাপিকা—আসিআঁ, সিআঁ[১৯], আসি, আসী।

কর্ ধাতু

(১) বর্ত্তমান (২) সামান্য অতীত

উত্তম পুরুষ—করোঁ, করো, করি উত্তম পুরুষ—করিলোঁ, কইলো, কইল, কৈলোঁ, কৈলো, কৈল,

মধ্যম পুরুষ—করসি, করসী, করহ মধ্যম পুরুষ—করিলি, করিলেঁ, কইলি, কইলে, কৈলী, কৈল, কৈলে, কৈলেঁ,

প্রথম পুরুষ—করে, করস্তি, করিএ প্রথম পুরুষ—করিল, করিলে, করী, কইল,
[কর্ম্মবাচ্য] করিহে [ঐ] কইলে, কৈল, কৈলে, করিলান্ত।

(৩) ভবিষ্যৎ (৪) বর্ত্তমান অনুজ্ঞা (৫) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা

উত্তম পুরুষ—করিবোঁ, করিব উত্তম পুরুষ—করিউ, করিউ

মধ্যম পুরুষ—করিবেহেঁ মধ্যম পুরুষ—করহ, কর মধ্যম পুরুষ—করিহ, করিহলি

প্রথম পুরুষ—করিবেঁ, করিবে, প্রথম পুরুষ—করু,
করিবেক

(৬) বর্ত্তমান অসমাপিকা—করিতেঁ (৭) অতীত অসমাপিকা—করিলেঁ

(৮) ল্যবর্থ অসমাপিকা—করিঞা, (৯) তুমর্থ অসমাপিকা—করিবাক
করিআঁ, করি, করী

হো [হ, ভো] ধাতু

(১) বর্ত্তমান (২) সামান্য অতীত

উত্তম পুরুষ—হও, -হোঁ[২০], হইএ উত্তম পুরুষ—হইলোঁ, হইলো, হয়িলাহোঁ, হয়িল, হৈলাহোঁ, হৈলোঁ, ভৈলোঁ, ভয়িলোঁ, ভইলে।

মধ্যম পুরুষ—হওসি, হসি, হঅ, হয় মধ্যম পুরুষ—হয়িলা, হয়িলাহা, হৈলা, ভৈলা

প্রথম পুরুষ হএ, হয়ে, -হে[২১] প্রথম পুরুষ—হয়িল, হৈল, ভইল, ভৈল, ভৈলা, ভয়িলা, হয়িলী, ভইলী, ভৈলী

১৮। আসিতেঁ তোহ্মাক দিবোঁ কোল ॥৮৩॥ ১৯। রাধা সিআঁ বসিলী শয়নে ॥ ১১ ॥

২০। নহোঁ। ২১। নহে।

(৩) নিত্যবৃত্ত অতীত

প্রথম পুরুষ—হৈত

(৪) ভবিষ্যৎ

উত্তম পুরুষ—হৈবোঁ, হয়িব

মধ্যম পুরুষ—হইবেঁ, হইবি

প্রথম পুরুষ—হইব, হয়িব, হয়িবে, হৈব, হৈবে, হৈবেঁ, হৈবের

(৫) বর্ত্তমান অনুজ্ঞা

মধ্যম পুরুষ—হ[22]

প্রথম পুরুষ—হউ, হউ, হউক

(৬) বর্ত্তমান অসমাপিকা—হইতে (হতেঁ), হযিতেঁ (হৈতেঁ)

(৭) অতীত অসমাপিকা—হৈলেঁ, হয়িলেঁ, ভৈলেঁ

(৮) ল্যবর্থ অসমাপিকা—হইআঁ, হআঁ, হঞা, হযিআঁ, হয়ি, ভয়িঞা, ভৈআঁ, ভৈঁ[23]

জা (যা) ধাতু

(১) বর্ত্তমান

উত্তম পুরুষ—জাওঁ, জাই, জাইএ, যাই, যাওঁ

মধ্যম পুরুষ—জা[24], যাহা

প্রথম পুরুষ—জাএ , জাইএ, জাই (ভাববাচ্য), যাএ

(২) ভবিষ্যৎ

উত্তম পুরুষ—জাইবোঁ, জাইব, যাইবোঁ

মধ্যম পুরুষ—জাইবি, যাইবেঁ, জাইবেঁ

প্রথম পুরুষ—জাইবে, জাএব

(৩) নিত্যবৃত্ত অতীত

উত্তম পুরুষ—যাইতোঁ।

(৪) বর্ত্তমান অনুজ্ঞা

উত্তম পুরুষ—জাইউ, জাইউ, যাইউ, যাইউ।

মধ্যম পুরুষ—জাঅ, যাইউ[25], জাহা

প্রথম পুরুষ—জাউ, জাউ, যাউক

(৫) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা

মধ্যম পুরুষ—জাইহ

(৬) বর্ত্তমান অসমাপিকা—জাইতে, যাইতে, জাইতেঁ, যাইতেঁ

(৭) ল্যবর্থ অসমাপিকা—জাই

(৮) তুমর্থ অসমাপিকা—জাইবাবে. জাইবার, যাইবাক, জাইতেঁ

৮৩। ণিজন্ত ক্রিয়াপদেব প্রযোগ—

এভোঁ না কবাইলেঁ মোর বাবা দরশনে ॥ ১৪ ॥ দান গুঁজতেঁ মোকে দেথায়নী ('দেখাবসী' দ্বি সং) সহী। ৫৩ ॥ কত দাপ দেপায়সি (দেপানসি উ-সং, মোবে। ৪৯ ॥ ক'শ জাণাযিআঁ তোব কাটায়িব আঙ্কে ॥ ৫০ ॥

অণিজন্ত পদ অনেক সময় ণিজন্তেব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

তবেঁসি করিবোঁ তোব রাধা দবশনে ॥ ৬ ॥

৮৪। ভাব ও কর্ম্মবাচ্যেব প্রয়োগ নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে দ্রষ্টব্য।

এবেঁ তোকে দেখিএ রূপসে। ২১ ॥ দান সাধিএ বতি পরিআশে। ২৮ ॥ লাভে কিল বাডী পাই বাঙ্কিল জাই ॥ ৩৩ ॥ তোহ্মে জাইবেঁ মার ১৬ ॥ ললাটলিখিত খণ্ডন না জাএ না ছাড়ে নান্দের পোএ ॥ ১৮ ॥ বল করিতেঁ মেদনী উলটি জাএ ৫৩ ॥ মাথার মুকুট কাহ্নাঞি ভাঁগি জুণি জাএ। ৬১ ॥ ততেকেঁ সুঝাল

২২। নহ ৫২। ২৩। ভৈগেল।

২৪। দধি বিকে জা আজি মথুরার রাজ। ৬৬ ॥ ২৫। যমুনাক যাইউ রাধা ১১৭।

গেল মোর মাহাদাণে ৮৩॥ আসত নিফল দুখ সহন না জাএ। ৯৮॥ আতিশয় বেগেঁ পাছে বুক লএ চীর ॥ ১৩৫ ॥

ক্রিয়াবিশেষণ এবং অব্যয় পদের প্রয়োগ

৮৫। -ইল প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদ ক্রিয়াবিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে।

যে দেব স্মরণে পাপবিমোচান দেখিল হএ মুকতী। ৯॥ কুসুমিত লতাকুঞ্জে বেঢিল বিবিধ গুঞ্জে মনমথ করে ঝঙ্কারে ॥ ৯৬ ॥

৮৬। 'কৈলী (কৈলি, কলি)' পদটি 'কিন্তু' অর্থে পাঁচ বার ব্যবহৃত হইয়াছে।

পাছে কৈলী না পাইবেঁ দেব হৃষীকেশে ॥ ৪৬ ॥ পাছে কৈলি (কৌল প্র-সং) না পাইবেঁ নান্দের নন্দনে ॥ ৮৮ ॥ আজী কৈলি আধান্তর করিবেক রাধা ॥ ১৪৯॥ আহ্মে কলি ত্রিদশ ঈশ্বরে ৭৮ ॥ পাছে কলি কাহ্নাঞি বিরহরূপ পাইবেঁ ॥ ১৮৪ ॥

৮৭। 'জণি (জনি, জণী, জুণি, জুনি, জুনী)' নিষেধার্থক অব্যয়রূপে বহু বার ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

সে জণি এহাক শুন ৩৮, চিন্তি জুণি জাএ কাহ্নাঞি সাগরসনী হারে ॥৬১॥ ইত্যাদি।

'পাছে' পদটিও দুই চারি বার নিষেধার্থক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা

নিজপতি আছে মোর ঘরে। তার হাথে কাহ্নাঞি পাছে মরে ॥ ৩০ ॥ এড এড কৃষ্ণ হত পাণিএক তোহ্মা থীর। আতিশয় বেগেঁ পাছে বুক লএ চীর ॥১৩৫॥

৮৮। নিম্নলিখিত উদাহরণে বহুব্রীহি সমাস লক্ষণীয়—

হেন গতি গাএ ঘরক জাইবোঁ কেমনে তরিবে নিস্তার ॥ ৬০ ॥

৮৯। সংযোজক অব্যয়ের অব্যবহার—

সাশুড়ী ননদি পানে আম্রুমতী পাঞাঁ ।৬৬ ॥ বড়ায়ি জাণিলে জাণে কংস আইহনে ॥ ৭৪ ॥ ঝাঁট গিআঁ আনাওঁ আইহন বসনাএ। ৪৯ ॥

৯০। অবধারণ, অনিশ্চয় ইত্যাদি অর্থে এবং বাক্যালঙ্কার হিসাবে প্রযুক্ত অব্যয়ের উদাহরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

[সি] এসি আছে জীবার উপাএ। ১২৫ ॥ তবেঁসি কহিহ সব কথা আদিমূল ॥ ৭ ॥ তোহ্মে সি আহ্মার ভেলা ৯ ॥ এহাতে সি দান লইতেঁ তোহ্মার জুআএ ॥ ২৭ ॥ দেখিতেঁসি পাইএ কাহ্নাঞি ভঙ্গিতে না পাই। ৬৩ ॥ হেন নি বেভারে ২৫ ॥ [সে :] বাহুড়িআঁ চল সে নিষ্ঠুর বনমালী ॥ ১০ ॥ [স :] হেন স যৌবন রাখা সব আলগাউ।৩০॥ ভযিলোঁ স বিকলী ১১৮॥ কথো দিন থাকিলেঁ মো দিতোঁ ষ মানাআঁ॥ ১৩১ ॥ [-হো,-ও,-ঔ] গালি হো সাশুড়ী স্থানে না পাইল আহ্মী ॥১২॥ বদনকমল তোর যবেঁহ দেখিলোঁ। ২২ ॥ বোনোহো দানীর পোএঁ না দিল উত্তর ॥৪৫॥ আত্মাপিহো অপযশ তার পরচরে ॥ ৩১ ॥ কথাহো নাহিঁ শুনী দেহ বসে দান ॥২৭॥ তাহারো পরাণ লআঁ ৪৪ ॥ তাহাকো কবএ ৯৩॥ [বা :] হুণিআঁ বা কি বুলিবে ঘরের গোআল। ১৬ ॥ কিছু বা কহিল সুন্দর কাহ্নাঞি কপোলে কৈল চুম্বনে ॥ ১১৫ ॥ আগু গেলী গোআলিনী সে বা লই জাএ ॥১৪৯ ॥ কেবা পাতিআএ ৪৯ ॥ [-ই,-যি] ছান্দের দড়ী সবই হারাইলোঁ ৩৮ ॥ এথেই না ধার কাহ্নাঞি উমত আকার ॥ ৫৬ ॥ আপণেয়ি বোল কিছু ৬৫ ॥ সোই মথুরাপুরী আহ্মার ঘর ॥ ৭৯ ॥ এগুনি বুলিবোঁ ৫০ ॥ [না :] নটক কাহ্নাঞি কপটমতী কত না পাতসি মায়া। ৪৭ ॥ কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে। ১৫৬ ॥ [ত :] তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞি আহ্মেত মাউলাণী ॥ ৩৪ ॥ কেহোত পুরুষ নাহিঁ এথা কিসে লাজা ॥১১৯॥ আহ্মার বচনে পুতা নেবারত মনে। ১২২ ॥ ছাড়িতেঁ না পারে সে তো কদমের তল ॥ ১৬১ ॥ [যে :] আহ্মে যে কৃষ্ণ হরি বনমালী ৪৭।

পুথির এবং মুদ্রিত (দ্বিতীয় সংস্করণের) কতকগুলি আপাতভ্রান্ত পাঠের সংশোধন নিম্নে দেওয়া গেল। সংশোধিত পাঠ বন্ধনীমধ্যে প্রদত্ত হইল।

সময় উপেখিআঁ (=অপেখিআঁ) ১ ; খোণেকেঁ (=খণেকেঁ) ১ ; উন্নত গণ্ড কপোল (=কপোল গণ্ড) খীনে ৪ ; রস গিরকারণে (=রমণীর কারণে) ১০ ; হাণে (=হেন) কুলে ১৩ ; দণ্ডীদাসে (চ—) ১৩ ; কৌণোঁ (=কৈলোঁ) ২৩ ; গোআলী...দড়া। গিরি...মোথড়া॥ (=...দড়ী।. গোবালী॥ পুথি) ২৩ ; হাক (=যাক প্র-সং) ২৫ ; নহে (=বহে) ৩৪ ; কর কুলআঁ (=কর কুত লআঁ) ৪৯, তাহার হোতিত নহে আহ্মার মরণ (=তাহার উচিত নহে আহ্মার রমণ) ৫৬, হরিএঁ (=হবিষেঁ) ৬০ ; ভাবে (=ভারে) ৮২ ; তবায়ন্তাবিকঃ কুতঃ (=তবায়ন্তারিকঃ ক্বতঃ) ৮২ ; খবাখরমুবাচ (=খরাক্ষরমুবাচ) ৮৮ ; আর (=আহ্মার) ১০৫, কালীব সাপ (=কালীয়) ১০৯ ; বড়ায়ি (=বড়য়ি) ১১৯ ; করি তলে (=করতলে) ১২০ ; তিন উপকার (=তিল) ১০৪, তোহ্মাত (=তোহ্মাতে পুথি) ১২২ ; বিসরিল (=বিরসিল পুথি) ১৩৭ ; বুঢ় (=বড় পুথি) নয়নে ১৩৭, রতিঞঁ (=রাতিঞ) পোহাইবোঁ ১৩৯ ; হারা (=তাহার) উদ্দেশে ১৪১ ; সঘনে (=গমনে) ১৪৬ ; না শুণিলোঁ তোর বোল আঁজাইতেঁ (=লআঁ জাইতেঁ) পাণী ১৬৫ ; তোহ্মা সঙ্কে (=সমে) কেলি ১৬৬ ; যা য়ানাহী না জাণে (=যা নাহী জাণে) লোক ১৮১। ন-কার ল-কারের বিপর্য্যয় বিস্তর আছে। বাহুল্য বোধে সেগুলি প্রদর্শিত হইল না।

শ্রীসুকুমার সেন

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস (১৮৬৪-৬৫)

সাপ্তাহিক পত্র

বিজ্ঞাপনী

১৮৬৫ সনের মার্চ মাসে ঢাকা হইতে 'বিজ্ঞাপনী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে ইহার প্রকাশকাল জানা যায় :—

> The Week. *Thursday, 23rd March.* We have received the first number of a new vernacular paper started in Dacca called the Begaponi or the *Advertizer.* We are glad to notice that the quandum capital of Mahomedan Bengal is getting strong in its press. (The *Hindoo Patriot* for 27 March 1865).

'বিজ্ঞাপনী' পত্রের অধ্যক্ষ ছিলেন গিরিশচন্দ্র রায়। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 'ঢাকা-প্রকাশে'র কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এই নূতন সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক হন।

১১ই কার্ত্তিকের 'বিজ্ঞাপনী'তে সম্পাদক ব্রাহ্মধর্ম্মের সপক্ষে কিছু লেখায় হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার জনৈক সভ্য বিষয়টি 'বিজ্ঞাপনী' পত্রের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র রায়ের গোচর করেন। এই ব্যাপারে সম্পাদক স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৬৫ সনের ১৭ই নবেম্বর 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' এই প্রসঙ্গে লেখেন :—

> অবগতি হইল, ইতিপূর্ব্বে বিজ্ঞাপনীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সাপক্ষে কিছু লিখিত হওয়াতে, ঢাকাস্থ প্রাচীন সম্প্রদায় তৎ অধ্যক্ষ গিরিশ বাবুকে অনুযোগ করেন, গিরিশ বাবু সম্পাদককে ভবিষ্যতে উক্ত রূপ লিখিতে নিষেধ করিবাতে স্বাধীনচিত্ত সম্পাদক কার্য্য পরিত্যাগ করেন। সেই কারণে বিজ্ঞাপনী এক সপ্তাহ বন্ধ থাকে। পুনর্ব্বার উক্ত সম্পাদক পূর্ব্বমত স্বাধীন চিত্ততা লাভ করাতে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এ-পর্য্যন্ত 'বিজ্ঞাপনী' পত্র ঢাকায় প্রকাশিত হইতেছিল। ১৮৬৬ সনের প্রথম ভাগে 'বিজ্ঞাপনী' প্রেস ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হয় এবং সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারও ঢাকা ত্যাগ করেন। ১৮৬৬ সনের ২২এ এপ্রিল (১০ বৈশাখ ১২৭৩) 'ঢাকাপ্রকাশে' নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয় :—

> বিজ্ঞাপন। এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা যাইতেছে "বিজ্ঞাপনী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমার নিকট কয়েক খণ্ড মুদ্রিত ও হস্তলিখিত পুস্তক এবং কয়েকখানি পত্রিকা রাখিয়া গিয়াছেন। যাঁহার২ তাহাতে স্বত্ব আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রালয়ে আমার নিকট তত্ব করিয়া লইয়া যাইবেন। শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ রায়।

এই বিজ্ঞাপনের ঠিক নীচেই ময়মনসিংহ বিজ্ঞাপনী প্রেসের একটি বিজ্ঞাপন মুদ্রিত আছে। উহা পাঠে জানা যায়, উক্ত প্রেস ও 'বিজ্ঞাপনী' পত্রিকা ঢাকায় ছিল; বিজ্ঞাপন প্রকাশের কিছু পূর্ব্বে প্রেস ও পত্রিকা ময়মনসিংহে লইয়া যাওয়া হয়।

হিন্দু হিতৈষিণী

১২৭২ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৬৫) মাস* হইতে ঢাকায় 'হিন্দু হিতৈষিণী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের উদয় হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—হরিশ্চন্দ্র মিত্র। 'হিন্দু হিতৈষিণী' প্রকাশিত হইলে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখিয়াছিলেন :—

> The Week. *Wednesday, 12th April.* We have received the first number of a Bengali periodical, entitled the *Hindoo Hetoisheenee,* and published in Dacca The avowed object of this paper is to defend the Hindoo religion and ceremonies. (17th April 1865).

'হিন্দু হিতৈষিণী' ঢাকার একমাত্র সমাচার-পত্র নহে। এই সময়ে ঢাকায় আরও কয়েকখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। ১৮৬৫, ১৯এ এপ্রিল তারিখে ঢাকার সমাচার-পত্র সম্বন্ধে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন :—

> ...এক্ষণ ঢাকায় কয়েকটী বাঙ্গলাযন্ত্র এবং বাঙ্গলা সংবাদপত্র প্রচার হইয়া দেশের মহতী মঙ্গল সাধন হইতেছে। নীলকর হিতাকাঙ্ক্ষী বিখ্যাত ফর্ব্বস সাহেব অতি প্রথমে ঢাকায় একটী ইংরাজী মুদ্রাযন্ত্র ও তাহা হইতে ঢাকা নিউস প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।... ঢাকাতে এক্ষণ তিনখানি সাপ্তাহিক বাঙ্গলা সংবাদপত্র প্রচার হইয়া থাকে। কলিকাতায় যে যে বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে ঢাকার বিজ্ঞাপনী ও ঢাকাপ্রকাশ ইহার কাহার দ্বিতীয় নহে। হিতৈষিণীর অবস্থা তাদৃশ সন্তুষ্টজনক নহে।

'হিন্দু হিতৈষিণী' পত্রিকা ঢাকার হিন্দুহিতৈষিণী সভার মুখপত্র ছিল। ১৮৬৫ সনের ১১ই জুলাই তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশ :—

> ঢাকার হিন্দু হিতৈষিণী সভা। অল্প দিন হইল ঢাকায় হিন্দু হিতৈষিণী নামে একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, বিক্রমপুরের বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত জগবন্ধু বসু এবং ঢাকার জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মুন্সী এই সভার প্রতিষ্ঠাতা। তত্রত্য সুশিক্ষিত ব্রাহ্মদিগের দৈনন্দীন উন্নতি দেখিয়া হিন্দুধর্ম্মের গৌরব রক্ষার্থ প্রাচীন সম্প্রদায়িরা এই সভা করিয়াছেন। হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকা খানি এই সভার মুখস্বরূপ, বিধবাবঙ্গাঙ্গনার লেখক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্র মহাশয় উক্ত পত্রিকাখানি লিখিতেছেন। হরিশ বাবু এতকাল চিরদুঃখিনী বঙ্গবিধবাদের সাপক্ষে লেখনী সঞ্চালন করিয়া এক্ষণ তাহাদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন, শিক্ষিত অন্তঃকরণের এতাদৃশ পরিবর্ত্তন অসম্ভবনীয়।

'হিন্দু হিতৈষিণী' ঘোর ব্রাহ্মবিরোধী ছিল। 'ঢাকাপ্রকাশ' তখন ব্রাহ্মমতাবলম্বী পত্রিকা ছিল; এই কারণে 'হিন্দু হিতৈষিণী' সময়ে সময়ে 'ঢাকাপ্রকাশে'র বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতেন। এই প্রসঙ্গে ১৮৬৫ সনের ২৫এ আগষ্ট 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' মন্তব্য করিয়াছিলেন :—

> ঢাকা প্রকাশ ও হিন্দু হিতৈষিণীর যারপর নাই বাক্যযুদ্ধ চলিতেছে। হিতৈষিণী জন্মিয়া অবধি ঢাকা প্রকাশের বিরুদ্ধে চলিতেছেন॥ সারমেয় ইত্যাদি শব্দও ব্যবহৃত হইতেছে। হিতৈষিণী

---

* "ঢাকা হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার মুখপত্র", 'হিন্দু হিতৈষিণী' পত্রিকার প্রকাশকাল "১২৭১ সাল" বলিয়া কেদারনাথ মজুমদার উল্লেখ করিয়াছেন ('বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য', পৃ. ৪২১ পাদটীকা)। ইহা ঠিক নহে। তিনি অন্যত্র (পৃ. ৩৬৩) আবার 'হিন্দু হিতৈষিণী'কে "মাসিক পত্রিকা" বলিয়া বসিয়াছেন।

যে প্রকার লিখিতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, আমরা হিতৈষিণী পাঠ করিয়া রসরাজের বিরহজনিত দুঃখের কথঞ্চিৎ নিবারণ করিতে পারিব।

পুনরায় ১৮৬৬, ৩১এ মার্চ 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' 'হিন্দু হিতৈষিণী' সম্বন্ধে লেখেন :—

হিন্দুহিতৈষিণী সম্পাদক ও হিন্দু সমাজ!—হিন্দুহিতৈষিণী সম্পাদক আজি কালি স্বীয় নামের উপযুক্ত পথ অবলম্বন করিয়াছেন। হিতৈষিণী জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অবধি ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মদিগের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করিয়া আসিতেছেন।

কয়েক বৎসর 'হিন্দু হিতৈষিণী' পরিচালন করিবার পর হরিশ্চন্দ্র মিত্র একখানি মাসিকপত্র বাহির করেন। ইহা "ঢাকা-গিরিশযন্ত্র" হইতে প্রকাশিত "মিত্র-প্রকাশ। সাহিত্যবিষয়ক পত্র"। প্রথম সংখ্যার আখ্যাপত্রে ইহার প্রকাশকাল "১২৭৭, ৩০ বৈশাখ" (১৮৭০, মে) দেওয়া আছে।

কেদারনাথ মজুমদার লিখিয়াছেন :—

তিনি [হরিশ্চন্দ্র] হিন্দু হিতৈষিণীর কার্য্য ত্যাগ করিলে বাবু আনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত হিতৈষিণীর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১২৮৪ সাল পর্য্যন্ত হিন্দু হিতৈষিণী পরিচালিত হইয়াছিল। *

রাজনীতি সংগ্রহ

'রাজনীতি সংগ্রহ' একখানি সাপ্তাহিক সমাচার-পত্র, ১২৭২ সালের ৬ই বৈশাখ (১৭ এপ্রিল ১৮৬৫) কলিকাতা ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত হয়। মহারাণী স্বর্ণময়ী ইহার স্থায়িত্বের জন্য এক শত টাকা দান করেন। ১৮৬৫ সনের ১৫ই মে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' এই সাপ্তাহিক পত্রখানির সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

রাজনীতি সংগ্রহ নামক একখানি নূতন সংবাদ পত্রিকা সম্প্রতি প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে. আমরা তাহার তৃতীয় সপ্তাহের পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহার সম্পাদক শ্রীযুত বাবু রামগোপাল বসু মল্লিক মহাশয়, প্রতি সোমবার ভবানীপুর চড়কডাঙ্গার অপূর্ব্ব বক্তোদয় যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সম্পাদক মহাশয় ইহাতে যেসকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যদিস্যাৎ পরমেশ্বর প্রসাদাৎ উহা রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে যথার্থই দেশের উপকার হইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। [তিন] সপ্তাহের পত্রিকারই আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমরা সাদর পূর্ব্বক ইহার সার মর্ম্ম সমুদয় পাঠকবর্গের গোচরার্থ সম্পাদকীয় উক্তিস্থলে গ্রহণ করিলাম। তত্ত্বকথা, সুসঙ্গীত, রাজনীতি, বহুবার্ত্তা, বিজ্ঞাপন এবং ব্যাকরণ, অভিধান, ইতিহাস, উপাখ্যান, কাব্য, নাটক প্রভৃতি প্রায় ১৫।১৬টী সর্ব্বসাধারণের পরমোপকারজনক ও বিজ্ঞানসূচক বিষয় সকল প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বড় সহজ ব্যাপার নহে। তবে কি পত্রের কলেবর 'দীর্ঘ' এবং দুই ফরমায় প্রকাশ হইতেছে, তজ্জন্য ভরসা করি, অনেক বিষয় কিঞ্চিৎ করিয়া লেখা হইতে পারে। ফলতঃ বর্ত্তমান কালের গতিক দেখিয়া আবার মনে২ বিবিধ আশঙ্কাও উপস্থিত হয়, কি জানি, পাছে অচিরকাল মধ্যে লীলা সম্বরণ করে। কারণ এক্ষণে সংবাদ পত্রের অনেক গৌরবের হানি হইয়াছে, আর সে সকল দিন নাই, সে মনুষ্য নাই এবং তাদৃশ উৎসাহও নাই, কিম্বা অর্থ দিয়া সাহায্য করে, তেমন পরোপকারী বদান্তবর লোকও দেখিতে পাই না। আমরা কতিপয় বৎসরের মধ্যেই দেখিলাম যে, বহুবিধ সমাচার পত্রের যেমন জন্ম, তেমনি মরণ হইয়াছে, যাহাকে এক বৎসর কাল জীবিত দেখিয়াছি, তাহাকে মনে করিয়াছি যে, ইহা বহুকাল প্রকাশ

* 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য,' পৃ. ৪২৯ পাদটীকা।

হইতেছে, নতুবা ছয় মাসের অধিক কাহাকেও ভারতভূমে অবস্থিতি করিতে হয় নাই। যাহা হউক, আমাদিগের প্রার্থনা এই যে, সংবাদ পত্রের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয়, ততই দেশের উপকার হইতে পারে। বিশেষতঃ উহাতে লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি, দিকদর্শন এবং সভ্যভব্যতা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভের সম্ভাবনা আছে যে হেতু বহুবিধ শাস্ত্রের আলোচনা এবং মর্ম্ম প্রকাশ হইয়া থাকে, কেবল সমাচারই প্রকটিত হয় এমন নহে। যাহা হউক, রাজনীতি সংগ্রহ সম্পাদক মহাশয়, যেরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন তদনুযায়ী কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিলেই তিনি দশের নিকট অবশ্যই যশের ভাগী হইবেন, আর তাঁহার পত্রিকা জনসমাজে সমাদরণীয় হইতে পারিবে। কিন্তু ইহাতে আমাদিগের যুগপৎ হর্ষ বিষাদ উপস্থিত হইতেছে এক্ষণে যাহাতে চিরস্থায়ী হইতে পারে, তাহার চেষ্টা দেখা আবশ্যক।

এই রাজনীতি সংগ্রহের জন্ম দিবস ৬ই বৈশাখ সোমবার, ইতি মধ্যেই দুই ফরমার হিসাবে তিন সপ্তাহের পত্রিকা প্রকাশ হইয়াছে ইহাতে সম্পাদক মহাশয়ের প্রশংসা অবশ্যই করা যাইতে পারে। প্রথম সংখ্যায় পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্মস্তোত্র, পদ্য, সঙ্গীত, তৎপরে উপক্রমণিকা এবং সম্পাদকের আত্মবৃত্তান্ত তদনন্তর প্রাণীতত্ব। দ্বিতীয় সংখ্যায় আইন, রাজনীতি, প্রেরিতপত্র, বিজ্ঞাপন। তৃতীয় সংখ্যায় কতকগুলীন পদ্য, আইন প্রাণীতত্ব প্রভৃতি প্রকটিত হইয়াছে, যতগুলীন বিষয় বর্ণিত হইল, ইহার একটীও অপ্রয়োজনীয় নহে, সকলই দেশের উপকারজনক বলিতে হইবে। যাহা হউক এই দুরূহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া সম্পাদক মহাশয় যেন লব্ধকাম হন।...

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র আশঙ্কাই শেষে ফলিয়াছিল। 'রাজনীতি সংগ্রহ' দুই মাসের অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই, ১৮৬৫ সনের ৯ই আগষ্ট তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পাঠে তাহা জানা যায়।*

হিন্দুরঞ্জিকা

ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের সুবিধার জন্য কতকগুলি সাময়িক পত্রের উদ্ভব হয়। আবার এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-স্রোত রোধ করিবার জন্য কয়েকটি হিন্দু সভা-সমিতির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রস্বরূপ এক-একখানি পত্রিকাও প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা হইতে প্রকাশিত 'হিন্দুরঞ্জিকা' অন্যতম। 'হিন্দুরঞ্জিকা' প্রথমে মাসিক আকারে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন শ্রী শ্রীনাথ সিংহ রায়। ১২৭২ সালে, খুব সম্ভব পৌষ মাসে 'হিন্দুরঞ্জিকা'র জন্ম। ১৮৬৫ সনের ১১ই ডিসেম্বর (২৭ অগ্রহায়ণ ১২৭২) তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' 'হিন্দুরঞ্জিকা' সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

হিন্দু হিতৈষিণীর বিজ্ঞাপন স্থলে দৃষ্ট হইল, বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা হইতে 'হিন্দুরঞ্জিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুত শ্রীনাথ সিংহ রায় উহার সম্পাদক। হিন্দু ধর্ম্ম সংক্রান্ত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল উহাতে ক্রমশঃ প্রচার হইবে। হিন্দুদিগের এই সকল কার্য্য দ্বারা আমরা পরম সুখী হই। কিন্তু তাঁহারা অসাময়িক পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতেছেন।

১২৭৫ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৬৮) মাস হইতে সাপ্তাহিক রূপে 'হিন্দুরঞ্জিকা'র নবপর্য্যায় প্রকাশিত হইতে সুরু হয়। ১৮৬৮ সনের ১৩ই এপ্রিল তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে 'হিন্দুরঞ্জিকা'র সাপ্তাহিক রূপ ধারণ করিবার কথা জানা যাইবে :—

হিন্দুরঞ্জিকা। বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা হইতে আগামী বৈশাখ মাসাবধি উক্ত নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হইতে থাকিবে। তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুসমাজের সংবাদ-

* 'ভারতবর্ষ', ভাদ্র ১৩৩৯, পৃ. ৪৫১।

পত্রোপযোগী বিবিধ বিষয় লিখিত হইবে। আয়তন ৬ ফর্ম্মা ; মূল্য বার্ষিক ৫ টাকা , এতদ্ব্যতীত প্রদেশীয় গ্রাহকগণকে বার্ষিক ডাকমাশুল ৩ টাকা দিতে হইবে। গ্রহণেচ্ছুগণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিলে পত্রিকা পাইতে পারিবেন।

বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা। শ্রীশ্রীনাথ সিংহ রায়

১২৭৪। ৫ই চৈত্র বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সম্পাদক।

নবপর্য্যায় 'হিন্দুরঞ্জিকা'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি আছে :-

ধর্ম্মেণৈব জগৎ সুরক্ষিতমিদং ধর্ম্মো ধরাধারকঃ।

ধর্ম্মাদ্বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে ধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ॥

১৩৪১ সালের ২১এ জ্যৈষ্ঠ (৬৫ ভাগ, ৫ম সংখ্যা) তারিখের নবপর্য্যায় 'হিন্দুরঞ্জিকা'য় এই পত্রিকার জন্মকথা বিবৃত হইয়াছে , ইহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

নবপর্য্যায় হিন্দুরঞ্জিকার দীর্ঘ ৬৫ বৎসরের কর্ম্মময় কাহিনী।... অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককাল বাংলার মফঃস্বলের একটি ক্ষুদ্র সহরে বসিয়া রাজসাহীর কতিপয় উৎসাহী সাহিত্যিক...এই হিন্দুরঞ্জিকা পত্রিকাখানির মুদ্রণ ও প্রকাশ করিতে সংকল্পী হইয়াছিলেন...।

...কলিকাতায় তদানীন্তন হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া হিন্দু যুবকগণের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। দলে দলে হিন্দুগণ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা লইয়াছিলেন। এই স্রোত রোধ করিবার জন্য—এবং হিন্দুধর্ম্মের আদর্শকে সুগঠিত ভাবে প্রচার করিবার জন্য রাজসাহীতে একটি ধর্ম্মসভার প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ প্রচার কার্য্যের নিমিত্ত এই হিন্দুরঞ্জিকা পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

"বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা" এখনও সগৌরবে নিজ কার্য্যে রত আছে—এই ধর্ম্মসভার কর্ত্তৃপক্ষ সকলেই অবৈতনিক ভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন। এই বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার কর্ত্তৃপক্ষগণ হিন্দুরঞ্জিকা পরিচালনা করেন।...

বর্ত্তমান ধর্ম্মসভা গৃহ হিন্দুরঞ্জিকার কার্য্যালয় ১২৭২ সালে নাটোরাধিপতি রাজা আনন্দনাথ রায় বাহাদুর নির্ম্মাণ করেন। তাঁহারপূর্বে রাজা চন্দ্রশেখরেশ্বর উক্ত সভার প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন। তখন রাজসাহীতে কোনও প্রেস ছিল না। কাজেই ১২৭২ [১২৭৮ ?] সাল পর্য্যন্ত এই সভার পত্রিকা হিন্দুরঞ্জিকা ও ব্যবস্থাদি ঢাকা ও অন্যান্য স্থান হইতে মুদ্রিত করা হইত। হিন্দুরঞ্জিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন শ্রীনাথ সিংহ। হিন্দুরঞ্জিকা তৎকালে মাসিক পত্রিকা ছিল। ঢাকায় ছাপা হওয়াতে অসুবিধা ও বাধাধিক্য হইতে থাকায় ১২৭৮ সালে রাজসাহীর দুবলহাটীর রাজা হরনাথ রায় চৌধুরী রাজা উপাধি লাভ করিয়া সভার এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে পুস্তক, সংবাদপত্র ও ব্যবস্থাদি মুদ্রণের জন্য মুদ্রাযন্ত্র খরিদ করিতে এক হাজার টাকা ও গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় ভার বহন করেন। তাঁহার অর্থে প্রেস আনয়ন করা ও গৃহ নির্ম্মিত হয়। এই সময় হইতে হিন্দুরঞ্জিকা পত্রিকা রাজসাহী হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। তখন পত্রিকায় সাধারণের জাতীয় বিষয়ের স্মৃতি শাস্ত্রের ব্যবস্থা প্রকাশিত হইত। ঐ ব্যবস্থা ধর্ম্মসভার কার্য্যকরী সমিতি আচার্য্যের দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া প্রকাশ করিতেন। পত্রিকায় তখন কেবল মাত্র সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধের প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। রাজনীতি বা অন্য কোন রকম বিষয় তখন প্রকাশিত হইত না। ধর্ম্মশাস্ত্রের অনভিজ্ঞতারূপ তমঃ নাশ করিবার উদ্দেশ্য আছে বলিয়া হিন্দুরঞ্জিকার প্রেসের নাম তমোঘ্ন যন্ত্রালয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল।

'হিন্দুরঞ্জিকা' এখনও চলিতেছে। **(ক্রমশঃ)**

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবানন্দের হরিবংশের প্রাচীন সংস্করণ ও কবির জন্মস্থান

ভবানন্দেব হরিবংশেব এক মনোজ্ঞ সংস্করণ বিগত ১৩৩৯ সালে ৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে বায় মহাশয় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য়' এই কবি ও তাঁহাব কাব্যেব বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। অনেকেবই ধারণা—গ্রন্থখানি অপরিচিত ও অপ্রকাশিতপূর্ব। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে। শ্রীহট্টে এই গ্রন্থ (অন্ততঃ পক্ষে ইহার সঙ্গীতাংশ) সাধারণ লোকেব মধ্যে বিশেষ পবিচিত। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে সিলেটী নাগবী অক্ষবে ইহাব সঙ্গীতাংশের এক সংস্কবণ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংস্করণেব আখ্যাপত্র এইরূপ,—

আল্লাহুগণী

মুজমা বাগ হরিবংশ

প্রথম খণ্ড।

মায়ে তনের বারমাশী।

৺ দিন ভবানন্দ ও অন্যান্য ফকিবানের দ্বারা

বচিত

শ্রীমহাম্মদ আফজল মিয়ার দ্বাবা সংগৃহীত।

'পরকাশকের আরজ'এ প্রকাশক মহাশয় জানাইয়াছেন,—

"হবিবংশ পেরমরশ শুনল শমন্দ ॥
রচনা করিআছিল দিন ভবানন্দ •
পেরমরশ বংগবশ ভকতিরশ আর ॥
ভবানন্দ বিনে তারে বুঝি উঠা ভার •
তাহার পেরমের পেরমী জেই জন হএ ॥
শেই শে বুজিতে পারে রশ শমুদএ •
তন রাধা মন কানু বিধাতার লিলা ॥
লুকে বুজিতে কইলা রাধা কানাইর খেলা •
মুর শংগে জদি পরভুব পেরম না হইত ॥

১। বঙ্গাব্দ ১৩৩২। ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১।

না জনমিত ভব মহী শুইনাকার রইত *
তনে মনে দুহে জদি পেরম না হইত ॥
ওরুপ শরুপ কাএআ কিছু না জানিত *
পেনম ওমুইল্ল ধন ভাই শুনহ শবাই ॥
পেরম বিনে কিছু মাতব চিনন না জাএ *
না বুজিআ পড়িলে কিবা হএ হিত ॥
রাগ বংগেতে খালি আকুল হএ চিত *
ওনেক লুকেব আমি খাইশ দেখিআ ॥
তেকাবনে লেখি আমি পএআব ছাড়িআ *
লুক শব পড়িআ খুশি হইবে দিলেতে ॥
আমাকে কবিবে দুআ ইমানে থাকিতে *
এগারশ ছাপান্নই আটাইশ পউশেতে ॥
লেখিছিল এক হিন্দু পুথি বাংগালাতে *
ওনেক মেহনতে আমি শে পুথি পাইনু *
লেখেছিল জেমতে সেমতে উঠাইনু *
আব এক পুস্ত মব মহামনদ জকি নাম ॥
তিঁনিব নাগরি পুথি এক পাইলাম *
আব আব পুথি শব একতর কবিআ ॥
লেখিলাম ভালমতে দুরুস্ত কবিআ *
ইহাতে জদি ভুলচুক পাইবেক খাতা ॥
মেহেব কিবআ (কবিআ ?) মুজে কবিবেন আতা ।
আর কি লেখিমু ভাই শবাকে ছালাম ॥
জানিবেন ছুট বড় জতেক ইছলাম *
দিন মহামনদ আফজল জান মেরা নাম ॥
ছিরিহটট জিলার মইধে গুআইটুলা মুকাম ।

প্রকাশক তাঁহাব দ্বিতীয় আবজে লিখিয়াছেন,—

"তের শত তেব শালে হইআছে ছাপ ॥
পরকাশকের ভুল খাতা করিবেন মাপ *"

উপরোক্ত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই হরিবংশ হিন্দুগণ বাঙ্গালায় এবং মুসলমানগণ নাগবী অক্ষরে লিখিতেন এবং এই উভয় ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যেই ইহার যথেষ্ট প্রচার আছে। প্রকাশক তাঁহার মুসলমান ভাইদিগের মধ্যে ইহার যথেষ্ট 'খাইশ' (demand) দেখিতে পাইয়াই ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। প্রকাশকের সহিত কথোপকথনে জানিতে পারা গেল যে, তাঁহার মতে ভবানন্দ আউলিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই গ্রন্থের প্রস্তাবনা এইরূপ,—

"পবথমে আবমভি নাম পরভু নিরাকার ॥
জাহাব ওশিম বাইজ্জ ওতি গুবিস্তার *
মুনি বিশি আদি জত জার পেরমে মজে ॥
পেরমভাবে ভকতিবসে সদাএ জারে পুজে *
মহাপুরুশ কত শত আশিআ ভবে ॥
উরধপদে অনুক্ষনে জার পদ সেবে *
হেন নিরঞ্জন পরভু বুঝি নিববুংশ ॥
শংখেপে রচিল পুইন শুলক হবিবংশ *
ভাবতভুমিতে জনমে বাজা জনমেজএ ॥
পরিককিত ওউবশে জনম শারদা তনএ *
শিবিংগ মুনি শাপে হই ওতি ভোগ ॥
করমাগত শুনিলেন গিতা ভাগবত *
ওশটাদশ ভাবত শুনে কিশনের কাহিনি ॥
জনমেজএ শুনে কহে বিআশ মহামুনি *
হবিবংশ পুইনকথা ওমিরতলহবি ॥
রাধাকিশনেব পেরম ওতি মাধুরি *
শুনিআ হরিশ রাজা জিংগাশে আবার ॥
বিনএপুববক কহে কবি পবিহার *
চাবি বেদে জত কথা কহিলা মহামুনি ॥
বিস্তাবিআ হরিবংশ শুনান আপনি *
এ বড় বিশএ মুনি জিংগাশিলে তুমা ॥
ছিবি ওংগে কিমতে লিন হইল তিলত্তমা *"

তবে ইহাতে আখ্যানভাগ বাদ দিয়া কেবল গানগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। অনেকগুলি গানই মিলিয়া গেল, তবে মাঝে মাঝে পাঠভেদ রহিয়াছে। এই উভয় পুস্তক হইতে একটি গানেব নমুনা দেওয়া যাইতেছে :—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হরিবংশ (১৩ পৃষ্ঠা)।	মুদ্রমা রাগ হরিবংশ (৬-৭ পৃষ্ঠা)।
বসন্ত রাগ।	
"না বোল না বোল কান্হাই না হয উচিত।	"না বল না বল কানাই রে না হয় রে উচিত ॥
ছাওয়াল হইয়া কথা কহ বিপরীত ॥ধ্রু॥ (৫৮৫)	ছাবাল হইয়া তুমি কেনে বল বিপরিত * ধুআ *
বাটোযারি কর কান্হাই ঘাটের কূলে বসি।	বাটওআরি কর তুমি ঘাটের কুলে বশি ॥
কেশ হনে এড হাত ভাঙ্গিব কলসি ॥	কেশ হনে ছাড় হাত ভাংগিব কলশি *
বনে থাক ধেনু রাখ কিবা জান আর।	বনে থাক ধেনু রাখ কিবা জান আর।
হৃদয়ে না দিও হাত ছিড়া যাইব হাব ॥	রিদয়ে না দিও হাত ছিডিব গলার হার *
সব সখী গেল ঘরে রহিলু একেশ্বর।	শব শখি ঘরে গেলা রহেগু একাশর ॥
শাশুড়ী ননদী আগে কি দিমু উত্তর ॥	শশুডি ননদির আগে কি দিমু উত্তব *

মাতুলবনিতা তোর শুন রে কাহ্নাই।	মাতুলবনিতা তর শুন রে কানাই॥
পথ ছাড়ি দেও মোরে জল লইয়া যাই॥	পন্থ ছাড়ি দেও ঘরে জল লইয়া জাই *
কানু বলে কাযা নাহি এসব সম্বন্ধে।	কানু বলে কাজ নাই এ শব শমান্ধ॥
দান দিয়া ঘরে যাও বলে ভবানন্দে॥" (৫১৫)	দান দিয়া ঘরে জাও বলে ভবানন্দে *"

মুজমা বাগে হবিবংশে বিভিন্ন কবির এইরূপ মোট ১৭০টি গান ও তনের (তনুব) বাবমাসী বা দেহতত্ত্বের গান সংগৃহীত হইয়াছে। এতন্মধ্যে ১৪৯টি গান 'দীন ভবানন্দ' এবং একটি 'দীন' ভণিতাযুক্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হবিবংশে ১২৫টিব বেশী গান নাই। উভয় হবিবংশে প্রায় সত্তবটি গানেব মিল পাওযা যায়। মুজমা বাগের ৭১ সংখ্যক গানটিতে 'গউর' (চৈতন্যদেব), 'আল্লা' ও 'ছালাম' শব্দেব উল্লেখ পাওয়া যায। এই গানটি ঢাকাব হরিবংশে নাই। এই গানটি প্রকৃত পক্ষে চৈতন্যদেবেব পূর্ব্ববর্ত্তী ও হিন্দু ভবানন্দেব বচিত কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিতেছে।

মুজমা বাগে ভবানন্দের ভণিতাযুক্ত গানগুলিতে অনেকগুলি বাগ ও বাগিণী ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,—বসন্ত, মইউর (মযূব), ধানসী, তুড়ি, বড়াবি, বিলাওল (বেলোয়ার), পটমঞ্জবি, নট, সুহি, কেদাব, সামঘড়া (শ্যামগডা), ভাটিওল, কামুদ (কামোদ), গান্ধার, বেহাব, ছিবি (শ্রী), সিন্ধুবা, আশওয়াবি, বাওবি, মনভুলা, মউবি (মযূবী বা মধুবী), করুনাল, পাহাড়ি, মিনতি, জলসম্বাদ, সাবংগ, উদাএতুড়ি, বিআঘড়া, কুনজবি, বনবাসি, ভুপালি, কইলান (কল্যাণ), বউবনড়ি, কানেসব, গমআব, করুণা, কামরুপ, বংগিল, লওআব, করুনাট, বাউল, নাগুদা, হেমতুড়ি, সাম, মাল্লাব, করুণা ভাটিওল, মধুপুবি, আহিব, ভাডিওল ও বাগ ভুরেব (প্রভাতী)। ইহা ভিন্ন ঢাকাব হবিবংশে আরও কতকগুলিব উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—গৌরী, ভৈবব, ধামাইল, নাগুদা ভাটিয়াল, নাগুদা কাফি, নাগুদা খোলতা, মালসী, সায়র, ভাটিয়ল বসন্ত, মোহন কামোদ, বিভাস, গামট্ট, সুহিবেলয়াব, নাগুদা তুড়ি, সোমমোহন, হেম ভাটিয়ল, হেমমঞ্জরী, দুঃখী ভাটিয়াল, বিভাস নাগুদা, হেমতুড়ি, দুঃখী বড়ারী, প্রেমববাডী ও মালশী।

কবিব জন্মস্থান লইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীব মধ্যে মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়। সতীশচন্দ্র বায় মহাশয় হবিবংশেব ভাষা ও রস-ভাবেব আলোচনা দ্বাবা কাব্যখানাকে কৃষ্ণকীর্ত্তনেব ও শ্রীমহাপ্রভুর পববর্ত্তী কালে পূর্ব্ববঙ্গেব পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ, কুমিল্লা বা পশ্চিম-শ্রীহট্টে বচিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন[২]। ঠিক অনুরূপ প্রমাণে আবার কেহ মনে করেন, কবি রাঢ়বাসীও হইতে পাবেন।[৩]

কবি ভবানন্দকে আমরা শ্রীহট্টবাসী বলিয়াই মনে করি। শ্রীহট্টেব ইতিবৃত্তকার শ্রীযুত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে[৪] শ্রীহট্টবাসী গ্রন্থকার ও তাঁহাদের কৃত গ্রন্থের একটি তালিকা দিয়াছেন। তাহাতে দীন ভবানন্দের নাম পাওয়া যায়। এই ভবানন্দ হরিবংশ ভিন্ন পদ্মাপুরাণ, লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয় ও সঙ্গীত-বচয়িতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

২। ভূমিকা, ৪৮/০ পৃষ্ঠা। ৩। প্রবাসী, ১৩৩১, মাঘ, পৃঃ ৫৯১।

৪। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, উত্তরাংশ, ৪র্থ ভাগ, পরিশিষ্ট, ১১ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থ-সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় যে পুথিগুলি অবলম্বন করিয়া এই 'হরিবংশ' কাব্যখানি সম্পাদন করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'গ'-চিহ্নিত পুথিখানিই সর্ব্বপ্রাচীন। এই পুথির শেষে লিখিত আছে,—"নিজ পুস্তক শ্রীভবদেব সর্ম্মন: হস্ত অক্ষর শ্রীহরবল্লব দেবদাসঅস্ত ইতি সন ১০৯৬ সাল্ল মাহে ২১ আশ্বিন রোজ সাং মৌজে বতবি। সাং পং কুবস মৌ বেতকান্ধি। জথা দৃষ্টং তথা লখীতং লেকক নাস্তি দুসকং। ববিবাবং।" ইহাব প্রাপ্তিস্থান ময়মনসিংহ জেলা, সুতবাং সতীশবাবু ইহা ময়মনসিংহের পুথি বলিয়াই ধবিয়া লইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে কুরস (বর্ত্তমান কুবশা) পবগণা ও বেতকান্ধি মৌজা শ্রীহট্ট জেলাব হবিগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত। ইহা হইতে বুঝা যায়—হবিবংশেব প্রাচীনতম পুথি শ্রীহট্ট জেলায় লিখিত। তাহা ছাড়া, শ্রীহট্টে হিন্দু ও মুসলমান সাধারণ লোকেব মধ্যে এই গ্রন্থেব বহু প্রচলন দেখিয়াও কবিকে শ্রীহট্টেব লোক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পাবে। আভ্যন্তবিক প্রমাণ দ্বাবাও কবিকে শ্রীহট্টবাসী বলিয়াই মনে হয়। ভবানন্দ লিখিয়াছেন,—

"খনে খনে হালে খনে হয় কাইত।
ছাওয়াল ভাগিনা নহে হাওরেব ডাকাইত॥ ২০৮৩

হাওব শ্রীহট্ট জেলাব একটি বিশেষত্ব। অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন[৬]—"হাওব শব্দটি শ্রীহট্টেই শুনা যায়। প্রান্তব ইহার ঠিক অনুবাদ না হইলেও উহার অনেকটা ভাব প্রকাশ কবিতে পাবে। বর্ষার অনতিগভীর জলমগ্ন ভূভাগ—যাহার অধিকাংশই হেমন্তে শুষ্ক হইয়া যায়, তাহাকেই এতদঞ্চলে হাওর বলে।" এই অংশেব পাদটীকায় তিনি লিখিয়াছেন,—"'হাওব' শব্দটি বোধ হয় 'সাগবেব' অপভ্রংশ। ফলতঃ বর্ষায় হাওবগুলিকে এক একটি সাগবেব ন্যায় দেখায়।" অচ্যুতবাবু শ্রীহট্টেব ২৫টি হাওরেব নাম কবিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা ভিন্ন আবও বহুতব হাওর আছে। এত হাওর আর কোথায়ও আছে বলিয়া জানি না।

ভবানন্দ গামাবী কাঠেব উল্লেখ কবিয়াছেন। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন,—

"ডাঙ্গা নাও নহে মোব গামারীব সাব।
আছুক মানুষ হস্তী ঘোড়া কবি পাব॥"২০৫৯

শ্রীহট্টের জঙ্গলে গামাবী বা গম্ভারীকাঠ পাওয়া যায়, সুতরাং শ্রীহট্টে গামারীর সারের প্রচলন থাকা খুব সম্ভবপব। কিন্তু বাঢ়ের কোথাও গামাবীব সারের নৌকার প্রচলন থাকার কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ আছে কি?

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

৫। ভূমিকা, ।০ পৃঃ।

৬। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পুর্ব্বাংশ, ১ম অং, ২য় ভাগ, ১৪-১৫ পৃঃ।

গণিতের পরিভাষা

[গত সংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

Mechanics—বলবিদ্যা

* Acceleration—বেগোপচয়
* ,, , angular—কৌণিক ,,
* ,, , areal—ক্ষেত্রীয় ,,
* ,, , centre of—বেগোপচয়-কেন্দ্র
* ,, , tangential—স্পর্শীয় বেগোপচয়
* ,, , total—সমগ্র বেগোপচয়
* ,, , uniform—সমবেগোপচয়
* ,, , variable—অসম বেগোপচয়
* accelerated motion—বর্দ্ধমান গতি
* accelerating force—বর্দ্ধমান বল
* advantage—সুবিধা, সৌকর্য্য
* alternative (proof)—বৈকল্পিক
* amplitude (of vibration)—প্রসার
* anticlock-wise—বামাবর্ত্ত
* angular acceleration—কৌণিক বেগোপচয়
* angular velocity—কৌণিক বেগ
* apparent—অবাস্তব

application (of force)—প্রয়োগ

arm (of couple)—বাহু

* at rest—স্থির

attraction—আকর্ষণ

* ,, , mutual—পরস্পরাকর্ষণ

,, , of gravitation—মাধ্যাকর্ষণ

* Atwood's machine—এটুড যন্ত্র

average—গড়

* axis of projection—প্রক্ষেপাক্ষ

axle—নাভিদণ্ড

Balance—তুলা

,, , beam of a—তুলাদণ্ড

,, , spring—স্প্রিং তুলা

* ,, , torsion—মোটন তুলা

beam—দণ্ড

* body—পিণ্ড

Capacity—ধারকত্ব, সামর্থ্য

centre of gravity—ভারকেন্দ্র

* of inertia—জড়কেন্দ্র

* of mass—জড়মান-কেন্দ্র

* , mean—মধ্যকেন্দ্র

* of motion—গতিকেন্দ্র

* of oscillation—দোলনকেন্দ্র

* of pressure—চাপকেন্দ্র

* of suspension—অবলম্বনকেন্দ্র

* centrifugal force—কেন্দ্রাপসারী বল

* centripetal force—কেন্দ্রাভিমুখ বল

* c. g. s. system—মেট্রিক পদ্ধতি

circular motion—বৃত্তাকার গতি

* clock-wise—দক্ষিণাবর্ত্ত

* coefficient of elasticity—স্থিতিস্থাপকতার উপগুণক

* coefficiant of friction—ঘর্ষণোপগুণক

collision—সংঘর্ষ

common—সাধারণ

* component force—সাধন বল

* component velocity—সাধন বেগ

* compasses, pair of—কর্কট

* composition of forces—বলসংকলন

* compressibility—সঙ্কোচ্যতা

* compression—সঙ্কোচন

cone—বৃত্তসূচী, শঙ্কু

* cone of friction—ঘর্ষণশঙ্কু

conical pendulum—শঙ্কুদোলক

* conservation—নিত্যতা

* conservation of energy—শক্তিসমষ্টির নিত্যতা

* ,, of matter—পদার্থসমষ্টির নিত্যতা

* conservative system of forces—নিত্য বলসমবায়

* constant—নিত্য
* constrained—অবরুদ্ধ
* constrained motion—অবরুদ্ধ গতি
coplaner—একতলীয়
* counter clock-wise—বামাবর্ত্ত
* couple—যুগ্ম, যমল

Density—ঘনতা
* „ , relative—আপেক্ষিক গুরুত্ব
depression—অবনতি
differential (pulley)—বিভেদক
direct impact—সম্মুখ সংঘাত
direction—দিক্
* dividers (a pair of)—সূচকর্কট
double weighing—ফেরফার ওজন
dynamic—গতিসম্বন্ধীয়
dynamics—গতিবিদ্যা
dyne—ডাইন

Efficiency—দক্ষতা
efficient—দক্ষ
* effort—চেষ্টাশক্তি
elastic—স্থিতিস্থাপক
elasticity—স্থিতিস্থাপকতা
elasticity, modulus of—স্থিতিস্থাপকতার উপগুণক
energy—শক্তি
* „ , available kinetic—প্রযোজ্য প্রকট-শক্তি
* „ , conservation of—শক্তিসমষ্টির নিত্যতা
„ , dissipation of—শক্তি অপচয়
* „ , kinetic—প্রকট শক্তি
„ , mechanical—যান্ত্রিক শক্তি
* „ , potential—প্রচ্ছন্ন শক্তি
engine—ইঞ্জিন
* equilibrium—স্থিরাবস্থা
* „ , neutral—উদাসীন „
* „ , stable—স্থায়ী „
* „ , unstable—অস্থায়ী „
equivalent pendulum—তুল্য দোলক
experiment—পরীক্ষা

Force—বল
„ , complementary—পূরক বল
„ , coplaner—একতলীয় বল
* „ , component—সাধন বল
* „ , external—বহির্বল
„ , gravitational—মাধ্যাকর্ষণ
* „ , internal—অন্তর্বল
„ , like—সমমুখ বল
„ , opposite—প্রতিমুখ বল
„ , parallel—সমান্তর বল
* „ , resolved—বিশ্লিষ্ট বল
* „ , resultant—সিদ্ধ বল
* „ , unlike—প্রতিমুখ বল
forces, centre of—বলকেন্দ্র
* „ , parallelogram of—বলসমান্তরিক
* „ , triangle of—বলত্রিভুজ
forces, polygon of—বল বহুভুজ
* formula—সাংকেতিক সূত্র
„ , general—সাধারণ সূত্র
* frequency—কম্পন সংখ্যা
friction—ঘর্ষণ
„ , angle of—ঘর্ষণ কোণ
„ , coefficient of—ঘর্ষণোপগুণক
„ , cone of—ঘর্ষণশঙ্কু
„ couple—ঘর্ষণ-যমল
„ , rolling—আবর্ত্ত-ঘর্ষণ
„ , sliding—বিসর্প-ঘর্ষণ
„ wheel—ঘর্ষণ-চক্র
fulcrum—আলম্ব

* Generalization—সাধারণীকরণ
* graduation—ক্রমাঙ্ক চিহ্ন, ক্রমাঙ্ক চিহ্ন লিখন
gradient—নতিমাত্রা
gravitation—মাধ্যাকর্ষণ
„ , laws of—মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম
* gravity—ভূমধ্যাকর্ষণ
„ , centre of—ভারকেন্দ্র

* Harmonic motion—ছন্দোবদ্ধ গতি
„ , simple—সহজ
* hodograph—বেগোপচয়-চিত্র

horizon—ক্ষিতিজ
* horizontal—ক্ষিতিজ সমান্তরাল
„ force— „ বল
horse-power—অশ্ব-ক্ষমতা, হর্স পাওয়ার
hypothesis—স্বীকৃত মত

Image—প্রতিবিম্ব
* „, real—মূর্ত্ত প্রতিবিম্ব
* „, virtual—অমূর্ত্ত প্রতিবিম্ব
impact—সংঘাত
* „, direct—সম্মুখ সংঘাত
* „, oblique—তির্য্যক্ সংঘাত
* impulse—নোদন
* „, moment of—নোদন ভ্রামক
* impulsive force—নোদন বল
inclination—নতি
* inclined—ক্রমনিম্ন
* „ plane—ক্রমনিম্ন সমতল
independence—নিরপেক্ষতা
in-elastic—অস্থিতিস্থাপক
* inertia জড়তা
* initial position—আদিস্থান
* „ velocity—আদিবেগ
instant—ক্ষণ
* instantaneous—তাৎকালিক, ক্ষণিক
intensity—তীব্রতা
„ of force—বলতীব্রতা
* interval—অবকাশ

Kinetic—গতিসম্বন্ধীয়
* „ energy—প্রকট শক্তি
kinetics—গতিবিদ্যা

Lamina—পাত
Law—নিয়ম
level—সমতল
* lever—দণ্ডযন্ত্র
* „, arms of—দণ্ডভুজ
„, compound—জটিল দণ্ডভুজ
* „, fulcrum of—দণ্ডালম্ব
like forces—সমমুখ বল
line of impact—সংঘাত-রেখা
litre—লিটর
load—বোঝা

Machine—যন্ত্র
machinery—যন্ত্র
magnitude—পরিমাণ
* mass—জড়মান
* material body—জড়পিণ্ড
* material particle—জড়কণা
measurement—মাপ
mechanical—যান্ত্রিক
„ advantage—যান্ত্রিক সৌকর্য্য
„ energy—যান্ত্রিক শক্তি
moment—ভ্রামক
„, torsion—মোটন ভ্রামক
momentum—মোমেণ্টাম
„, angular—কৌণিক মোমেণ্টাম
moment of momentum—মোমেণ্টামের মোমেণ্ট
motion—গতি
* „, accelerated—বর্দ্ধমান গতি
* „, angular—কৌণিক গতি
* „, circular—বৃত্তীয় গতি
* „, curvilinear—বক্ররেখা গতি
* „, constrained—অবরুদ্ধ গতি
* „, rectilinear—সরল গতি
* „, retarded—ক্ষয়মান গতি
* „, retrograde—বক্রগতি
* „, unifom—অপরিবর্ত্তনশীল গতি
* „, varied (variable) পরিবর্ত্তনশীল গতি

Neutral—উদাসীন
„ equilibrium—উদাসীন স্থিরাবস্থা
normal acceleration—অভিলম্ব বেগোপচয়

Oblique impact—তির্য্যক্ সংঘাত
observation—পর্য্যবেক্ষণ
oscillation—দোলন
„, centre of—দোলনকেন্দ্র
oscillating motion—দোলন
parallelogram of forces—বলসামান্তরিক
„ of velocities—বেগসামান্তরিক
particle—কণা

pendulum—দোলক
* „ , bob of—দোলক দুল
* „ , compound—স্থূল দোলক
* „ , length of—দোলক দৈর্ঘ্য
* „ , simple—আদর্শ দোলক
period—কাল
„ of oscillation—দোলনকাল
* „ of simple hormonic motion—সহজ ছন্দোবদ্ধ গতিকাল
„ of rotation—পরিভ্রমণ কাল
* „ of revolution—ভগনকাল (সূ)
„ of vibration—কম্পনকাল
* periodic motion—পুনরাবর্ত্তিনী গতি
phase—দশা
„ difference—দশান্তর
physical—প্রাকৃতিক
pitch, step (of screw)—প্যাঁচের অন্তর
* pivot—বিবর্ত্তন-কীলক
plane—সমতল
* plumb bob—ওলন দুল
plumb line—ওলন দড়ি
position—অবস্থিতি
potential energy—প্রচ্ছন্ন শক্তি
poundal—পাউণ্ড্যাল
power—ক্ষমতা
„ , horse—অশ্বক্ষমতা
* principle—মত
projection—প্রক্ষেপ
* projectile—ক্ষিপণি
projected—প্রক্ষিপ্ত
pull—টান
* pulley—কপিকল
push—ঠেলা
* pyramid—সূচী
* „ , frustrum of—কবন্ধসূচী

* Range—ক্ষেত্র
* „ of projectile—ক্ষিপণিক্ষেত্র
reaction—প্রতিক্রিয়া
real—বাস্তব
recoil—প্রত্যাগতি
recurrence—পুনরাবৃত্তি
relative—আপেক্ষিক
„ motion— „ গতি
„ velocity—„ বেগ
repulsion—বিকর্ষণ
* restitution—প্রত্যানয়ন
* „ , coefficient of—প্রত্যানয়ন-উপগুণক
* resistance—রোধ
* resolution—বিশ্লেষণ
„ of forces—বলবিশ্লেষণ
„ of velocities—বেগবিশ্লেষণ
* rest—বিরাম
* „ , absolute—নিরপেক্ষ বিরাম
* „ , relative—সাপেক্ষ বিরাম
resultant—সিদ্ধ
„ force——সিদ্ধ বল
„ velocity—সিদ্ধ বেগ
* retardation—বেগোপচয়
„ , angular—কৌণিক বেগোপচয়
revolution—ভগন (গো)
rigid—দৃঢ়
„ body—দৃঢ়পিণ্ড
rigidity—দৃঢ়তা
rolling—গড়ানো, আবর্ত্তন
rolling friction—আবর্ত্তন-ঘর্ষণ
rotation পরিভ্রমণ
„ , axis of—পরিভ্রমণাক্ষ
rough—অমসৃণ
Scale-pan—পাল্লা
screw—স্ক্রু
„ machine—স্ক্রু যন্ত্র
sense—দিক্
sensitive (a.g , balance)—সূক্ষ্ম
simple harmonic motion—সহজ ছন্দোবদ্ধ গতি
„ , mean position of—„ গতির মধ্যস্থান
sliding—বিসর্প, বিসর্পণ
„ friction—বিসর্প-ঘর্ষণ
slope—ঢালু স্থান
smooth—মসৃণ

space—স্থান, দেশ
* specific gravity—আপেক্ষিক গুরুত্ব
* speed—গতি
spin—ঘূর্ণন
spring—স্প্রিং
* stable স্থায়ী
* „ equilibrium—স্থায়ী স্থিরাবস্থা
static—স্থিতিসম্বন্ধীয়
statics স্থিতিবিদ্যা
stationary—স্থির
steel-yard—তুলদাঁড়ি, দণ্ডতুলা।
string—দড়ি, রজ্জু
substance—বস্তু
support—আশ্রয়
„ point of—আশ্রয়বিন্দু
surface—তল
„ area—তলক্ষেত্রফল
„ , curved—বক্রতল
„ , plane—সমতল
suspension—প্রলম্বন, ঝুলন
Tension—টান
thread (of a screw)—প্যাঁচ
thrust—ঘাত
time—কাল
„ , periodic—ভগনকাল
torsion—মোটন
„ balance—মোটন তুলাযন্ত্র
* „ head—মোটন কেন্দ্র
* trajectile—ক্ষিপণি
* trajectory—ক্ষিপণি পথ
transmission—সঞ্চালন
„ of pressure—চাপসঞ্চালন
transmissibility—সঞ্চালনসামর্থ্য
true balance—আদর্শ তুলা
Uniform—সম, অপরিবর্ত্তনশীল
* „ motion———„ গতি
„ velocity———„ বেগ
unit—একক
unlike forces—প্রতিমুখ বল
* units, absolute system of—নিরপেক্ষ একক
* units, derived—উদ্ভূত একক
* „ , fundamental—মৌলিক একক
* unstable—অস্থায়ী
Variable—পরিবর্ত্তনশীল
„ motion „ গতি
„ velocity—„ বেগ
velocity—বেগ
„ , absolute—নিরপেক্ষ বেগ
„ , angular—কৌণিক বেগ
„ , relative—সাপেক্ষ বেগ
„ , rectilinear—সরলরেখীয় বেগ
„ , uniform—অপরিবর্ত্তনশীল বেগ
„ , variable—পরিবর্ত্তনশীল বেগ
* velocities, composition of—বেগ-সঙ্কলন
* „ , parallelogram of—বেগ সামান্তরিক
* „ , polygon of—বেগ বহুভুজ
* „ , resolution of—বেগ বিশ্লেষণ
* „ , triangle of—বেগ ত্রিভুজ
vertical—উল্লম্ব, ঊর্দ্ধাধঃ
vibration—কম্পন
wedge—কীলক
weight—ভার, ওজন, তুলামান
wheel—চক্র
wheel and axle—চক্র ও নাভিদণ্ড
windlass—চরকি
work—কার্য্য
„ , unit of—কার্য্যৈকক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার পক্ষে

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা
শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

সাহিত্য-বার্ত্তা

[যে জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সাধারণতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে, মৌলিক আলোচনার নিদর্শন-সংবলিত ও বঙ্গভাষায় নানা স্থানে প্রকাশিত সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, তথা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার 'সাহিত্য-বার্ত্তা' অংশে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইবে। এই অংশকে পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য—ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার সমসাময়িক মৌলিক আলোচনার নিখুঁত ইতিবৃত্ত করিয়া তুলিবার জন্য সাহিত্যিকবর্গের সহযোগিতা ও সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করা যাইতেছে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।]

সাহিত্য

গ্রন্থ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাংলা শব্দতত্ত্ব। দ্বিতীয় সংস্করণ। বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বিভিন্ন পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেগুলি এই সংস্করণে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রবন্ধ

শ্রীসুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। বঙ্গশ্রী, কার্ত্তিক '৪২, পৃঃ ৫২৩-৫৩১ ; অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ৬৪৬-৬৫০, পৌষ '৪২, পৃঃ ৮২৪-৩০।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষে রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থ এবং চণ্ডীমঙ্গলকার মুকুন্দরাম ও মনসামঙ্গলকার বংশীদাস প্রভৃতির কাব্যের আলোচনা।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ—কুর্‌আন-অনুবাদ আলোচনা। মাসিক মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ১২৮-১৩০।

বিভিন্ন অনুবাদককর্ত্তৃক কুর্‌আন শরীফের সূরা বক্বার ৬০ আয়তের কৃত অনুবাদের ভ্রম প্রদর্শন ও শুদ্ধ অনুবাদ নির্দেশ।

মাহ্‌বুব-উল আলম—চট্টগ্রামের মুসলমানদের বাঙ্গালা অক্ষর-পরিচয়। মাসিক মোহাম্মদী, কার্ত্তিক '৪২, পৃঃ ৩৮-৩৯।

অক্ষর পরিচয়কালে অক্ষরের আকৃতিসূচক যে বর্ণনা শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার পরিচয়।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—জবালা। প্রবাসী, পৌষ '৪২, পৃঃ ৪১১-৪১৪।

ছান্দোগ্যোপনিষদে জবালার উপাখ্যানাংশের শঙ্করাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার আলোচনা ও অযৌক্তিকতা প্রদর্শন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ঈশ্বর গুপ্তের আমলের স্ত্রীকবি। দেশ, ৭ই অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৬৩-৬৬, ২৮এ অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ২৬৫, ২৬৬।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবি ঈশ্বর গুপ্তের আমলের ঠাকুরাণী দাসী ও অনঙ্গমোহিনী দাসী নাম্নী দুই জন মহিলা কবির পরিচয় ও কবিতা।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত—বাঙালীর পল্লীজীবন-পুনর্গঠনে ডাক-চরিত্রের উপকারিতা। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ২০৮-১৩।

বর্ত্তমান জীবনে ডাকের বচনগুলির উপযোগিতা প্রদর্শন।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু—চণ্ডীদাসের রাধা। মাসিক বসুমতী, পৌষ '৪২, পৃঃ ৩৭২-৩৭৮।

চণ্ডীদাসবর্ণিত রাধার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ভাষাশিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা। প্রবাসী, পৌষ '৪২, পৃঃ ৩১৩-১৪।

এক দেশের ভাষায় অন্য দেশের শব্দব্যবহারের রীতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

ইতিহাস

গ্রন্থ

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন—বৃহত্তব বঙ্গ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাশ গুপ্ত—Aspects of Bengali Society from Old Bengali Literature. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যে বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে যে উপকরণ পাওয়া যায়, এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে সেগুলি সঙ্কলিত ও আলোচিত হইয়াছে।

প্রবন্ধ

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার—সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে কয়েকটী সমস্যা। বঙ্গশ্রী, অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ৬৬৬-৬৭৪।

সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে বৈষ্ণবগ্রন্থে উপলভ্যমান বৃত্তান্তের আলোচনা।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—শ্রীচৈতন্যের বিদ্যাশিক্ষা। ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক '৪২, পৃঃ ৭৭০-৭৭৩।

চৈতন্যদেবের বিভিন্ন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে বৈষ্ণব সাহিত্যের নানা স্থানে যে সকল উল্লেখ আছে, সেইগুলি এই প্রবন্ধে সঙ্কলিত ও আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী। প্রবর্ত্তক, কার্ত্তিক '৪২, পৃঃ ২৬-৩০।

রঘুনাথদাস স্বকৃত গ্রন্থে নিজের এবং অন্যান্য বৈষ্ণবসাধকগণ সম্বন্ধে যে সব কথা লিখিয়াছেন, তাহার আলোচনা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—চৈত্র বা হিন্দু মেলা। দেশ, ১২ই পৌষ '৪২, পৃঃ ৪২৪-৪২৮।

১৮৬৭ ও পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত চৈত্র বা হিন্দু মেলার বিবরণ। কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ, স্বদেশীয় খেলা ধুলা, আমোদ প্রমোদ, ভারতবর্ষজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী, সভাসমিতির অধিবেশন প্রভৃতি এই মেলার অঙ্গের বিবরণ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে—কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ। বঙ্গশ্রী, কার্ত্তিক '৪২, পৃঃ ৫৫৩-৫৬০; অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ৭৪৫-৪৭; পৌষ '৪২, পৃঃ ৭৭৯-৮৪।

মেডিক্যাল কলেজ খুলিবার পরবর্ত্তী ঘটনা, প্রথম শবব্যবচ্ছেদকারীর পরিচয়।

শ্রীমতিলাল দাশ—প্রাচীন ভারতে সাক্ষী ও সাক্ষ্য। মাসিক বসুমতী, কার্ত্তিক '৪২, পৃঃ ১০৩-১০৯।

এই প্রবন্ধে সাক্ষ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন স্মৃতিগ্রন্থের বচন সঙ্কলিত ও আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীমতিলাল দাশ—প্রাচীন ভারতের লেখ্য-পরীক্ষা। বঙ্গশ্রী, পৌষ '৪২, পৃঃ ৮২০-২৩।

প্রাচীন ভারতের স্মৃতিগ্রন্থে দলিলের প্রামাণ্য বিচার সম্বন্ধে যে সব কথা আছে, তাহাদের আলোচনা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—হুগলী জেলার ইতিহাস। মাসিক বসুমতী, কার্ত্তিক '৪২, পৃঃ ১২৪-১৩০।

হুগলী জেলার বস্তু ও ব্যক্তিসম্পর্কে প্রাচীন সংবাদপত্রে প্রাপ্ত বিবরণের সঙ্কলন।

শ্রীঅযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ—দিব্য-প্রসঙ্গ। ভারতবর্ষ, পৌষ '৪২, পৃঃ ৬৬-৬৮।

পাল-রাজাদের সমসাময়িক কৈবর্ত্ত দিবা বা দিব্যোক বিদ্রোহী ছিলেন না; তিনি রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন—এই বিষয় এই প্রবন্ধে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো—খলিফা আব্দুল্লা অল্‌-মামুন। প্রবাসী, কার্ত্তিক '৪২, পৃঃ ১১১-১১৫।

মুসলমান মনীষী মামুনের জীবন কাহিনীর বর্ণনা।

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়—বৃহত্তর ভারতে বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রভাব। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ১৮৭-১৯৯।

দ্বীপময় ভারত, ইন্দোচীন ও ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালা সংস্কৃতির প্রভাবের নিদর্শন আলোচনা।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা—প্রাচীন ভারতীয় অট্টালিকা। ভারতবর্ষ, পৌষ '৪২, পৃঃ ১৯-২০।

বৌদ্ধসাহিত্যে বর্ণিত প্রাচীন অট্টালিকার বিবরণ ও তাহার নির্ম্মাণপ্রণালী আলোচনা।

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ—বাংলার পালশিল্পের ক্রমবিকাশ। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ২৫৪-২৫৭।

বাঙ্গালার পালশিল্পের মূল উৎস গুপ্তযুগের অতুলনীয় শিল্পপ্রথায় নিহিত—সংক্ষেপে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এই কথাই বলা হইয়াছে।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন—মোগল চিত্রকলায় ইসলামের ইন্দ্রজাল। বঙ্গশ্রী, অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ১০৮-১১৪।

মোগলচিত্রকলার বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ ও ইহাতে ভারতীয় ভাবের প্রভাব প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীসুধাংশুকুমার রায়—বাংলার আল্‌পনা ও অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্রাবলী। প্রবর্ত্তক, অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ১৩১-১৩৫।

তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের নির্দেশ।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন—চৈনিক চিত্র-কলায় ভারতীয় ঐশ্বর্য্য। মাসিক বসুমতী, পৌষ '৪২, পৃঃ ৪৮০-৪৮৮।

বিভিন্ন যুগে চীনদেশের চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন ও যুগবিশেষের চিত্রের উপর ভারতীয় প্রভাব নির্দেশ।

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু—ভারতের অতিপ্রাচীন অতীতের সন্ধান। ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ৮০৯-৮২২।

পুরাণের ঐতিহাসিকতা প্রতিপাদন এবং পুরাণ হইতে অতিপ্রাচীন অতীতের (খ্রীঃ পূঃ ৫১৫৮—৪০৫ অব্দের) ইতিবৃত্ত জানিতে পারা যায়, এইরূপ সূচনা প্রদান—এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন—আয়ুর্ব্বেদইতিহাসের এক পৃষ্ঠা। ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ৮৮০-৮৮৪।

আয়ুর্ব্বেদীয় অস্ত্রচিকিৎসায় ব্যবহৃত অস্ত্রাদির বিবরণ।

শ্রীরাধারমণ গঙ্গোপাধ্যায়—প্রাচীন ভারতে দুর্ভিক্ষ। ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ৮৫৪-৮৬০।

কৃষক, কৃষিপ্রণালী, কৃষিবলদ প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীন ভারতের রীতি-নীতি দুর্ভিক্ষের প্রতিকূল ছিল এবং ফলতঃ প্রাচীন ভারতে দুর্ভিক্ষ কম ছিল—এই সিদ্ধান্তই এই প্রবন্ধে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

দর্শন

প্রবন্ধ

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ—নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে চরকমতের ব্যাখ্যা ও প্রতিবাদ। উত্তরা, আশ্বিন '৪২, পৃঃ ২০৫-২১২।

শান্তরক্ষিতকৃত তত্ত্বসংগ্রহ, কমলশীলকৃত তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা এবং চরকসংহিতার চক্রপাণিকৃত টীকায় চরকোক্ত 'যুক্তি' নামক প্রমাণের যে খণ্ডনমণ্ডন করা হইয়াছে, তাহার আলোচনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ—আশ্রমধর্ম্ম ও হিন্দুজীবন। ভারতবর্ষ, পৌষ '৪২, পৃঃ ১-৯।

হিন্দুর আশ্রমধর্ম্মের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন ও মূলরহস্য নিরূপণ।

আচার্য্য আর্য্যভট ও ভূভ্রমণবাদ*

আচার্য্য বরাহমিহির লিখিয়াছেন,—

"ভ্রমতি ভ্রমস্থিতেব ক্ষিতিরিত্যপরে বদন্তি নোডুগণ ।
যদ্যেবং শ্যেনাদ্যা ন খাৎ পুনঃ স্বনিলয়মুপেয়ুঃ ॥
অন্যচ্চ ভবেদ্ভুমেরহ্না ভ্রমরহংসা ধ্বজাদীনাম্ ।
নিত্যং পশ্চাৎপ্রেরণমথাল্পগা স্যাৎ কথং ভ্রমতি ॥"[১]

"অপরেরা বলেন, পৃথিবী ভ্রমযন্ত্রারূঢ় (গোলকের) ন্যায় আবর্ত্তন করিতেছে, গ্রহনক্ষত্রাদি নহে। যদি তাহাই হইত, শ্যেনাদি (পক্ষিগণ) আকাশ হইতে নিজ নিজ নিলয়ে ফিরিতে পারিত না। আরও (দোষ দেখ), ভূভ্রমণই যদি দিনরাত্রির কারণ হইত, তবে দ্রুত ভ্রমণ হেতু ধ্বজাদি সর্ব্বদা পশ্চিমগামী হইত। অপর পক্ষে, ভ্রমণবেগ স্বল্প হইলে (এক অহোরাত্রে পৃথিবী সম্পূর্ণ) আবর্ত্তন করিতে পারিত না।"

এতদ্দ্বারা নিশ্চিতরূপে জানা যায়, বরাহমিহিরের (৪২৭ শকাব্দ) পূর্ব্বে ভূভ্রমণবাদ হিন্দুস্থানে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু উহার প্রথম প্রবর্ত্তক কে, কে বা কাহারা উহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই তাঁহার লেখা হইতে জানা যায় না। ৫৫০ শকে আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্তও ভূভ্রমণবাদ খণ্ডন করেন। তিনি বলেন,—

'প্রাণেনৈতি কলাং ভূর্যদি কুতো ব্রজেৎ কমধ্বানম্ ।
আবর্ত্তনমুর্ব্ব্যাশ্চেন্ন পতন্তি সমুচ্ছ্রয়াঃ কস্মাৎ ॥"[২]

'যদি "পৃথিবী এক প্রাণে[৩] এক কলা গমন করে," তবে কোন পথে কোথায় যায়? যদি পৃথিবীর আবর্ত্তন মাত্রই হয়, তবে অত্যুচ্চ অট্টালিকাদি ভাঙ্গিয়া পড়ে না কেন?'

আচার্য্য আর্য্যভটের গ্রহগণিতসিদ্ধান্তে দোষারোপ-প্রসঙ্গে[৪] ব্রহ্মগুপ্ত ভূভ্রমণবাদে এই দোষ দিয়াছেন। সুতরাং প্রকরণ-বলে অনুমান হয়, ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটকেই ভূভ্রমণবাদের প্রচারক মনে করিতেন। ব্রহ্মগুপ্তের টীকাকার চতুর্ব্বেদাচার্য্য পৃথূদকস্বামীও (৭৮৬ শক) তাহাই বুঝিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোকের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন,—

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৭এ ফাল্গুন (১৩৪২) দিবসের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। বরাহমিহির-প্রণীত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা,' জর্জ থিবো এবং সুধাকর দ্বিবেদিকৃত সংস্করণ (কাশী, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ) ১৩।৬—৭ শ্লোক।

২। ব্রহ্মগুপ্ত প্রণীত 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত,' (সুধাকর দ্বিবেদিকৃত সংস্করণ, কাশী, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ) ১১।১৭

৩। এক প্রাণ=এক দিনের ২১৬০০ ভাগের এক ভাগ।

৪। ব্রহ্মগুপ্ত স্বকৃত 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে' আর্য্যভটের জ্যোতিঃসিদ্ধান্তের প্রতি নানা দোষারোপ করিয়াছেন। উহার টীকাকার চতুর্ব্বেদাচার্য্য পৃথূদকস্বামী দেখাইয়াছেন যে, ঐ সকল দোষের কতিপয় আর্য্যভটের গ্রন্থে বস্তুত নাই কোথাও তাঁহার নিজের বুঝিবার ভুলে, আর কোথাও বা ভাস্করাদির ভুল ব্যাখ্যার অনুসরণে ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

"যোঽয়মভিপ্রায় আযাভটস্ত যথা ভপঞ্জবঃ স্থিবে, ভূবেবাবৃত্তাবৃত্তা প্রাতিদৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম। তদর্থমিদ তৎসূত্রং 'প্রাণেনৈতি কলাং ভূ.' ইতি।"[৫]
'আর্য্যভটেব অভিপ্রায় এই,—ভপঞ্জব স্থিব বহিয়াছে; পৃথিবীই ক্রমাগত আবর্ত্তনদ্বাবা গ্রহনক্ষত্রাদিব দৈনন্দিন উদয়াস্ত সম্পন্ন করে। এই বিষযে তাঁহাব সূত্র এই,—'প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ' অর্থাৎ পৃথিবা এক প্রাণে এক কলা গমন করে।'

উৎপল ভট্ট বা ভট্টোৎপল (৮৮৮ শক) লিখিযাছেন,—"যদুক্তমাচার্য্যার্য্যভটেন" ইত্যাদি,[৬] অর্থাৎ 'আচার্য্য আর্য্যভট যে বলিযাছেন' ইত্যাদি। ঐ স্থলে তিনি আর্য্যভটেব একটা বচনও উদ্ধৃত কবিয়াছেন।[৭] নৃসিংহ (১৫৪৩ শক) লিখিযাছেন,—"আর্য্যভটগণ বলেন, গ্রহগণ পূর্ব্বাভিমুখে গমন করে। নক্ষত্রসমূহ স্থিবই আছে। পৃথিবী এক নাক্ষত্র দিনে একবাব পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তন করে। তদ্দ্বাবাই গ্রহনক্ষত্রাদিব পূর্ব্ব দিকে উদয ও পশ্চিম দিকে অস্ত সংঘটিত হয। প্রবহ বায়ুব কল্পনা ব্যর্থ। বৃদ্ধ আর্য্যভট বলেন,—'অনুলোম-গতির্নৌস্থঃ'।[৮]

এইরূপে দেখা যায়, ব্রহ্মগুপ্ত (জন্ম ৫২০ শক) প্রমুখ অনেক হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌গণেব মতে, আর্য্যভট ভূভ্রমণবাদেব প্রচাবক ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পার্শী জ্যোতিষী, ঐতিহাসিক এবং পর্য্যটক আলবিরুনি ভাবতবর্ষে আসিযা (৯৩৯-৯৫২ শক) এখানকাব জ্যোতিষিগণেব নিকট হইতে তাহাই অবগত হইযাছিলেন।[৯] প্রাচীন কালে, এদেশে আর্য্যভট নামে একাধিক জ্যোতিষী ছিলেন। তাই প্রশ্ন, ভূভ্রমণবাদী আর্য্যভট কে? এ পর্য্যন্ত সকলে বিশ্বাস কবিযা আসিতেছেন যে, তিনি 'আর্য্যভটীয়' (বচনাকাল ৪২১ শক) নামক সুবিখ্যাত গ্রহগণিত গ্রন্থ-বচয়িতা আচার্য্য আর্য্যভটই (জন্ম ৩৯৮ শক), অপব কেহ নহেন। তাহাতে শঙ্কা কবিবাব কিঞ্চিৎ হেতু সম্প্রতি পাওযা গিযাছে। উহাব আলোচনা কবিবাব জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধেব অবতাবণা।

৫। পৃথূদকস্বামি-বচিত 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে'ব টীকা এখন সম্পূর্ণ পাওযা যায় না। পুনাতে ডেকান কলেজের পাণ্ডুলিপি-সংগ্রহে উহাব প্রথম দশ অধ্যায আছে। বঙ্গীয এশিযাটিক সোসাইটিব পুস্তকাগাবেও কতকাংশ আছে। (I B 6 সংখ্যক পাণ্ডুলিপি)। তাহাবই একখানি প্রতিলিপি লণ্ডনে ইণ্ডিযা অফিসের পুস্তকাগাবে বহিয়াছে। আমবা এখানে এশিযাটিক সোসাইটির পাণ্ডুলিপিব উপযোগ কবিযাছি। তাহার ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৬। ববাহমিহিব প্রণীত 'বৃহৎসংহিতা,' উৎপল ভট্ট-বচিত ভাষ্য সহ, সুধাকব দ্বিবেদিকৃত সংস্কবণ, দুই খণ্ড, কাশী, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ, ১ম খণ্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৭ 'আর্য্যভটীয,' গোলপাদ, ৯ শ্লোক।

৮। ভাস্কবাচার্য্য (দ্বিতীয) বচিত 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' ও তাঁহার বাসনাভাষ্য, নৃসিংহকৃত 'বাসনা-বার্ত্তিক' এবং মুনীশ্বব প্রণীত 'মবীচি' নামক টীকা সহ মুরলীধর ঝা কৃত সংস্কবণ, ১ম খণ্ড, কাশী, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ, ১১৩ পৃষ্ঠা। নৃসিংহ এ স্থলে 'আর্য্যভটীয়ে'ব গোলপাদেব ৯ম শ্লোক উদ্ধৃত কবিযাছেন। অপব এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন,—'আর্য্যভটেন যদ্ভূভ্রমণমভ্যুপগতং" ইত্যাদি। (১১৮ পৃষ্ঠা)।

৯। *Alberuni's India,* English translation by Edward C. Sachau, in two volumes. 2nd ed., 1910, London, Vol. I, pp. 276 et sqq.

'আর্য্যভটীয়ে' ভূভ্রমণ এবং ভভ্রমণ—উভয় বাদের স্বপক্ষে উক্তি পাওয়া যায়। প্রথম পক্ষে আর্য্যভট লিখিয়াছেন,—

"অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্ ॥"—'আর্য্যভটীয়', গোলপাদ, ৯ শ্লোক।

'যেমন অনুলোমগামী নৌকায় আরূঢ় ব্যক্তি (নদীতীরস্থ) অচল বস্তুকে বিলোমগামী দেখে, তেমনই লঙ্কায় (অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের নিরক্ষদেশে) অবস্থিত ব্যক্তি অচল নক্ষত্রসমূহকে সমবেগে পশ্চিমাভিমুখে যাইতে দেখে।'

গ্রহাদির যুগভগণ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, এক মহাযুগে অর্থাৎ ৪৩২০০০০ সৌর বর্ষে পৃথিবীর ভগণ ১৫৮২২৩৭৫০০বার। (গীতিকাপাদ, ৩ শ্লোক)। অপর কথায়, এক সৌর বর্ষে পৃথিবী ৩৬৬.২৫৮৬৮ বার ঘোরে।

ভভ্রমণ পক্ষে 'আর্য্যভটীয়ে' নিম্ন প্রকার উক্তি আছে,—

'উদয়াস্তময়নিমিত্তং নিত্যং প্রবহেণ বায়ুনা ক্ষিপ্তম্।
লঙ্কাসমপশ্চিমগো ভপঞ্জরঃ সগ্রহো ভ্রমতি ॥"—গোলপাদ, ১০ শ্লোক।

'প্রবহ বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়া ভপঞ্জর গ্রহগণের সহিত লঙ্কায় সমবেগে পশ্চিমাভিমুখে নিত্য আবর্ত্তন করিতেছে। তাহাই (গ্রহনক্ষত্রাদির) উদয়াস্তের হেতু।'

"ভাবর্ত্তাশ্চাপি নাক্ষত্রাঃ"—কালক্রিয়াপাদ, ৫ শ্লোক।

'(এক মহাযুগে) নাক্ষত্র দিবস ভচক্র আবর্ত্তনের সমান।'

"প্রাণেনৈতি কলাং ভং"—গীতিকাপাদ, ৬ শ্লোক।

'এক প্রাণে ভচক্র এক কলা গমন করে।'

পূর্ব্বে "Two Aryabhatas of Al-Biruni" নামক প্রবন্ধে (*Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, vol XVII, 1926, pp 59 74) আমরা দেখাইয়াছি যে, আর্য্যভট সম্বন্ধে আল্‌বিরুনি অনেক ভ্রম করিয়াছেন। এখন দেখিতেছি যে, ব্রহ্মগুপ্তের সম্বন্ধেও তিনি নানা ভুল করিয়াছেন। ভূভ্রমণ সম্বন্ধে 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে'র বচন উদ্ধৃত করিতে গিয়া এক স্থলে তিনি বরাহমিহিরের নাম, অপরত্র আর্য্যভটগণের নাম (২৭৬-৭ পৃষ্ঠা) তাহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মগুপ্ত বরাহমিহিরের উক্তি উদ্ধারপূর্ব্বক স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। উহার কিছুই সত্য নহে। 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে' ঐ সকল নাই। আর্য্যভটের গ্রন্থ তিনি দেখিতে পান নাই। সুতরাং তাঁহার লেখা সম্বন্ধে ঐরূপ ভুল খুব গুরুতর মনে না করা যাইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত' এবং 'খণ্ডখাদ্যক', পৃথূদকস্বামীর (ও বলভদ্রের) টীকা সহ, তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। তিনি হিন্দুজ্যোতিষীর নিকট সেগুলি পড়িয়াছিলেন। উহাদের প্রাচীন আরবী ভাষান্তরও তিনি দেখিয়াছিলেন। এবং নিজেও উহাদের, অন্তত কতকাংশের, পারসী ভাষান্তর করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে এ প্রকার মারাত্মক ভুলের জন্য তাঁহাকে কি বলা যায়? যাহা হউক, তিনি যে লিখিয়াছেন, "ব্রহ্মগুপ্ত সেই গ্রন্থের অপর এক স্থানে লিখিয়াছেন, 'আর্য্যভটের অনুযায়িগণ মনে করেন যে, পৃথিবী চলিতেছে ('moving') এবং ভপঞ্জর স্থির আছে" ইত্যাদি (২৭৭ পৃষ্ঠা), তাহাতেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। উক্তিটা মূলে ভুল বটে। যেহেতু 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে' তেমন কোন বচন নাই। কিন্তু ভূভ্রমণবাদের প্রচারক হিসাবে আর্য্যভটের নাম তাঁহার হিন্দু শিক্ষকগণের নিকট না শুনিলে আল্‌বিরুনি ব্রহ্মগুপ্তের মুখে ঐ কথা বসাইতে পারিতেন না। ইহাও বলা উচিত যে, এক স্থলে তিনি আর্য্যভটকে ভভ্রমণবাদী বলিয়াছেন। "এ বিষয়ে (ভপঞ্জরের ভ্রমণ বিষয়ে) লাট, আর্য্যভট এবং বশিষ্ঠ একমত। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন যে, পৃথিবীই ভ্রমণ করে, সূর্য্য স্থির আছে।" (২৮০ পৃষ্ঠা)

এই শেষোক্ত বচনের পাঠ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কার্ন এবং শ্রীউদয়নারায়ণ সিংহ কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'আর্য্যভটীয়ে' "প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ' পাঠ আছে।[১০] কোলব্রুক এবং শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিতও সেই পাঠ ধরিয়াছেন।[১১] এবং তাহাই 'আর্য্যভটীয়ে'র মূল পাঠ বলিয়া অধুনা সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত। প্রাচীন আচার্য্যগণের মধ্যে ব্রহ্মগুপ্ত ও পৃথূদকস্বামীর লেখায় ঐ পাঠ পাওয়া যায়। যদিও ব্রহ্মগুপ্ত স্পষ্টতঃ বলেন নাই যে, তিনি আর্য্যভটের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছেন, তথাপি তিনি যে বস্তুতঃ তাহা করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পৃথূদকস্বামী স্পষ্টতই বলিয়াছেন, "তদর্থমিদং তৎসূত্রং 'প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ' ইতি।" আমাদের নিকট 'আর্য্যভটীয়ে'র তিনখানি পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি আছে। তাহার একটাতে আর্য্যভটের শিষ্য ভাস্কর[১২] কৃত খণ্ডিত ভাষ্য আছে। উহা ত্রিবাঙ্কুররাজের পাণ্ডুলিপিশালা হইতে সংগৃহীত। অপরটাতে সূর্য্যদেব যজ্বকৃত 'ভটপ্রকাশিকা' নামক টীকা আছে। উহা মাদ্রাজ সরকারের পাণ্ডুলিপিশালা হইতে প্রাপ্ত। তৃতীযটাতে সম্পূর্ণ মূল এবং 'দশগীতিকা'র সূর্য্যদেব যজ্বকৃত টীকা আছে। উহা আদিয়ারস্থ থিওসফিক্যাল সোসাইটির পাণ্ডুলিপিশালা হইতে আনাইয়াছি। এই তিন পাণ্ডুলিপিতে মূলে "প্রাণেনৈতি কলাং ভঃ" পাঠ আছে এবং টীকাতে এই পাঠানুযায়ী মূল শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।[১৩] ভাউদাজী 'আর্য্যভটীয়ে'র তিনখানি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উহার একটাতে সোমেশ্বরকৃত টীকাও ছিল। ঐগুলিতে তিনি "ভঃ" পাঠ পাইয়াছিলেন।[১৪] পরমেশ্বর-(১৩৫২ শক) কৃত 'ভটদীপিকা' নাম্নী মুদ্রিত টীকাতেও "ভঃ" পাঠ ধরিয়া মূলের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কেবল নীলকণ্ঠ-(১৪০১ শক) কৃত 'আর্য্যভটীয় মহাভাষ্যে'ও ঠিক তাহাই আছে। এইরূপে দেখা যায়, ভাস্কর, সোমেশ্বর, সূর্য্যদেব, পরমেশ্বর এবং নীলকণ্ঠ,—'আর্য্যভটীয়ে'র এই পাঁচ জন[১৫] টীকাকার "প্রাণেনৈতি কলাং ভঃ" পাঠ অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই দুই পাঠান্তরের কোন্‌টা 'আর্য্যভটীয়ে'র প্রকৃত মূল পাঠ, তাহা নিরূপণ করিতে হইবে।

১০। 'আর্য্যভটীয়' পরমেশ্বরের টীকা সহ, কার্ন-কৃত সংস্করণ, লীদেন (হলান্দ), ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ, পরমেশ্বরের টীকা ও হিন্দী ব্যাখ্যা সহ, শ্রীউদয়নারায়ণ সিংহকৃত সংস্করণ, মজফরপুর, ১৯৬৩ সম্বৎ।

১১। H T Colebrooke, *Miscellaneous Essays*, London, 1873, vol II, p. 345 foot-note, শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র,' ১৮১৮ শকাব্দ, পুনা, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

১২। ভাস্কর সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে হইলে লেখকের "The Two Bhaskaras" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। *Indian Historical Quarterly*, Vol, VI, 1930, pp. 727-736)

১৩। ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, (প্রথম) ভাস্কর-বিরচিত আর্য্যভটীয়-ভাষ্যের যে অংশ এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহার অপর চারি স্থানেও "প্রাণেনৈতি কলাং ভঃ" বচন পাওয়া যায়। যথা, ৩।১ ও ৪।৪ শ্লোকের ভাষ্যে এক এক বার, এবং ৩।৫ শ্লোকের ভাষ্যে দুই বার।

১৪। Bhau Daji, "Brief Notes on the Age and Authenticity of the Works of Aryabhata, etc, *Journ. Roy. Asiat. Soc*, 1865, pp. 392 et sqq.

১৫। 'আর্য্যভটীয়ে'র অনেক টীকাকার ছিল। ঐ সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে লেখকের "আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ১২৯-১৫৮ পৃষ্ঠা)।

কেহ কেহ মনে করেন যে, আচার্য্য আর্য্যভটের লেখাতে মূলে "ভূঃ" ছিল, ভূভ্রমণবাদ-বিরোধী কোন টীকাকার বা অপর কেহ উহাকে পরিবর্ত্তন করিয়া "ভঃ" গ্রহণ করিয়াছেন।[১৬] এ প্রকার অনুমানের সমর্থনে তাঁহারা আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্তের "প্রাণেনৈতি কলাং ভূর্যদি" ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। ইহার বিরুদ্ধে এই বলা যায় যে, (প্রথম) ভাস্কর 'আর্য্যভটীয়'কার আর্য্যভটের শিষ্য। তিনি ব্রহ্মগুপ্ত অপেক্ষা প্রাচীন। তাহা পৃথূদকস্বামীও বলিয়া গিয়াছেন।[১৭] সুতরাং ভাস্কর-ধৃত পাঠকে উপেক্ষা করা যায় না। বরং উহাই সমধিক বিশ্বাসযোগ্য। এই পর্য্যন্ত ভাস্কর-ভাষ্যের একটা ব্যতীত অপর কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া না গেলেও, লেখকদোষ বলিয়া তাহার পাঠকে উড়াইয়া দেওয়ার উপায় নাই। ভাস্করের অন্য লেখা হইতেই তাহা নিঃসংশয়রূপে দেখা যায়। ভাস্কর লিখিয়াছেন,—

"অস্মাকমাচার্য্যেণ স্বতন্ত্রান্তরাবিরুদ্ধপ্রক্রিয়াপ্রতিপাদনার্থমিদমুক্তম। 'ভাবর্ত্তাশ্চ নাক্ষত্রাঃ' ইতি। কা চ স্বতন্ত্রান্তরপ্রক্রিয়া। প্রাণেনৈতি কলাং ভমিতি। প্রাণেন কলাং ভং গচ্ছতীতি।"[১৮]

'আমাদের আচার্য্য স্বীয় তন্ত্রান্তরের অবিরুদ্ধ ক্রিয়া প্রতিপাদনার্থই এই প্রকার বলিয়াছেন,—'(এক মহাযুগে) নাক্ষত্র দিবস ভচক্র আবর্ত্তনের সমান'। তাঁহার সেই তন্ত্রান্তরপ্রক্রিয়া কি? "প্রাণেনৈতি কলাং ভং", অর্থাৎ এক প্রাণে ভচক্র এক কলা গমন করে।' এখানে "ভঃ" পাঠ ভ্রষ্ট বলা যাইতে পারে না। কেন না, অপর কোন পাঠ গ্রহণ করিলে ভাস্করের উক্ত মন্তব্যের মর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং স্বীকার করিতেই হয় যে ভাস্কর নিজেই ঐ পাঠ মৌলিক বলিয়া ধরিয়াছিলেন। এই সকল কারণে আমরা মনে করি যে, ভাস্কর (প্রথম) ও তদর্ব্বাক্ টীকাকারগণ কর্তৃক পরিগৃহীত "প্রাণেনৈতি কলাং ভঃ" পাঠকেই 'আর্য্যভটীয়ে'র মূল পাঠ বলিয়া গ্রহণ করা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমীচীন।

এখন এক নূতন শঙ্কার উদয় হয়। ব্রহ্মগুপ্ত ও পৃথূদকস্বামী "প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ" বচন কোথায় পাইয়াছিলেন? প্রথমে বলা উচিত যে, 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে'র "প্রাণেনৈতি কলাং ভূর্যদি" ইত্যাদি শ্লোকের ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত পাঠ শুদ্ধই। কিছুতেই উহাকে ভ্রষ্ট বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না। অর্থাৎ ব্রহ্মগুপ্তের মূল বচনায় "ভঃ" থাকিতে পারে না। যেহেতু, তাহা হইলে প্রথমতঃ ঐ শ্লোকের তৃতীয় চরণস্থ "আবর্ত্তনমুর্ব্ব্যাশ্চেৎ" বাক্যের সহিত বিরোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ ঐ পাঠ গ্রহণ করিলে ব্রহ্মগুপ্তের সমালোচনা ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। ঐ বিষয়ে তাঁহার প্রতিবাদের কিছুই থাকে না। সুতরাং বলিতেই

১৬। দৃষ্টান্তস্বরূপে বাল্টর যুগেনে ক্লার্ক কর্তৃক ভাষান্তরিত *The Aryabhatiya of Aryabhata* (চিকাগো, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ) এর ১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ক্লার্ক মনে করেন যে, টীকাকার পরমেশ্বরই ঐ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। 'আর্য্যভটীয়ে'র অপর প্রাচীন টীকা দেখেন নাই বলিয়া তিনি পরমেশ্বরের উপর ঐ অন্যায় দোষারোপ করিয়াছেন। ভাস্কর, সোমেশ্বর এবং সূর্য্যদেব, তিন জনেই পরমেশ্বর অপেক্ষা প্রাচীন। তাঁহারাও "ভঃ" পাঠ ধরিয়াছেন।

১৭। পূর্ব্বোক্ত "The Two Bhaskaras" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৮। 'আর্য্যভটীয়', কালক্রিয়াপাদ, ৫ম শ্লোক (ভাস্কর-ভাষ্য)। আমাদের পাণ্ডুলিপিতে যেমনটি আছে, তেমনটিই দেওয়া গেল। পাঠশুদ্ধি করা গেল না। অভিজ্ঞ পাঠক অনায়াসে তাহা করিতে পারিবেন।

হইবে যে, ব্রহ্মগুপ্ত স্বয়ং "ভূঃ" পাঠ দিয়াছিলেন।[১৯] উহা পরবর্ত্তী কালে আসে নাই। ব্রহ্মগুপ্তের প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে তাঁহার টীকাকার পৃথূদকস্বামী তাঁহার গ্রন্থে ঐ পাঠই পাইয়াছিলেন। যদিও ব্রহ্মগুপ্ত সাক্ষাৎভাবে বলেন নাই যে, তদুক্ত "প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ" বচনটি আর্য্যভটের, কিন্তু তাঁহার রচনার প্রকরণ হইতে তাহাই বুঝা যায়। পৃথূদকস্বামী স্পষ্টতই তাহা বলিয়াছেন। এ কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে, ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটের গ্রন্থে "প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ" বচন পাইয়াছিলেন। পৃথূদকস্বামীও নিশ্চয় উহাকে আর্য্যভটের মৌলিক বচন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। অন্যথা তিনি উহার জন্য ব্রহ্মগুপ্তের উপর কটাক্ষ করিতে ছাড়িতেন না। আরও দু এক স্থলে তিনি ঐরূপে ভিত্তিহীন বলিয়া ব্রহ্মগুপ্তের অন্যায্য দোষারোপের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, ব্রহ্মগুপ্ত বা পৃথূদকস্বামী কেহই স্পষ্টত বলেন নাই যে, 'আর্য্যভটীয়ে' তিনি ঐ বচন পাইয়াছিলেন। ঐরূপ অনুমান করিবার কোন অপরোক্ষ বা পরোক্ষ হেতুও তাঁহাদের লেখায় পাওয়া যায় না। সেই হেতু ব্রহ্মগুপ্ত এবং পৃথূদকস্বামী আর্য্যভটের ঐ বচন কোথায় পাইয়াছিলেন, তাহা বিনির্ণয় করা অতিদুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

এই কঠিন বিষয়ের সমাধানার্থ তিনটী নিগমন অনুমান করা যাইতে পারে। হয় ত (১) 'আর্য্যভটীয়ে'র যে যে পাণ্ডুলিপি ব্রহ্মগুপ্ত বা পৃথূদকস্বামী দেখিয়াছিলেন এবং ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে "প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ" পাঠ ছিল। উহা লেখকদোষজনিত, কাহার স্বেচ্ছাকৃত বা অপর যে কোন প্রকারেই জাত হউক না কেন, উহাই তাঁহারা পাইয়াছিলেন এবং মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। অথবা, (২) 'আর্য্যভটীয়' ব্যতিরিক্ত আর্য্যভট-বিরচিত অপর কোন গ্রন্থে তাঁহারা ঐ উক্তি পাইয়াছিলেন। অথবা, (৩) 'আর্য্যভটীয়'-কার হইতে ভিন্ন কোন আর্য্যভটের গ্রন্থে তাঁহারা উহা পাইয়াছিলেন।

এতন্মধ্যে প্রথম অনুমান কষ্টকল্পনা-দোষে দুষ্ট। বিভিন্ন কালের এবং বিভিন্ন প্রদেশের[২০] দুই ব্যক্তির ব্যবহৃত একই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে একই প্রকারের ভুল পাঠ ছিল, ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? অধিকন্তু ব্রহ্মগুপ্ত এবং পৃথূদকস্বামী উভয়েই ভাস্করকৃত 'আর্য্যভটীয়'ভাষ্য দেখিয়াছিলেন, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ভাস্করের

১৯। ভাউদাজী গুজরাট হইতে "ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে'র একখানি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। উহার লিপিকাল ১৫৩৪ শক। উহাতে আছে,—

"প্রাণেনৈতি কলাং ভং যদি তৎ ক্ব ব্রজেত বিমধ্বানম্।
আবর্ত্তনমুর্ব্ব্যাশ্চেন্ন পতন্তি সমুচ্ছ্রয়াঃ কস্মাৎ॥"

ইহার প্রথম পঙ্‌ক্তির পাঠ নিঃসন্দেহ ভ্রষ্ট। বিশেষতঃ উপরিউক্ত কারণে ব্রহ্মগুপ্ত-রচিত মূলে "ভং" অথবা তাহার সংশোধিত পাঠ "ভ." থাকিতে পারে না।

২০। আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্ত ৫৫০ শকে তাঁহার 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত' রচনা করেন। তিনি ভিল্লমাল (বর্ত্তমান রাজপুতনাস্থ মারবাড় রাজ্যের অন্তর্গত ভিন্‌মাল নামক) প্রদেশস্থ জনৈক রাজার সভাজ্যোতিষী ছিলেন। তাঁহার টীকাকার চতুর্ব্বেদাচার্য্য পৃথূদকস্বামী ৭৮৬ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি কান্যকুব্জে বসিয়া 'ব্রাহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্তে'র টীকা রচনা করেন।

মতে 'আর্য্যভটীয়ে'র মূল পাঠ "প্রাণেনৈতি কলাং ভঃ।" পূর্ব্বেই তাহা সিদ্ধ করা হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও তাঁহারা "ভঃ" স্থলে "ভূঃ" পাঠ মৌলিক মনে করিয়াছিলেন বলিয়া কল্পনা করা দুঃসাহসমাত্র। দ্বিতীয় অনুমানও প্রথম অনুমানের ন্যায় দোষযুক্ত। 'আর্য্যভটীয়'কার আর্য্যভটের রচিত অপর জ্যোতিগ্রন্থবিশেষের সদ্ভাব আধুনিক কালের কোন কোন লেখক অনুমান করিয়াছেন সত্য। কিন্তু সেই অনুমানের বিরুদ্ধে অনেক শঙ্কা হইতে পারে। তাহার কিছু কিছু আমরা অন্যত্র প্রদর্শন করিয়াছি।[২১] এতদবস্থায় উক্ত দ্বিতীয় অনুমান গ্রহণ করা নিরাপদ মনে হয় না। সুতরাং এইরূপে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে উক্ত তৃতীয় অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়। উহাও সম্পূর্ণ সংশয়বিহীন নহে বটে। তবে উহাকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে হয়। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা পরে করা যাইবে। তৎপূর্ব্বে অপর একটা বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা করা সঙ্গত এবং আবশ্যক মনে হয়।

ভূভ্রমণ, কি ভভ্রমণ, কোন্‌টাকে 'আর্য্যভটীয়'কার বাস্তব মনে করিতেন, অধুনা তাহা নির্দ্ধারণের উপায় কি? তাঁহার শিষ্য এবং ভাষ্যকার (প্রথম) ভাস্করের মতে, তিনি ভভ্রমণবাদী ছিলেন। সূর্য্যদেব, পরমেশ্বর প্রভৃতি পরবর্ত্তী টীকাকারগণও তাহাই বলেন। এ পর্য্যন্ত যত দূর জানা গিয়াছে, একমাত্র কেবল নীলকণ্ঠ নামে ভাষ্যকার তাঁহাকে ভূভ্রমণবাদী বলিয়াছেন। তিনি ১৪০১ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং ভাস্করাদি হইতে অর্ব্বাচীন। অতএব তাঁহার মতামত ভাস্করাদির মতামত হইতে অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরযোগ্য। অপর কোন কোন প্রাচীন জ্যোতিষীও 'আর্য্যভটীয়'কারকে ভূভ্রমণবাদী বলিয়া গিয়াছেন। আমরা স্বতন্ত্রভাবে তাহার পুনর্ব্বিচার করিতে প্রয়াস করিব।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, "আর্য্যভটীয়ে" ভূভ্রমণসূচক দুইটি উক্তি আছে। একটা ভূভগণ বিষয়ক, অপরটা "অনুলোমগতির্নৌস্থঃ" ইত্যাদি। ভূভ্রমণের বিপক্ষে ভভ্রমণবাচক তিনটা প্রমাণ তাহাতে আছে। এখন আমরা দেখাইব যে, ভূভগণের উল্লেখ হেতু কাহাকেও ভূভ্রমণবাদী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। হিন্দু জ্যোতিষসিদ্ধান্তে 'ভূদিন' গণনার রীতি প্রচলিত আছে। ভূভ্রমণবাদী এবং ভূস্থিরবাদী উভয়বিধ জ্যোতিষীই কুদিনের উল্লেখ করেন এবং জ্যোতিষিক গণনায় তাহার উপযোগ করেন। জ্যোতিষসংহিতা পঠনেচ্ছু শিষ্য কোন্ কোন্ গুণসম্পন্ন হইবেন, তাহার বিবৃতি করিতে গিয়া আচার্য্য বরাহমিহির লিখিয়াছেন,—তিনি "ভূভগণ-ভ্রমণসংস্থানাদিতে"ও অভিজ্ঞ হইবেন।[২২] সাধারণতঃ

২১। লেখকের "আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, বিশেষরূপে তাহার ১৩৭-১৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২২। মূলে আছে,—"ভূভগণভ্রমণসংস্থানাদ্য"। উৎপল ভট্ট উক্ত পদকে এই প্রকারে বিশ্লেষ করিয়াছেন,—ভূসংস্থান+ভগণভ্রমণসংস্থান+আদি। তাঁহার লেখা এই,—"ভূভগণেতি। ভূমেঃ সংস্থানাভিজ্ঞঃ। ভূমেঃ সংস্থানং জানাতি।…তথাচ ভগণস্য নক্ষত্রচক্রস্য ভ্রমণসংস্থানং চ জানাতি।" ইত্যাদি। 'ভূভগণ+ভূভ্রমণ+ভূসংস্থান+আদি,' এ প্রকার বিশ্লেষই স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু তাহাতে বরাহমিহির ভূভ্রমণবাদী হইয়া পড়েন। 'ভূভ্রমণসংস্থান+ভগণভ্রমণসংস্থান+আদি' প্রকারে বিশ্লেষণও উৎপলের বিশ্লেষণ হইতে ভাল মনে হয়। 'ভূভ্রমণসংস্থান='কুদিনসংস্থান'।

ভূদিন ও সাবন দিন অভিন্ন। ব্রহ্মগুপ্ত লিখিয়াছেন,—"সাবনদিবসাঃ কুদিবসাঃ বা।"[২৩] অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়[২৪] মনে করেন, 'কুদিন' সংজ্ঞার মূলে পৃথিবীর গতির সম্ভাব নিহিত রহিয়াছে। কেন না, ঐ প্রকারের অপর জ্যোতিষিক সংজ্ঞার মূলেও তদ্রূপ ভাব আছে। যথা, 'চান্দ্র দিন' = চন্দ্রের গতিজন্য দিন, 'সৌর দিন' = সূর্য্যের গতি-জন্য দিন, 'নাক্ষত্র দিন' = নক্ষত্রের গতিজন্য দিন। সেইরূপ, শ্রীযুত রায় বলেন, 'কুদিন' সংজ্ঞার মৌলিক অর্থ 'কু অর্থাৎ পৃথিবীর গতিজন্য দিন' মনে করাই উচিত। তাঁহার এই ব্যাখ্যা খুবই স্বাভাবিক ও সমীচীন মনে হয়। প্রাচীন টীকাকার মল্লিভট্টও (১২৯৯ শক) বস্তুতঃ সাক্ষাৎভাবে সেই কথাই বলিয়াছেন। যথা,—

"ভূমিঃ প্রাঙ্মুখী ভ্রমতি সা চ যাবত্তাবতা বারান্ ক্ষিতিজে রবিনা সহ সম্বধ্যতে তাবন্তি সাবনদিনানি ভূদিনানীত্যাচার্য্যস্য।"[২৫]

ভাস্করাদি 'আর্য্যভটীয়ে'র টীকাকারগণও প্রকারান্তরে সেই কথা স্বীকার করিয়াছেন। ভূদিন ও ভদিন ভিন্ন। (দ্বিতীয়) ভাস্কর লিখিয়াছেন,—

"ইনোদয়দ্বয়ান্তরং তদর্কসাবনদিনম্।
তদেব মেদিনীদিনং ভবাসরস্তু ভভ্রমঃ॥"[২৬]

ব্রহ্মগুপ্ত বলেন,—"রবিভগণোনা ভানাং সাবনদিবসাঃ কুদিবসাঃ বা।" যাহা হউক, কুদিনের উল্লেখ এবং ব্যবহার করিতে দেখিয়া যেমন বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি জ্যোতিষি-গণকে ভূভ্রমণবাদী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না, তেমন ভূভগণের উল্লেখ হেতু অবধারণ করা যাইতে পারে না যে, 'আর্য্যভটীয়'কার প্রকৃতই ভূভ্রমণবাদী ছিলেন। সুতরাং আলোচ্য বিষয়ে 'আর্য্যভটীয়'কারের মতামত নির্দ্ধারণ করিতে মাত্র একটা বচনই বাকী থাকে।

যাহা স্বসিদ্ধান্তবিরোধী মতের সূচনা করে, যাহা অপরিহার্য্যও নহে, সেই 'ভূদিন' সংজ্ঞাটি ভূস্থিরবাদিগণ কেন গ্রহণ করিয়াছেন, চিন্তনীয়। শ্রীযুত রায় মনে করেন, ঐ সংজ্ঞাটি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুজ্যোতিষসিদ্ধান্তে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, পরবর্ত্তী ভূস্থিরবাদিগণও তাহাকে বাদ দিতে পারেন নাই। অন্যার্থ করিয়া তাঁহারা উহাকে রাখিয়াছিলেন। (প্রথম) ভাস্করাদি 'আর্য্যভটীয়ে'র প্রাচীন টীকাকারগণ এ বিষয়ে নানা যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। ভূভগণ সম্বন্ধে (প্রথম) ভাস্কর বলেন,—

"ভকেপ্রতিনিবদ্ধানি নক্ষত্রাণি তস্য ভচক্রস্য প্রবহাক্ষেপবশাদপরাং দিশমাসাদয়ন্তি। নক্ষত্রাণি গ্রহবৎ স্বগত্যা প্রাঙ্মুখীং ভ্রমন্তীমিব পশ্যন্তীত্যনয়া যুক্ত্যা ভূবার্তগণনির্দেশঃ। প্রাক্ যস্মাত্তে গ্রহাঃ বিবস্বদাদয়ঃ প্রাঙ্মুখা ভ্রমন্তি। যদ্যপি ভপঞ্জরঃ প্রবহাক্ষেপাদপরাং গচ্ছন্তি দিশং তথাপ্যেতে স্বগত্যা প্রাঙ্মুখমেব গচ্ছন্তি।"

এই উক্তির প্রথমার্দ্ধ ভাস্করের ভাষ্যের অপর এক স্থলেও পাওয়া যায়।[২৭] তথায় 'গ্রহবৎ

২৩। 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত।'

২৪। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, "এদেশে ভূভ্রমবাদ", সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, ৪৭-৫১ পৃষ্ঠা।

২৫। শ্রীপতিরচিত 'সিদ্ধান্তশেখর', মল্লিভট্টের আংশিক টীকা সহ, পণ্ডিত শ্রীববুআ মিশ্রকৃত সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ, ১।৩৯ শ্লোকের টীকা, ২৫ পৃষ্ঠা।

২৬। 'সিদ্ধান্তশিরোমণি', বাপুদেব শাস্ত্রী কৃত সংস্করণ, মধ্যমাধিকারে কালমানাধ্যায়, ২০ শ্লোক, ১০ পৃষ্ঠা।

২৭। 'আর্য্যভটীয়', কালক্রিয়াপাদ, ৫ শ্লোকের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

স্বগত্যা' স্থলে 'ভুবঃ স্বগত্যা' পাঠ আছে মাত্র। কিন্তু উহা ভুল। তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। ঐ বিষয়ে সূর্য্যদেব যজ্বার উক্তি কথঞ্চিৎ বিস্তৃত। সেই হেতু উহা অতি সুখবোধ্য। উহাতে কোন প্রকারের অস্পষ্টতা দোষ নাই।

"যুগকুভগণাঃ পূর্ব্ববৎ জ্ঞাতাঃ খাম্ব'বধ্রিবামাশ্বিযমাষ্টতিথযো ভুবঃ। নন্থ অচলাযাং ভূমেঃ কথং ভগণোপদেশ'। উচ্যতে—ভচক্রস্থানি প্রত্যঙ্মুখানি নক্ষত্রাণি ভচক্রস্থ প্রবহাক্ষেপবশাল্লিতাং পশ্চিমং দিশং গচ্ছন্তি। স্থাবস্থিতাং ভূমিং স্বগত্যা প্রাঙ্মুখং ভ্রমন্তীমিব পশ্যন্তি। যথা পরং পারং প্রাপযন্তঃ নাবমারূঢ়াঃ পুরুষা নৌগমনবশাৎ পর' পার' প্রতি যান্তঃ তমেব পর' পার' স্বগত্যা প্রতিমুখং যান্তং পশ্যন্তি, অনয়া দৃষ্ট্যা ভচক্রস্থৈব পরিবর্ত্তিক' ভুমাবধ্যাসা ভগণোপদেশঃ।'২৮

পরমেশ্বরও প্রায় ঐ প্রকারই বলিয়াছেন,—

"ভূমিশ্চাচলেতি প্রসিদ্ধা তস্যা কথমত্র ভ্রমণকথনম্। উচ্যতে, প্রবহাক্ষেপাৎ পশ্চিমাভিমুখং ভ্রমতো নক্ষত্রমণ্ডলস্থ মিথ্যাজ্ঞানবশাদ্ভূমের্ভ্রমণ' প্রতীয়তে। তদঙ্গীকৃত্যেহ ভূমের্ভ্রমণমুক্ত'। বস্তুতস্তু ন ভূমের্ভ্রমণমস্তি। অতো নক্ষত্রমণ্ডলস্থ ভ্রমণপ্রদর্শনপরমত্র ভূভ্রমণকথনমিতি বেদ্যং। বক্ষ্যতি চ মিথ্যাজ্ঞানং 'অনুলোমগতির্নৌস্থঃ'" ইত্যাদি।

এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়,—ভাস্কর, সূর্য্যদেব এবং পরমেশ্বরও স্বীকার করেন যে, ভূভগণের মূলে ভূভ্রমণতত্ত্ব নিহিত আছে। কিন্তু তাঁহারা অধিকন্তু মনে করেন যে, তদ্দ্বারা আর্য্যভট ভূভ্রমণবাদ অঙ্গীকার করেন নাই। ভপঞ্জরের বাস্তব গতিকে ভূমিতে অধ্যস্ত করিয়াই তিনি ভূভ্রমণের তথা ভূভগণের উল্লেখ করিয়াছেন। পশ্চিমাভিমুখী আবর্ত্তনশীল নক্ষত্রের বা তাহাতে অবস্থিত ব্যক্তির মনে হইবে যে, সে নিজে স্থির আছে, পৃথিবীই পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তন করিতেছে। আর্য্যভট ঐ প্রকার কল্পনাদৃষ্টিতেই ভূভ্রমণের কথা বলিয়াছেন। অধ্যাসজনিত বলিয়া উহা মিথ্যাজ্ঞান। পরমেশ্বর স্পষ্টতই তাহা কহিয়াছেন।

ভাস্কর লিখিয়াছেন, ভূভগণ কল্পিত হইলেও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে গ্রহগণিতগ্রন্থে তাহার উপদেশের প্রয়োজন আছে। ঐ প্রকার দুইচারিটা প্রয়োজনও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন।[২৯] এতদ্দ্বারা বোধ হয়, তিনি বলিতে চাহেন যে, আর্য্যভট ব্যবহারাপেক্ষায় ভূভ্রমণের বর্ণনা করিয়াছেন। সূর্য্যদেব মনে করেন যে, অন্য গ্রন্থের ভগণবর্ণনার সঙ্গে একবাক্যতা রক্ষার অভিপ্রায়েই আর্য্যভট পৃথিবীর ভগণের কথা অসত্য হইলেও ভপঞ্জরের ভগণ তাহাতে অধ্যস্ত করিয়া, বর্ণনা করিয়াছেন।[৩০] এ সম্বন্ধে পরমেশ্বরের অভিমত ভিন্ন।

২৮। আদিয়ারস্থ পাণ্ডুলিপির এই পাঠ। আমাদের অপর পাণ্ডুলিপির পাঠও প্রায় এই প্রকার। তাহার এখানে গুণনে পদের বা বিভক্তির ভেদ আছে মাত্র। কিন্তু তদ্ধেতু টীকাকারের মন্তব্যের মর্ম্ম গ্রহণে কোন বেগ পাইতে হয় না।

২৯। ভাস্কর লিখিয়াছেন, "কিং পুনর্ভূভগণোপদেশে প্রয়োজনমিত্যাহ,—রবিভূযোগাৎ ভূদিবসানয়নং নৈতদস্তি প্রকারান্তরনিষ্পন্নত্বাৎ কুদিবসানাং যদ্যপায়মেব কুদিবপ্রতিপত্তেরুপায' স্যাৎ তথাপ্যুপদেশগৌরবান্ন যুজ্যতে। কা উপদেশগুরুতা উচ্যতে। 'কু ঙিশিবুণ্‌শ্‌থৃষৃ' ইতি কুভগণোপদেশঃ রবিভূযোগা ভূদিবসা ইতি দিবসোপদেশঃ কথং তহ্যভিধীযতে। উচ্যতে ভূদিবসপ্রমাণনির্দ্দেশঃ। এবং লঘুতরপ্রকারঃ। তস্মান্নৈকং প্রয়োজনম্ উপদেশস্যৈতাবতা কারণ' ভবিতুমর্হতি। অন্যদপি প্রয়োজনান্তরমস্তীত্যাহ" ইত্যাদি। ('আর্যাভটীয়,' গীতিকাপাদ, ৩ শ্লোক, ভাস্কর-ভাষ্য)।

৩০। "কুতঃ প্রাক্প্রবশক্ত্যা প্রাঙ্মুখং গচ্ছতাং গ্রহাদীনাং তদ্গমনকৃতাঃ পরিবর্ত্তাঃ (ভূ)ভগণা ইত্যুপদিশ্যন্তে। প্রাগ্ভগণস্থৈকবাক্যতায়ৈ চ ভচক্রস্থ প্রত্যগ্ভগণা ভূমাবধ্যাস্যোপদিষ্টাঃ ইত্যবগন্তব্যম্।" (সূর্য্যদেব যজ্বা)।

এখন আমবা 'আর্য্যভটীযো'ক্ত ভূভ্রমণসূচক অপর প্রমাণেব পরীক্ষা কবিব। "অনুলোমগতির্নৌস্থঃ" ইত্যাদি বাক্যের গোড়ায় যে পৃথিবীব ভ্রমণেব কথা বর্ত্তমান আছে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু আর্য্যভট কোন্ অভিপ্রাযে তাহাব উল্লেখ কবিয়াছেন, তাহা যথাযথ নির্ণয় কবা অতীব দুরূহ। কেন না, উহাব অব্যবহিত পরবর্ত্তী "উদযাস্তময়নিমিত্তং" ইত্যাদি শ্লোকে অতি স্পষ্টবাক্যে তিনি ভচক্রেব ভ্রমণেব কথা বিবৃত কবিযাছেন। একই নিশ্বাসে এবম্প্রকাব পবস্পব বিরুদ্ধ উক্তি তিনি কেন কবিলেন? প্রাচীনেবা এ বিষযে নানা প্রকাব কল্পনা জল্পনা কবিয়াছেন। আমবা প্রথমে তাহাব বিবরণ দিতেছি।

"অনুলোমগতির্নৌস্থঃ" ইত্যাদি বচন সম্বন্ধে (প্রথম) ভাস্কবেব অভিমত জানা নাই, তাঁহাব ভাষ্যেব যে পাণ্ডুলিপি এ পর্য্যন্ত পাওযা গিয়াছে, তাহা খণ্ডিত। তাহাতে ঐ শ্লোকেব ব্যাখ্যা নাই। সূর্য্যদেব বলেন, নৌকাব দৃষ্টান্ত দ্বাবা আর্য্যভট ভূভ্রমণাধ্যাসেব উপপত্তি প্রদর্শন কবিয়াছেন। ভূভ্রমণকে বাস্তব বলিযা প্রতিপাদন কবেন নাই। তাঁহাব লেখা এই,—

"ভচক্রপবিবর্ত্তানাং ভূমাবধ্যাসোপদেশকাবণমাযায আহ,—'অনুলোমগতির্নৌস্থ,...। তথা লঙ্কাযাং সমপশ্চিমগানি ভানি ভূস্থিতাচলানি বস্তূনি প্রাঙমুখং গচ্ছন্তি পশ্যন্তি।"

পবমেশ্বরের মতও তাহাই। তিনি আবও মনে কবেন, ভূভ্রমণকে অধ্যাস বলিযা প্রতিপাদনে আর্য্যভটেব গূঢ় অভিপ্রায ছিল। তাঁহাব আগেকাব কোন কোন জ্যোতিষী ভূভ্রমণকে বাস্তব বলিযা বিশ্বাস কবিতেন এবং তাহা প্রচাব কবিযাছিলেন। তাহাদিগেব ঐ মতবাদ খণ্ডনার্থ আর্য্যভট প্রদর্শন কবিযাছেন যে, ভূভ্রমণ অধ্যাসমাত্র। এইরূপে তিনি লিখিয়াছেন,—

"ভূমে প্রাগ্গমনং নক্ষত্রাণাং গত্যভাবঞ্চেচ্ছন্তি কেচিৎ। তন্মিথ্যাজ্ঞানবশাদিত্যাহ, অনুলোমগতির্নৌস্থ...তথা ভানি নক্ষত্রাণি লঙ্কাযাং সমপশ্চিমগানি বর্ত্তুভূতানি অচলানি ভূমিগতাস্থচলবস্তূনি কর্ম্মভূতানি বিলোমগানীব প্রাচীং দিশং গচ্ছন্তীব পশ্যন্তি। লঙ্কাদিবিষুবদ্দেশে ধ্রুব নক্ষত্রপঞ্জরস্য সমপশ্চিমগত্বম্। এবং তারাণাং মিথ্যাজ্ঞানবশাদুৎপন্নাং প্রত্যগ্গমনমঙ্গীকৃত্য ভূমেঃ প্রাগ্গতির্বর্ণ্যতে। পবমার্থতস্তু স্থিরৈব ভূমিবিত্যর্থঃ।"

অপব পক্ষে আচার্য্য উৎপল ভট্টেব লেখা দৃষ্টে প্রতীতি হয, তিনি যেন মনে কবেন যে, ঐ শ্লোকে আচার্য্য আর্য্যভট পূর্ব্বপক্ষ বিস্তাব কবিযাছেন। কেন না, উহাব উল্লেখপূর্ব্বক (যদুক্তমাচার্য্যার্য্যভটেন, 'অনুলোমগতির্নৌস্থঃ' ইত্যাদি) তাহাব খণ্ডনার্থ (অত্রায়ং পবিহাবঃ ইত্যাদি) তিনি ববাহমিহিব, পুলিশ এবং ব্রহ্মগুপ্তেব বচনেব সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য-ভটীযে'ব "উদযাস্তময়নিমিত্তং" ইত্যাদি বচনেবও অনুবাদ কবিযাছেন। 'আর্য্যভটীয়'কে বিরুদ্ধোক্তি-দোষদুষ্ট বলিয়া প্রদর্শন কবতঃ তাহাব প্রামাণ্যগৌবব খর্ব্ব করিবাব অভিপ্রায় উৎপল ভট্টের নিশ্চযই ছিল না। কাবণ, তিনি কতিপয স্থলে উহাব বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত কবিয়াছেন। শেষোক্ত শ্লোক তিনি সিদ্ধান্ত পক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতবাং পূর্ব্বোক্ত শ্লোককে তিনি পূর্ব্বপক্ষ মনে কবিতেন, বলিতেই হইবে। তাঁহাব পূর্ব্বে পৃথূদকস্বামীও

'আর্য্যভটীয়'কারকে বরাহমিহিরাদির সঙ্গে ভূভ্রমণবাদের পক্ষে উল্লেখ করিয়াছেন।[৩১] তিনি ভূভ্রমণবাদে বিশ্বাস করিতেন। ব্রহ্মগুপ্ত তাহাতে যে দূষণ দিয়াছেন, তিনি তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। অতি স্পষ্টবাক্যে পৃথূদকস্বামী নিজেকে আর্য্যভটের পক্ষপাতী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।[৩২] অথচ তিনি ভূভ্রমণবাদের বিরুদ্ধে 'আর্য্যভটীয়ে'র প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালের নৃসিংহের লেখার ভঙ্গী দৃষ্টে মনে হয়, তাঁহার মতও যেন কতকটা উৎপল ভট্টের মতের অনুকূল।[৩৩]

ভাস্করাদি 'আর্য্যভটীয়ে'র টীকাকারগণের ব্যাখ্যা যুক্তিসহ নহে। ভূভ্রমণকে অধ্যাস বলিয়া মনে করিতে অতি কষ্টকল্পনা করিতে হয়। গতিমান্ যানারস্থিত ব্যক্তির পক্ষে পার্শ্বস্থ অচল বস্তুকে বিপরীতদিকে চলনশীল এবং নিজেকে অচল বলিয়া ভ্রমাধ্যাস হইতে দেখা যায়। কিন্তু গতিহীন যানারূঢ় ব্যক্তির অধ্যাস হয় না যে, সে স্বয়ং সচল এবং পার্শ্বস্থ গতিমান্ বস্তু অচল। ব্যাবহারিক জগতে ঐ রকমের কোন দৃষ্টান্ত নাই। সেই প্রকার বস্তুতই যদি পৃথিবী স্থির এবং ভচক্র ভ্রমণশীল হইত, পৃথিবীস্থ ব্যক্তির বিপরীতরূপ, অর্থাৎ পৃথিবী ভ্রমণশীল এবং ভচক্র স্থির,—এরূপ অধ্যাস হইত না। আমাদের ব্যাবহারিক কিংবা প্রাতিভাসিক জগতে সেই প্রকার ভ্রম হয় না। একমাত্র ভচক্রস্থ ব্যক্তিরই সেইরূপ অধ্যাস হইতে পারে। টীকাকারেরাও তাহা স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। আমরা পৃথিবীর বাসিন্দা। ভচক্র-বাসীর ভ্রম আমাদিগেতে আরোপ করিয়া কষ্টকল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? যাহা প্রতীতিগোচর হয়, তাহারই সত্যাসত্য নির্দ্ধারণার্থ বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যাহা প্রতীতিগোচর হয় না, তাহার কল্পনাপূর্ব্বক আলোচনা উহার লক্ষ্য নহে। অদৃষ্ট-তত্ত্বের সন্ধান করিতে গেলে বিচার-শাস্ত্রের নিয়মানুসারে চলিতে হইবে। নতুবা তত্ত্বনির্ণয় হইতে পারে না। "দৃষ্টাৎ অদৃষ্টসিদ্ধিঃ"—দৃষ্ট দ্বারা অদৃষ্টের অনুমান করিতে হয়। এক অদৃষ্টের দ্বারা—যাহার সম্ভাবনা পূর্ব্বে যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মানুসারে দৃষ্ট সহায়ে প্রমাণিত হয় নাই, এমন অসিদ্ধ অদৃষ্টের দ্বারা,—অপর অদৃষ্টের অবধারণ হইতে পারে না। কল্পনার সৌধ নির্ম্মাণ করিলে তাহা সত্য হয় না। বিজ্ঞানশাস্ত্রের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই তাহা নহে। আর্য্যভট যদি সত্য সত্যই পৃথিবীকে স্থির বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তিনি ভূভ্রমণের কষ্টকল্পনা করিলেন কেন? তাঁহার টীকাকারেরা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তিনি ভূভ্রমণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কল্পনা করেন নাই।

৩১। পৃথূদকস্বামী লিখিয়াছেন,—"অন্য তু পুনরন্যথা প্রতিজানতে। ভূগোল এব প্রাঙ্মুখো ভ্রমতি ভপঞ্জরঃ স্থিরো...তস্মান্ন ভূর্ভ্রমতি ভচক্রমেব ভ্রমতি প্রবহানিলাক্ষিপ্তং। তথা বরাহমিহিরাণাং ... তথাচার্য্যভটঃ 'উদয়াস্তময়নিমিত্তংক্ষিতিজ্ঞানক্ত (?) এব আর্য্যারূঢে স্পষ্টার্থং। তথা চ পৌলিশে সিদ্ধান্তে" ইত্যাদি। (বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পাণ্ডুলিপি, I, B 6,—৩ পৃষ্ঠা)।

৩২। আর্য্যভটের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রহ্মগুপ্ত কর্ত্তৃক ভূভ্রমণবাদে প্রদত্ত দূষণের ব্যাপার পর পৃথূদক মন্তব্য করিয়াছেন,—"অস্মাকং পুনরার্য্যভটীয়পক্ষং প্রতিভাতি" ইত্যাদি।

৩৩। নৃসিংহ লিখিয়াছেন,—"আর্য্যভটেন যন্তু ভ্রমণমভ্যুপগতং তত্র বরাহোক্তোঽয়ং দোষঃ...ঈদৃশভূমিশক্তি-কল্পনাগৌরবাদের বৃদ্ধবাশিষ্টমতং সুরার্য্যেণ স্বীকৃতম্। 'উদয়াস্তময়নিমিত্তং" ইত্যাদি। ('বাসনা-বার্ত্তিক', পূর্ব্বোক্ত সংস্করণ, ১১৮ পৃষ্ঠা)।

তাঁহার পূর্ব্ব হইতে ভূভ্রমণবাদ এদেশে প্রচলিত ছিল। তিনি "অনুলোমগতিনৌ স্থঃ" ইত্যাদি শ্লোকে উহাকে অধ্যাসরূপে প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছেন মাত্র। যদি তাহাই সত্য হয়, ঐ শ্লোকের অভিপ্রায় যদি বস্তুত উহাই হয়,—সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে—তাঁহার ঐ চেষ্টা বৃথা হইয়াছে বলিতে হইবে। আর্য্যভটের মত প্রগাঢ় বিদ্বান্ এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্ জ্যোতিষী কি বুঝিতে পারিলেন না যে, প্রতিপক্ষকে নিরাস করিবার জন্য তিনি অযৌক্তিক কল্পনা করিয়াছেন? ইহা নিশ্চয়ই অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা যায়, ঐ প্রকারের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মহামহারথিগণও কখন কখন ঐ প্রকার সাধারণ রকমের ভুল করিয়াছেন।

"অনুলোমগতিনৌ স্থঃ" ইত্যাদি শ্লোকের আক্ষরিক অর্থ সরল এবং সহজ। নৃসিংহ সত্যই বলিয়াছেন, উহা স্পষ্টার্থক, যদিও তিনি তদুক্ত তত্ত্বের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ("স্পষ্টগতাবপি ")। উহার বক্তব্য, "অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্" (তেমনই লঙ্কায় অবস্থিত ব্যক্তি অচল নক্ষত্রসমূহকে সমবেগে পশ্চিমাভিমুখে যাইতে দেখে) অর্থাৎ ভসমূহ বস্তুতঃ অচল হইলেও আমাদের নিকট সচল প্রতীয়মান হয় কেন, তাহার যুক্তি প্রদর্শন করা। ভাষ্যকারেরা যেমনটি বুঝাইতে চাহেন, অচল পৃথিবীকে সচল মনে হওয়ার কথা উহাতে নাই। প্রকৃত পক্ষে উহাতে ভসমূহই অচল ("অচলানি ভানি") বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, পৃথিবী নহে। এই শ্লোকের দ্বারা অনায়াসে অবধারণ হয় যে, প্রতীয়মান ভভ্রমণ অধ্যাস মাত্র, সুতরাং মিথ্যা, ভূভ্রমণই বাস্তব। চলমান নৌকার দৃষ্টান্তে উহাকে পরিষ্কার ও দৃঢ় করা হইয়াছে। পৃথূদকস্বামী, উৎপল ভট্ট প্রভৃতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারগণও উহার মর্ম্মার্থ এপ্রকার বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন। বাক্যের শ্রুতার্থ পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুতার্থের কল্পনা করা সাধারণতঃ বিচার-শাস্ত্রের মতে দোষ। কোন বিশেষ ও সঙ্গত কারণ থাকিলে স্থলবিশেষে তাহাও করা যায় বটে। আলোচ্য স্থলে সে প্রকার কোন অসাধারণ কারণ দেখা যায় না। সুতরাং শ্রুতার্থ গ্রহণ করাই সর্ব্বতোভাবে উচিত। তবে উৎপলাদি অনুমান করেন যে, আর্য্যভট ঐ শ্লোকে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত করিয়াছেন মাত্র, সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন নাই। তাঁহাদের এই অনুমান প্রকৃত কি না, 'আর্য্যভটীয়'কারের অভিপ্রায় সত্য সত্যই উহা ছিল কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা যায় না। তবে টীকাকারগণের ব্যাখ্যা অপেক্ষা, এই ব্যাখ্যা আর্য্যভটের সুযশের পক্ষে বরং ভাল।

আধুনিক লেখকেরা, পৃথূদকস্বামি-প্রমুখ প্রাচীন ভাষ্যকারগণের ন্যায় "অনুলোম-গতিনৌ স্থঃ" ইত্যাদি শ্লোকের শ্রুতার্থই গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহারা, অপর পক্ষে মনে করেন, আর্য্যভট প্রকৃত পক্ষে ভূভ্রমণবাদীই ছিলেন। উহাতে তিনি সিদ্ধান্তপক্ষে ভূভ্রমণ-বাদের উপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং উহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী "উদয়াস্তময়নিমিত্তং" ইত্যাদি বাক্যে তিনি ভভ্রমণ-বিষয়ক প্রচলিত প্রাচীন মতবাদ অভ্যুপগমপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র। ভূভ্রমণ, কি ভভ্রমণ, যে কোন বাদই অঙ্গীকার করা যাউক না কেন, জ্যোতিষজগতের ব্যবহারে বিশেষ কোন ব্যতিক্রম হয় না; এবং বিঘ্নও হয় না।[৩৪]

৩৪। পৃথূদকস্বামীও সেরূপ মন্তব্য করিয়াছেন,—"এবমপি সব্যাপসব্যসিদ্ধিস্তুল্যৈব।"

সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রতিভাত হয় যে, গ্রহনক্ষত্রাদি পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তন করিতেছে। তাহাকে প্রকৃত বলিয়া অভ্যুপগম করিলে জ্যোতিষতত্ত্ব আয়ত্ত করা সহজ হয়। সেই হেতু আধুনিক কালেও, যখন ভূভ্রমণ সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিকের মনে কিঞ্চিৎমাত্রও সন্দেহ নাই, পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতির গ্রহগণিত-বিষয়ক পাঠ্য গ্রন্থে ভভ্রমণাপেক্ষায় তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়। সে প্রকার বলা যাইতে পারে যে, আচার্য্য আর্য্যভট প্রকৃত পক্ষে ভূভ্রমণে বিশ্বাস সত্ত্বেও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে সুগম হেতু ভভ্রমণবাদ অভ্যুপগম করিয়াছেন। এই আধুনিক ব্যাখ্যা 'আর্য্যভটীয়'কারের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাকেও একেবারে শঙ্কাবিহীন বলা যায় না। যাঁহারা পরমার্থতঃ ভূভ্রমণবাদী, অথচ ব্যাবহারিক সৌকর্য্যার্থ ভভ্রমণ অভ্যুপগম করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রবহ বায়ুর কল্পনা ব্যর্থ। স্বাভাবিক অধ্যাস হেতু আপনা হইতেই ভচক্র ঘুরিতেছে বলিয়া প্রতীতি হয়। কিন্তু 'আর্য্যভটীয়'কার স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, প্রবহ বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়াই ("প্রবহেণ বায়ুনা ক্ষিপ্তম্") ভচক্র পরিভ্রমণ করিতেছে। তিনি কি প্রচলিত মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই গতানুগতিক ভাবে সে প্রকার করিয়াছেন? উৎপল ভট্টাদি প্রাচীন লেখকগণ কেন আধুনিক লেখকগণের অনুসৃত প্রকারে আর্য্যভটের বিবক্ষিত মর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন নাই, তাহাও বিবেচ্য।

'আর্য্যভটীয়ে'র উক্তির মর্ম্মাভিপ্রায় সম্বন্ধে যে তিন পক্ষের সদ্ভাব উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে—ভাস্করাদির পক্ষ, উৎপলাদির পক্ষ এবং আধুনিক লেখকের পক্ষ—তাহার কোন্‌টি সত্য সত্যই গ্রন্থকারের বিবক্ষানুযায়ী হইয়াছে, স্বতন্ত্রভাবে তাহার নির্ণয় করা বর্ত্তমান সময়ে দুঃসাধ্য। একটা কথা এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য মনে হয়। (প্রথম) ভাস্কর আর্য্যভটের শিষ্য ছিলেন। কোন্ বিষয়ে গুরুর অভিমত কি ছিল, তাহা জানা শিষ্যের পক্ষে যতটা সম্ভব, অপরের পক্ষে, বিশেষতঃ পরবর্ত্তী কালের কাহারও পক্ষে ততটা সম্ভব নহে। সুতরাং আর্য্যভটের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ভাস্করের মতামত বিশেষ শ্রদ্ধা ও বিবেচনার যোগ্য। চতুর্ব্বেদাচার্য্য পৃথূদকস্বামী পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ভাস্করও কোন কোন স্থলে আর্য্যভটের লেখার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হন নাই। তাই উহাদের কদর্থ করিয়াছেন। আলোচ্য স্থলেও যে তিনি সে প্রকারে ভ্রম করেন নাই, বলা যায় না। সূর্য্যদেব, পরমেশ্বর প্রভৃতি পরবর্ত্তী টীকাকারগণ নির্ব্বিচারে তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। তথাপি, 'আর্য্যভটীয়'কার ভভ্রমণবাদী ছিলেন, ভূভ্রমণকে তিনি অধ্যাস মনে করিতেন,—ভাস্করের এই অভিমত গ্রাহ্য মনে করি। কারণ, তাহার পক্ষে অপর প্রমাণও পাওয়া যায়। আর্য্যভটের অপর শিষ্য আচার্য্য লল্ল[৩৫]ও ভূভ্রমণকে মিথ্যাজ্ঞান বলিয়াছেন এবং তাহার খণ্ডনার্থ প্রযত্ন করিয়াছেন।[৩৬] তাঁহারা সম্ভবত গুরুর নিকট হইতে উহা

৩৫। আচার্য্য লল্ল আচার্য্য আর্য্যভটের অন্তেবাসী শিষ্য কি না, সে বিষয়ে কেহ কেহ শঙ্কা করেন। লেখকের "আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ" প্রবন্ধে তাহার আলোচনা হইয়াছে। শঙ্কাকারিগণ তাঁহাদের স্বপক্ষে কোন সবল প্রমাণ এ পর্যান্ত উপস্থিত করিতে পারেন নাই।

৩৬। লল্ল-প্রণীত 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ', সুধাকর দ্বিবেদী কৃত সংস্করণ, কাশী, ১৯৪৩ সম্বৎ, মিথ্যাজ্ঞানাধ্যায়, ৪২-৪ শ্লোক। গ্রহভ্রমসংস্থাধ্যায়, ৩ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

শিখিয়াছিলেন।[৩৭] কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহারা স্পষ্টতঃ কিছু বলেন নাই। আল্‌বিরুনির লেখা হইতে জানা যায়, আচার্য্য লাটদেবও ভূভ্রমণবাদী ছিলেন।[৩৮] লাটদেবও আর্য্যভটের শিষ্য এবং "সর্ব্বসিদ্ধান্তগুরু" বলিয়া খ্যাত ছিলেন। এ বিষয়ে পাণ্ডুরঙ্গস্বামী প্রভৃতি আর্য্যভটের অপর শিষ্যবর্গের অভিমত জানা নাই। পৃথূদকস্বামী, উৎপল ভট্ট প্রভৃতি অন্য প্রাচীন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষিগণও 'আর্য্যভটীয়'কারকে ভূভ্রমণবাদী বলিয়াছেন। এতগুলি বিশ্বস্ত লেখকের সম্মত বলিয়া আমাদেরও তাহা স্বীকার করা উচিত। বিশেষতঃ তাহার বিরুদ্ধে উপস্থিত করিবার মত কোন অকাট্য প্রমাণও জানা নাই। সুতরাং ইহা মানিতে হইবে যে, আর্য্যভট পূর্ব্বপক্ষরূপেই ভূভ্রমণবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তখন ফলে ফলে ইহাও সিদ্ধ হইবে যে, "প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ" বচনের মূল সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় পক্ষই অবলম্বনীয়।

'আর্য্যভটীয়'কার আর্য্যভটের (৪২১ শক) পূর্ব্বে এদেশে ভূভ্রমণবাদ প্রচলিত ছিল। নানা দিক্ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। কত কাল পূর্ব্বে উহা প্রবর্তিত হইয়াছিল, এখন আমরা যথাসম্ভব তাহার আলোচনা করিব। যত দূর জানা যায়, বৈদিক যুগে উহা হিন্দুস্থানে বহুল প্রচারিত ছিল বোধ হয়। ঋগ্বেদে পৃথিবীবাচী যতগুলি শব্দ পাওয়া যায়, তাহাদের বিশেষ পর্য্যালোচনা করতঃ অধ্যাপক শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী[৩৯] ১৩১০ বঙ্গাব্দে দেখাইয়াছেন যে, উহাদের কতিপয়ের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গতিনির্দ্দেশক। গতি আছে বলিয়াই পৃথিবীর ঐ ঐ নাম হইয়াছে। অপর কতিপয় পৃথিবীবাচী বৈদিক শব্দে পৃথিবীর গতির অনুকূলে বা প্রতিকূলে কিছুই বুঝা যায় না। একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাউক। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (১০।৩১।৬.১০) 'পৃথিবী' অর্থে 'গো' শব্দের প্রয়োগ আছে। আচার্য্য যাস্ক লিখিয়াছেন, "গো এইটি পৃথিবীর নাম, যেহেতু ইহা দূরে গমন করে। আরও যেহেতু ইহাতে জীবগণ বিচরণ করে, সেই হেতু ঐ নাম করা হইয়াছে। 'গম্' ধাতু বা গা ধাতুর উত্তর 'ও' প্রত্যয় করিলে 'গো' হয়।"[৪০] শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "এই সমস্ত আলোচনা করিয়া, আমার ধারণা হয়, পৃথিবীর গতি সুবহুপূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যগণের বিশেষরূপে বিদিত ছিল অন্যথা এক গতিক্রিয়া লইয়া তাঁহারা পৃথিবীর এতগুলি নাম করিতেন না।" তিনি আরও বলেন, আচার্য্য যাস্কের কথায় বোধ হয়, তাঁহার সময়েও পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে লোকের কোন বিপ্রতিপত্তি ছিল না। তাঁহার পরে সন্দেহের উৎপত্তি

৩৭। যাঁহারা লল্লকে আর্য্যভটের শিষ্য স্বীকার করিতে আপত্তি করেন, তাঁহাদের একটা যুক্তি এই যে, আর্য্যভটের শিষ্য হইলে লল্ল গুরুর ভূভ্রমণবাদে দোষ দিতেন না। এখন দেখা যাইতেছে যে, আর্য্যভটের অপর শিষ্যেরাও তাহা স্বীকার করেন নাই। আর্য্যভটও সম্ভবতঃ উহা খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের ঐ আপত্তি নির্ম্মূল।

৩৮। *Alberuni's India*, vol. I, p. 280. আলবিরুনির এই উক্তি কতটা বিশ্বাস্য বলা যায় না। লাটদেবের গ্রন্থ এখন লুপ্ত। অপর কাহারও লেখায়ও এ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কিছু পাওয়া যায় নাই। সুতরাং উহা যাচাই করিবার উপায় নাই।

৩৯। শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, "বেদে পৃথিবীর গতি",—'ভারতী', ১৩১০ বঙ্গাব্দ, ৭৯৮-৮০৩ পৃষ্ঠা।

৪০। "গৌরিতি পৃথিব্যা নামধেয়ং ভবতি, যদ্দূরং গতা ভবতি, যচ্চাস্যাং ভূতানি গচ্ছন্তি গাতের্ব্বৌকারো নামকরণঃ।" (নিরুক্ত, ২।২।১)

হইয়া থাকিবে। আধুনিক সংস্কৃত কোষে পৃথিবীবাচক 'অচলা' ও 'স্থিরা' শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু বৈদিক অভিধানে (নিঘণ্টুতে) ঐ দুই শব্দ নাই। ঐ দুই শব্দযুক্ত কোন বৈদিক বচনও পাওয়া যায় না। অপর একজন লেখক, 'পর্য্যবেক্ষক' ছদ্মনামে, বৈদিক প্রমাণ সহায়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐ সিদ্ধান্তের সমর্থন করেন।[41]

বৈদিক ঋষি জানিতেন যে, পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। কতিপয় বেদমন্ত্রের[42] আধারে লাডবিগ এই অনুমান করেন। সেই প্রকারে প্রমাণান্তর সহায়ে অধ্যাপক শ্রীযুত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য বলেন, ভূভ্রমণও তাঁহাদের বিদিত ছিল।[43] তাঁহার সিদ্ধান্ত সারতঃ এই :—

১। পৃথিবী (স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর) আবর্ত্তন করিতেছে। (ঋগ্বেদ, ১।১৮৫।১)। সেই জন্য ঋগ্বেদে পৃথিবীর একটা নাম 'উরুচী' (৭।৩৫।৩)। সায়নাচার্য্য বলেন, 'উরুচী' অর্থ 'বিবর্ত্তমানা পৃথিবী'।

২। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে আবর্ত্তিত হইতেছে। (৬।৯।১)

৩। সূর্য্যই পৃথিবীকে আবর্ত্তিত করিতেছে। (৬।৮।৩, প্রসঙ্গতঃ ৮।৬।৫ দ্রষ্টব্য)

৪। চক্রনেমিস্থ মানুষের নিকট যেমন চক্রপার্শ্ববর্ত্তী স্থির বস্তুসমূহ ঘূর্ণায়মান বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ আমাদের প্রতীতি হয় যে, সূর্য্য ও ভচক্র ঘুরিতেছে। (১।১৬৪।১৯)

৫। আবর্ত্তন ব্যতীত পৃথিবীর গমনও আছে। তাই তাহাকে 'অর্জ্জুনী' ও 'বিচারিণী' বলা হয় (৫।৮৪।২)। সায়নাচার্য্য বলেন, 'অর্জ্জুনী' অর্থ 'গমনশীলা' এবং 'বিচারিণী' অর্থ 'বিবিধচরণশীলা পৃথিবী'।

৬। পৃথিবীর গমনের কারণ সূর্য্য। (৪।৫৬।৩, প্রসঙ্গতঃ ৪।৪২।৩, ৪।৫৪।৪, ১।১৬০।৪ দ্রষ্টব্য)

৭। পৃথিবীর পূর্ব্বাভিমুখী, স্বর্গীয় ও বিস্তীর্ণ পথ পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। (১০।১১০।৪)

শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণসমূহকে সঙ্গত ও বিশ্বাস্য মনে করিয়া ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।[44]

যাহা হউক, বৈদিক যুগের সকল আর্য্যঋষিগণ পৃথিবীর গতি স্বীকার করিতেন মনে হয় না। কেন না, কোন কোন 'ব্রাহ্মণ'গ্রন্থের বচনে প্রমাণ হয় যে, সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে।[45] শ্রীবিজ্ঞানানন্দ স্বামী তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।[46] পরবর্ত্তী কালে এই মতবাদই বিশেষভাবে হিন্দু সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পৃথিবীর আবর্ত্তন ও সূর্য্যপ্রদক্ষিণের কথা প্রায় সকলেই তখন বিস্মৃত হইয়াছিল। ইতিহাসপুরাণাদিতে দেখা যায়, পৃথিবী স্থির, সগ্রহ ভচক্রের আবর্ত্তন হেতু পৃথিবীতে দিন রাত্রি প্রভৃতি হয়।[47]

৪১। 'পর্য্যবেক্ষক', "বেদে পৃথিবীর গতি", 'ভারতী', ১৩১০ বঙ্গাব্দ, ১০৯৭ ৯ পৃষ্ঠা।

৪২। 'ঋগ্বেদ,' ১।২৮।২৩, ৫।৩৭।৪, ১০।৩৭।৩ এবং ১০।১১৮।৪

৪৩। অধ্যাপক শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, "ঋগ্বেদে পৃথিবীর আবর্ত্তন, সূর্য্যপ্রদক্ষিণ,"—'ভারতবর্ষ,' ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, ৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১২৯—১৩৫ পৃষ্ঠা।

৪৪। Ekendranath Ghosh, "Studies on Rigvedic Deities—Astronomical and Meteorological," *Journ. Asiat Soc Beng.*, 1932; p. 11.

৪৫। যথা,—'শতপথ ব্রাহ্মণ,' ৮।৭।২।৫, ২।২।৩।৯, ১০।৫।৪।৪, 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ,' ১১।২০

৪৬। 'শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত,' বঙ্গানুবাদ ও টীকা সমেত, শ্রীবিজ্ঞানানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, ৩০৫ পৃষ্ঠা।

৪৭। যথা,—'মহাভারত,' নীলকণ্ঠকৃত টীকা সমেত, পণ্ডিত শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং 'বঙ্গবাসী' কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮২৬ শকাব্দ, শান্তিপর্ব্ব, ৩৬৩।৬

'মহাভারতে'র অন্যত্র (স্বর্গারোহণপর্ব্ব, ৫।২৩) আছে যে, ভগবান্ অনন্ত যোগবলে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন।

'মহাভারতে' আছে,[৪৮] আবহ বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়াই চন্দ্রসূর্য্যাদির উদয়াস্ত হয়।[৪৯] হিন্দুদিগের জ্যোতিষগ্রন্থেও ভূভ্রমণবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। বশিষ্ঠ, শাকল্য, ময় এবং পুলিশ-কৃত জ্যোতিষসিদ্ধান্তে তাহা পাওয়া যায়। ইহাঁদের সকলে 'আর্য্যভটীয়'কার আর্য্যভটের (৪২১ শকের) পূর্ব্বকালের। তদর্ব্বাক্ কালের বরাহমিহির, (প্রথম) ভাস্কর, লল্ল, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীপতি, (দ্বিতীয়) ভাস্কর প্রভৃতি জ্যোতিষীরাও ভূভ্রমণবাদী। তাঁহাদের অনেকে ভূভ্রমণবাদে দোষারোপ করিয়াছেন।[৫০]

এই পরবর্ত্তী কালে আর্য্যভট নামে জনৈক জ্যোতিষী পৃথিবীর গতিবিষয়ক পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন বৈদিক মতবাদ প্রচার করিতেন বোধ হয়। তাঁহার গ্রন্থ অধুনা বিলুপ্ত। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত এবং পৃথূদকস্বামীর লেখা হইতে তাঁহার সদ্ভাবের কথা আমরা জানিতে পারি। তাঁহাদের অনূদিত "প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ" বচন তাঁহারই মনে হয়। তাঁহারই অনুসরণে পৃথূদকস্বামী (৭৮৬ শক), মল্লিভট্ট (১২৯৯ শক) এবং কেবল নীলকণ্ঠ (১৪০১ শক) ভূভ্রমণবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি 'আর্য্যভটীয়'কার আর্য্যভট অপেক্ষা প্রাচীন। এই অর্ব্বাচীন আর্য্যভট "অনুলোমগতির্নৌস্থঃ" ইত্যাদি বাক্যে সেই প্রাচীন আর্য্যভটের উক্তি পূর্ব্বপক্ষরূপে উত্থাপিত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। প্রাচীন "প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ" বচনকে

৪৮। "আবহো নাম সংবাতি দ্বিতীয়ঃ শ্বসনো নদন ॥৩৭॥
উদয়ং জ্যোতিষাং শশ্বৎ সোমদীনাং করোতি যঃ।" (শান্তিপর্ব্ব, ৩২৮ অধ্যায়)

এক হিসাবে এই বচনটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বর্ত্তমান 'মহাভারতে'র মতে উহা পরমর্ষি ব্যাসের। তিনি স্বীয় পুত্র শুকদেবের নিকট উহা বলিয়াছিলেন। ব্যাসরচিত আদি মহাভারতে বা ভারতাখ্যানে উহা ছিল কি না, বলা যায় না। থাকিলে আমাদের শঙ্কা দৃঢ়ীভূত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সায়নাচার্য্যের ভাষ্য এবং আধুনিক কতিপয় লেখকের ব্যাখ্যা মতে, কোন কোন বেদমন্ত্রে পৃথিবীর আবর্ত্তন ও সূর্য্যপ্রদক্ষিণের উল্লেখ আছে। ভগবান্ যাস্কের নিরুক্তি এত স্পষ্ট ও নিশ্চিত যে, তাহাও উপেক্ষা করা যায় না। তদ্বলে স্বীকার করিতে হয় যে, অন্ততঃ কোন কোন বৈদিক ঋষি পৃথিবীর গতি মানিতেন। বেদব্যাস কেন বিপরীত মত প্রচার করিলেন? ভূভ্রমণবাদীর পক্ষে আবহ (বা প্রবহ) বায়ুর কল্পনা নিরর্থক। বেদমন্ত্রের মর্ম্মার্থ কি তিনি জানিতেন না?

আলোচ্য স্থলে মহর্ষি ব্যাস প্রবহাদি সপ্ত বায়ু এবং তাহাদের বিশেষ বিশেষ কার্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। পিণ্ডস্থ প্রাণাদি বায়ুর সঙ্গে তাহাদের সম্পর্কও উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে তিনি পিণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডে, ক্ষুদ্রে ও বিরাটে সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ভূভ্রমণ স্বীকার করিলে ঐ সাদৃশ্য থাকে না। তথাকথিত এই দার্শনিক সাদৃশ্য রক্ষার জন্য, পরবর্ত্তী কালে ভূভ্রমণবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছিল কি না, বিবেচ্য।

৪৯। জ্যোতিষগ্রন্থের মতে, ভচক্র আবর্ত্তনের কারণ প্রবহ বায়ু, আবহ বায়ু নহে।

৫০। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা,' ১৩।৫—৭, 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত,' ১১।৭, ২১।৫৯, পৃথূদকস্বামিকৃত 'ব্রাহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্তে'র টীকা, বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি, ৩ পৃষ্ঠা, ভট্টোৎপলকৃত 'বৃহৎসংহিতা-বিবৃতি,' ৫৭-৯ পৃষ্ঠা; 'সিদ্ধান্তশেখর,' ১।৯, ৩৯, ১৫। 'সিদ্ধান্তশিরোমণি,' মধ্যমাধিকারে কালমানাধ্যায়, ১০-৪ শ্লোক; 'বাসনাবার্ত্তিক' (পূর্ব্বোদিত গ্রন্থ, ১১৩—৯ পৃষ্ঠা)। প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষিগণ ভূভ্রমণবাদের বিরুদ্ধে কি কি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার সারসংগ্রহের জন্য শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ-লিখিত "Motion of the Earth as Conceived by the Ancient Indian Astronomers" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। *(Bull. Cal. Math. Soc.*, vol. XVII, 1926, pp. 173—82*)*.

কিঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া স্বমতানুযায়ী করতঃ তিনি লিখিয়াছেন,—"প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ"। এ সমস্তই অবশ্য অনুমান মাত্র। কিন্তু আর্য্যভট ও ভূভ্রমণ বিষয়ে যে সকল সমস্যার উল্লেখ ও আলোচনা পূর্ব্বে করা গিয়াছে, এই অনুমান ব্যতীত উহাদিগের সুসমাধানের অপর কোন অধিকতর সঙ্গত উপায় দেখা যাইতেছে না। অন্ততঃ সেই নিমিত্ত উহাকে আপাততঃ অঙ্গীকার করা আমরা সমীচীন মনে করি। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে আমরা অন্যত্র[৫১] দেখাইয়াছিলাম যে, 'আর্য্যভটীয়'কার আর্য্যভটের পূর্ব্বে আর্য্যভট নামে অপর একজন জ্যোতিষী বর্ত্তমান ছিলেন। 'আর্য্যসিদ্ধান্ত' বা 'মহা-আর্য্যসিদ্ধান্ত', সংক্ষেপে 'মহাসিদ্ধান্ত'-প্রণেতা আর্য্যভট (৮৭২ শক প্রায়) বৃদ্ধ আর্য্যভট নামে তাঁহারই উল্লেখ করিয়াছেন।[৫২] অধুনা ভূভ্রমণবাদ প্রচারের ইতিহাস আলোচনা দ্বারাও আমরা ঐ নামের একজন জ্যোতিষীর অস্তিত্বের সন্ধান পাইতেছি। তাঁহারা অভিন্ন ব্যক্তি কি না, বিবেচ্য।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত।

৫১। Bibhutibhusan Datta, "Two Aryabhatas of Al-Biruni", *Bull. Cal. Math. Soc.*, Vol. XVII, 1926, pp. 59-74.

৫২। 'মহাসিদ্ধান্ত,' সুধাকর দ্বিবেদিকৃত সংস্করণ, কাশী, ১৯১০ খৃঃ, ১৩।১৪

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস (১৮৬৪-৬৭)

মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্র

রচনাবলী

১৮৬৪ সনের জানুয়ারি (পৌষ ১২৭০) মাসে রংপুর হইতে 'রচনাবলী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৬৪, ২৫এ জানুয়ারি তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

> রচনাবলী। মাসিক সম্বাদপত্রিকা। রঙ্গপুর কাকিনিয়া শম্ভুচন্দ্র যন্ত্রালয় হইতে পৌষ মাস অবধি প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৷৷৹ আনা। প্রথম খণ্ডের লেখা দেখিয়া ভাল মন্দ কিছুই বুঝা গেল না।

কাব্যপ্রকাশ

১৮৬৪ সনের জানুয়ারি (মাঘ ১২৭০) মাসে ঢাকা মোগলটুলি হইতে হরিশ্চন্দ্র মিত্র 'কাব্যপ্রকাশ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি থাকিত :—

> সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে এব রসবৎফলে।
> কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ॥

'কাব্যপ্রকাশে'র প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া 'সোমপ্রকাশ' ১৮৬৪, ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লেখেন :—

> কাব্যপ্রকাশ। এখানি মাসিক পত্রিকা। আমরা ইহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহাতে কৌরবদিগের দ্যূতক্রীড়া, বীরবাক্যাবলী, জয়দ্রথ নাটক প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। লেখা মন্দ নহে। পত্রিকামধ্যে পদ্যের ভাগই অধিক। রহস্য ও উপকথাও ইহার অন্তর্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইহাতে সম্বাদ বা কোন নূতন প্রস্তাব নাই। ঢাকাদর্পণ সম্পাদক বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহা প্রকাশ করিতেছেন, ইহা ঢাকার [•ইমামগঞ্জের] সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে। হরিশ বাবু অনেকগুলি বিষয় সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার উৎসাহ দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতেছি।

<u>'কাব্যপ্রকাশ' পত্রের ফাইল</u> ।—

> উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি :—১ম পর্ব্ব, ২য় সংখ্যা (শকাব্দা ১৭৮৫ ফাল্গুন)।

পাবনাদর্পণ

১৮৬৪ সনের মার্চ (ফাল্গুন ১২৭০) মাসে পাবনা হইতে 'পাবনাদর্পণ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে ১৮৬৪, ২৮এ মার্চ 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

পাবনাদর্পণ। এখানি মাসিক সমাচারপত্রিকা। পাবনার কয়েকজন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি গত ফাল্গুন মাস হইতে এতৎপ্রচারণ আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া ভাল মন্দ অভিপ্রায় প্রকাশ করা যাইতে পারে না। ইহা কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইতেছে, বার্ষিক মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা।

শিক্ষাদর্পণ ও সম্বাদসার

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনে ১২৭১ সালের বৈশাখ মাসে 'শিক্ষাদর্পণ ও সম্বাদসার' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। কাগজখানি ফুলস্কেপ আকারের, প্রতি সংখ্যায় আট পৃষ্ঠা থাকিত। ইহার প্রতি খণ্ডের মূল্য দুই আনা এবং বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা ছিল। প্রত্যেক সংখ্যায় দুই-তিন পাটি সংবাদ থাকিত। প্রথম সংখ্যা 'শিক্ষাদর্পণ ও সম্বাদসারে' প্রকাশিত ভূমিকার নিম্নোদ্ধৃত অংশপাঠে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে :—

> যে সকল দেশে বিদ্যাচর্চ্চার বাহুল্য এবং বিদ্যালয় এবং শিক্ষক সংখ্যার আধিক্য হইয়াছে, সর্ব্বত্রই শিক্ষাপ্রণালী প্রদর্শক এবং তৎসম্বন্ধীয় সংবাদপ্রদায়ক সাময়িক পত্রিকা সকল প্রচারিত হইতে থাকে। যে ব্যাপারটী দেশের অবস্থাবিশেষ ঘটিলে স্বতঃই ঘটে, তাহার কারণান্তর অনুসন্ধান করা এক প্রকার নিষ্প্রয়োজন বলিলেই হয়। দেশের সেই অবস্থাবিশেষই তাহার কারণ।
>
> বাঙ্গালা দেশের এক্ষণে সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে কিনা, নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। কিন্তু আমাদিগের মনে এই শিক্ষাদর্পণ প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় উদিত হইবার এবং কে কে ও কত ব্যক্তিই বা ইহার গ্রাহক হইবেন তাহা নিশ্চয়রূপে না জানিয়াও ইহা লিখিতে, ছাপাইতে এবং নানা স্থানে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবার হেতু দেশের উল্লিখিতরূপ অবস্থার সংঘটন অথবা আমাদের মনের ভ্রম মাত্র, এই দুই বই আর কিছুই হইতে পারে না। ঐ দুইটীর মধ্যে কোনটী প্রকৃত কারণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখাই আমাদিগের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য।

১৮৬৯ সনের ১৬ই এপ্রিল হইতে ভূদেব বাবু 'এডুকেশন গেজেট' পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ইহার দ্বারা 'শিক্ষাদর্পণে'র প্রয়োজন মিটিতেছিল, সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি পরের মাস হইতে 'শিক্ষাদর্পণে'র প্রচার রহিত করেন।*

ধর্ম্মপ্রচারিণী

১২৭১ সালের গোড়ার দিকে "বেহালা ব্রাহ্মসমাজের অধীনে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিণী নাম্নী একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। যাহাতে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিশেষ রূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হয় তাহাই এই সভার উদ্দেশ্য"।† এই সভার মুখপত্রস্বরূপ একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। পত্রিকাখানির নাম 'ধর্ম্মপ্রচারিণী'—১২৭১ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয়। ১২৭১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র "পুস্তক প্রাপ্তি"-বিভাগে প্রকাশ :—

---

* 'শিক্ষাদর্পণ' পত্রের বিস্তৃত বিবরণ কেদারনাথ মজুমদারের 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকের ৩৪-৯১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

† 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' আষাঢ় ১৭৮৬ শক।

ধর্ম্ম প্রচারিণী পত্রিকা বেহালা ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মাসিক মূল্য /• আনা।

'ধর্ম্মপ্রচারিণী' পত্রিকাব সম্পাদক ছিলেন অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাজেন্দ্রনাথ গুহ।*

ধর্ম্মতত্ত্ব

১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক (১৮৬৪, অক্টোবর) মাস হইতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র আদর্শে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয। ১৭৮৬ শকেব অগ্রহাযণ মাসেব 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় 'ধর্ম্মতত্ত্বে'ব যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত কবা হইল, ইহা হইতে এই মাসিকপত্র-প্রকাশেব উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে :—

> বিজ্ঞাপন। ধর্ম্মতত্ত্ব-নাম্নী মাসিক পত্রিকাব প্রথম সংখ্যা প্রচারিত হইয়াছে। ধর্ম্মনীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব, সামাজিক উন্নতি, ব্রাহ্মধর্ম্মেব উন্নতি, নীতিগর্ভ আখ্যাযিকা, সাধুদিগেব জীবন, বেদ পুবাণ বাইবল কোবাণ প্রভৃতি ধর্ম্ম পুস্তক হইতে সত্য ধর্ম্ম প্রতিপাদক ভাব, এই সমুদায় ঐ পত্রিকাব লেখা বিষয়। উহাব অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ২॥০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ১।০ এক টাকা চারি আনা নির্দ্ধাবিত হইযাছে। প্রতি সংখ্যার মূল্য।• আনা।...
>
> ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক।
>
> কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

১৭৮৭ শকেব আশ্বিন সংখ্যায় 'ধর্ম্মতত্ত্বে'ব প্রথম বর্ষ শেষ হয়। এই সংখ্যার শেষভাগে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশ :—

> বিজ্ঞাপন।...নিবেদন এই যে অনেকের প্রদত্ত অগ্রিম মূল্য আশ্বিন মাসে শেষ হইযাছে, অতএব তাঁহারা আগামী বৎসবের মূল্য এবং ডাক মাশুল শীঘ্র প্রেরণ কবিযা বাধিত কবিবেন।...

'ধর্ম্মতত্ত্ব' নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হইত না। এই কাবণে পত্রিকার উপবে "মাসে"ব উল্লেখ না কবিয়া "সংখ্যা" সন্নিবিষ্ট কবা হইতে লাগিল। ১৭৮৮ শকেব আষাঢ় মাসেব পরবর্ত্তী সংখ্যায় "২২ সংখ্যা"ব উল্লেখ আছে। এই ২২ সংখ্যায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

> বিজ্ঞাপন। নানা কাবণ বশতঃ এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশবিষযে নিতান্ত অনিযম প্রদর্শিত হইযাছে, এজন্ত আমবা অতিশয় ক্ষুব্ধ আছি, এখনও আমরা দেখিতেছি যে কাবণে ধর্ম্মতত্ত্ব মাসে মাসে নিযমিতরূপে প্রকাশিত হয নাই এখনও সে সমুদায সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব ধর্ম্মতত্ত্বকে মাসিক না রাখিযা সংখ্যানুযায়ী কবাই পরামর্শ সিদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থাতে ধর্ম্মতত্ত্বকে সংখ্যানুযায়ী করিবার অপর একটী প্রয়োজন এই যে তাহা না করিলে ইহাতে সাময়িক ঘটনাসকল সন্নিবেশ পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা হয়। এক্ষণে যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইতেছে পূর্ব্বমাসীয় পত্রিকা সকলে তাহা সন্নিবেশিত করা কোন মতেই সংগত হয় না। আমাদের পত্রিকা মাসের গণনায় এতাবৎকাল পশ্চাদ্বর্ত্তী থাকাতে আমরা অভিনব ঘটনাবলি প্রায় কোনকালেই যথাসময়ে প্রকাশ করিতে সমর্থ হই নাই। এই সমস্ত বিবেচনার অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা এই পত্রিকায় মাস পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ সংখ্যাই সন্নিবিষ্ট করিলাম।...

* "সংবাদ প্রভাকরে বাংলার পুরাতনী"—'ভারতবর্ষ,' ভাদ্র ১৩৩৯, পৃ. ৪৬০।

কিন্তু "২৯ সংখ্যা"র তারিখ দেখিতেছি "১৫ চৈত্র ১৭৮৯"।*

মাসিক 'ধর্ম্মতত্ত্ব' দ্বিভাষিক পত্র ছিল। ইহাতে বাংলা অংশ ছাড়া কয়েক পৃষ্ঠা ইংরেজীও থাকিত। ইংরেজী অংশে ধর্ম্মতত্ত্বমূলক ইংরেজী পুস্তক-পত্রিকার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করা হইত। পত্রিকায় সম্পাদকের নাম নাই।

১৭৯০ শকে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নূতন আকারে পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। তৃতীয় ভাগ, ১ম সংখ্যা (১লা মাঘ বৃহস্পতিবার, ১৭৯১ শক) পত্রিকার গোড়ায় আছে :—

> ধর্ম্মতত্ত্ব। 'পাক্ষিক' ধর্ম্মতত্ত্ব অদ্য দয়াময়ের প্রসাদে এক বৎসরকাল অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। এক বৎসরের মধ্যে ইহার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আকারের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে। পত্রিকার বাহ্য সৌন্দর্য্য এবং নিয়মিত সময়ে বাহির হওয়া সম্বন্ধে অনেক ত্রুটি থাকিলেও ইহার লিখিত বিষয় সকল দ্বারা অনেকে উপকৃত হইতেছেন শুনিয়া আমাদের পরিশ্রম সফল বোধ হইতেছে।

এই সংখ্যায় পত্রিকার "শিরোভূষণ"-স্বরূপ নিম্নের শ্লোকটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

> সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং ।
> চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
> বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরম সাধনং ।
> স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

এই শ্লোকটি অদ্যাবধি পাক্ষিক 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র কণ্ঠে শোভা পাইয়া থাকে।

'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রের রচনার নিদর্শন-স্বরূপ প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল :—

> ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি।...মহাত্মা রামমোহন একটী মহান লক্ষ্য সংসিদ্ধ করিবার জন্য ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তদীয় স্বদেশবাসিগণকে তেত্রিশকোটী দেবতার আরাধনা হইতে একেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত করাই সেই মহান লক্ষ্য। এই বিশাল ব্যাপার সম্পন্ন করিবার জন্য সেই তরুণবয়সেই অদ্ভুত পরিশ্রম সহকারে তিনি ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মতত্ত্বের অন্ধতম প্রদেশ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং পরিশেষে এই সত্যটী উপলব্ধি করত তদীয় স্বদেশবাসিগণের নিকট প্রচার করিলেন যে, একমাত্র নিরাকার নির্ব্বিকার পরমেশ্বরের উপাসনাই বেদান্ত শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি যে অদ্বৈত অর্থাৎ জগদ্‌ব্রহ্ম মতের পোষক ছিলেন না, তাহার প্রমাণ তিনি আপনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ সকল অভিনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে প্রতীতি হইবে যে, তিনি হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টীয়ান প্রত্যেকের ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে "একমেবাদ্বিতীয়ং" পরমেশ্বরের উপাসনা বিধির প্রমাণ সকল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অল্প দিবসের মধ্যে কর্ণাট প্রভৃতি ভারতের দক্ষিণতম প্রদেশেও তাঁহার নাম প্রচারিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে অসামান্য শাস্ত্রী সকল তাঁহার সহিত বিচার করিবার জন্য উপস্থিত হইতে লাগিল, কিন্তু সত্যের অপরাজিত বলে এবং তদীয় অদ্ভুত

---

* কেদারনাথ মজুমদার তাঁহার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র স্বরূপ ১৭৮৬ শকের (১৮৬৪) অগ্রহায়ণ হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইতে থাকে। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রথম বৎসর মাসিক রূপে পুস্তকাকারে বাহির হইয়া কিছুদিন বন্ধ ছিল। তারপর ১৭৮১ শকের মাঘ মাস হইতে (২য় বর্ষ) পাক্ষিকরূপে বাহির হইতেছে। আমরা ধর্ম্মতত্ত্বের ১ম ও ২য় বর্ষের পত্রিকা কোথাও খুজিয়া পাই নাই।" (পৃ. ৩১৬-১৭)

মজুমদার-মহাশয়ের এই বিবরণ যে ঠিক নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

তত্ত্বদর্শনপ্রভাবে সকলেই পরাস্ত হইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিতে করিতে ফিরিয়া আসিত। এইরূপে প্রথমে বঙ্গদেশে কতকগুলি লোক রামমোহন রায়ের মতাবলম্বী হইলেন এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারক রেবারেণ্ড আদম ত্রিদেবের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন।

প্রায় পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল ভারতবর্ষে একেশ্বরের উপাসনা বদ্ধমূল করিবার আশয়ে তাঁহার মতানুগামীদিগকে লইয়া একটী উপাসনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রতি বুধবারে সন্ধ্যার পর এই সভার অধিবেশন হইয়া বেদ হইতে ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্লোক সকল অধীত হইত ব্রহ্মবিষযক উপদেশও প্রদত্ত হইত, এবং পরিশেষে ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইত। যে ব্রাহ্ম-সমাজরূপ বিশালবৃক্ষ এক্ষণে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে ছায়াদান করিতেছে এইরূপে রামমোহন রায় ভারতে তাহার বীজ বপন করিলেন। আমরা এক্ষণে যে গৃহের আশ্রয়ে রহিয়াছি, তাহা গঠন করিতে যে তাঁহাকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা সেই মহাপুরুষই জানেন। যে দেশের কোটীকল্প লোক তেত্রিশকোটী দেবতার ভক্ত সেখানে একেশ্বরের উপাসনা প্রচার করা, অপবিত্রতার বিষম দুর্গন্ধ জনিত আত্মার মহামারির মধ্যে বিমল ধর্ম্মনীতি সংস্থাপন করা, নিবিড় ভ্রম-তমসাচ্ছন্ন আকাশকে সত্যের কিরণে সমুজ্জ্বল করা যে কেবল ঈদৃশ অসাধারণ ব্যক্তিদিগেরই আয়ত্তাধীন তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু বোধ হয় রামমোহন রায়ের অনুচরগণ তাঁহার ধর্ম্মের যথার্থ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। এই জন্য তাঁহার লোকান্তর হইলে কিয়ৎকাল ব্রাহ্মসমাজ অবসন্নপ্রায় হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় এক্ষণকার প্রধান আচার্য্য মহাশয় সেই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যোগ দিলেন। তদীয় সম্মিলন-নিবন্ধন ব্রাহ্মসমাজের সুখের দিন প্রত্যাগত হইল। তিনিই এদেশে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিবার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপন করিলেন, এবং সেই সভার অধীনে কলিকাতা নগরে একটী ব্রহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল, এবং তত্ত্বজ্ঞানপূরিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মাসে মাসে প্রচারিত হইতে লাগিল। বেদ যে কিয়দ্দিন অভ্রান্ত বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল ক্রমে সে বিশ্বাসও দূরীকৃত হইবার উপক্রম হইল। তন্ন তন্ন করিয়া চারি বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য চারিজন যুবক কাশীতে প্রেরিত হইলেন, এবং বেদবেদান্তে ব্যুৎপন্ন হইয়া তাঁহারা প্রত্যাগত হইলে প্রতিপন্ন হইল যে, হিন্দুদিগের বেদ শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া কোন ক্রমে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। রাজা রামমোহন তদীয় অনুচরগণকে দলবদ্ধ করিবার চিন্তা করেন নাই। ভিন্ন২ জাতীয় লোকে একত্রে আসিয়া উপাসনা করিবে এই অভিপ্রায়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। যখন ক্রমশঃ বহুতর লোক ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল তখন তাহাদিগকে এক সূত্রে বন্ধন করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনায় ব্রাহ্ম প্রতিজ্ঞা প্রচারিত হইল এবং তৎস্বাক্ষরকারীরা ব্রাহ্ম নামে আখ্যাত হইলেন। উন্নতির পর উন্নতি লক্ষিত হইতে লাগিল। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে শাখা ব্রাহ্মসমাজ সকল প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৭৮১ শকের চৈত্র মাসের মধ্যে ভারতবর্ষস্থ ব্রাহ্মদিগের সংখ্যা প্রায় সার্দ্ধ সহস্র হইল এবং এই অল্পকাল মধ্যে ত্রিশটী শাখা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার সংবাদ আসিল।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। নবোদ্যমপূর্ণ কৃতবিদ্য যুবকদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে আনয়ন করিবার জন্য একটী সাপ্তাহিক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল। প্রতি রবিবার বৈকালে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তলগৃহে ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পন্ন হইত; তৎকালে তথায় যে বিচিত্র দৃশ্য নয়নগোচর হইত তাহা মনে হইলে এখনও হৃদয় উৎফুল্ল হইতে থাকে। কলিকাতা নগরের কৃতবিদ্য নব্য সম্প্রদায়—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীস্থ ছাত্রেরা অনিমেষ নয়নে তিন চারি ঘণ্টাকাল দর্শন-শাস্ত্রের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের ঐক্য বিষয়ক বক্তৃতার প্রতি শ্রবণপাত করিতেন—ইহা সামান্য উৎসাহকর ব্যাপার নহে। অপর কার্য্যেতেও

এই ব্রহ্মবিদ্যালয় বিপুল ফল প্রদান করিয়াছে। বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম নব্য সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে বিশেষরূপে প্রবেশ করিয়াছে। আপনাদের পরস্পর সম্বন্ধ আরও দৃঢ়তর করিবার জন্য এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ও উৎসাহ পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা প্রতি সপ্তাহে একত্রিত হইযা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ক কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মসঙ্গত সভা সংস্থাপিত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক ক্ষুদ্র২ পুস্তক ইংরাজী ভাষাতে প্রণীত হইয়া প্রচারিত হইতে লাগিল, এবং সম্বাদ পত্রে অবগত হওয়া গেল যে, ইউরোপ ও আমেরিকাতেও এই সকল পুস্তক আদরের সহিত পরিগৃহিত হইযাছে। বঙ্গদেশের সাধারণ লোকদিগের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য প্রচারক নিযুক্ত হইলেন এবং অল্পদিন হইল, পূর্ব্ববাঙ্গলা-নিবাসী একেবারে বেযাল্লিশটী পরিবার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।…

'ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা'র ফাইল।—

বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষৎ :—প্রথম বর্ষ (মাসিক) ১৭৮৬ শক কার্ত্তিক, •অগ্রহায়ণ, মাঘ, ১৭৮৭ শক বৈশাখ—আশ্বিন।

দ্বিতীয় বর্ষ ১৭৮৭ শক কার্ত্তিক-চৈত্র, ১৭৮৮ শক বৈশাখ-আষাঢ, ২২, ২৪-২৮ সংখ্যা, ২৯ সংখ্যা (১৫ চৈত্র ১৭৮৯)।

তৃতীয ভাগ (পাক্ষিক) হইতে পরবর্ত্তী অনেক বৎসরের কাগজ।

সত্যান্বেষণ

প্রধানতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে এই বৎসর কয়েকখানি সাময়িক পত্রের জন্ম হয়। 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 'সত্যান্বেষণ' নামে আর একখানি ২৪ পৃষ্ঠার মাসিক পত্র বউবাজার সমাজ হইতে ১৮৬৫ সনের জানুয়ারি মাসে (মাঘ, ১৭৮৬ শক) কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার "অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০, ডাকমাশুল সমেত ৩৲।" প্রথম সংখ্যায় "সত্যান্বেষণের উদ্দেশ্য" প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

ষোড়শমাস অতীত হইল, ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত কলিকাতার অন্তঃপাতী বৌবাজারে একটী ব্রহ্মোপাসনালয সংস্থাপিত হইযাছে। প্রতি রবিবার সাযংকালে সেই স্থানে যথানিযমে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মোপাসকগণ বিবেচনা করিলেন, আমরা ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা যে অনুপম নির্ম্মল আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি ভ্রাতৃগণকেও তাহার অংশভাগী করা বিধেয়, পরন্ত যে কোন প্রকারে হউক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করাই সেই গুরুতর অভিপ্রায় সংসাধনের একমাত্র উপায়। সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আমরা এই সত্যান্বেষণ পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। নিরবচ্ছিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ বা অনুশীলন থাকিলে ইহা সাধারণের প্রীতিকর হইবে না, আশঙ্কা আমরা এই পত্র ধর্ম্ম প্রস্তাবের সহিত নানাবিধ হিতকর প্রস্তাবে প্রপূরিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি, পরন্ত ইহা সাধারণের নিকট কতদূর আদরণীয় হইবে তাহা বলিতে পারি না।…

প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের নাম দিতেছি, যথা—"চৈতন্যের জীবন বৃত্তান্ত," "যাবাদ্বীপের ইতিহাস," "হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান"। 'সত্যান্বেষণ' পত্রের সম্পাদক ছিলেন জগন্মোহন তর্কালঙ্কার। প্রথম সংখ্যার মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় "বিজ্ঞাপনে" লিখিত আছে :—

এই সত্যান্বেষণ পত্র ব্রহ্মোপাসনালয়ের সম্পত্তি হইবেক।

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার
সম্পাদক।

'সত্যান্বেষণ' পত্রের ফাইল।—

রামদাস সেনের লাইব্রেরি, বহরমপুর।—১ম ভাগ, ৭ম সংখ্যা (শক ১৭৮৭, শ্রাবণ)

কবিরাজ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।—১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা (মাঘ, শক ১৭৮৬)

পরিদর্শন

১২৭১ সালের মাঘ (?) মাসে 'পরিদর্শন' নামে একখানি মাসিক পত্র কলিকাতা হইতে প্রচারিত হয়। ১৮৬৫ সনের ১৬ই জানুয়ারি তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' যে-সকল পুস্তক ও পত্রিকার প্রাপ্তিস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 'পরিদর্শন' পত্রিকার এইরূপ উল্লেখ আছে :—

> *Acknowledgments* Puridurshun, a Monthly Magazine in Bengalee, Calcutta

বিদ্যোন্নতিসাধিনী

১২৭১ সালের ৩১ শ্রাবণ (১৮৬৪ সন) ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরে 'বিদ্যোন্নতি-সাধিনী সভা' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার প্রতিষ্ঠাতা সেরপুরের জমিদার গোবিন্দকুমার চৌধুরী ও হরচন্দ্র চৌধুরী। "বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষার সবিশেষ আলোচনা করা এই সভার মুখ্যোদ্দেশ্য। প্রতি রবিবার সন্ধ্যার] পর সভার কার্য্যারম্ভ হইয়া রজনী দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। সভ্যেরা তথায় ইংরাজী ও বঙ্গ ভাষার আলোচনা, বক্তৃতা প্রদান ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়া থাকেন।"*

এই সভার মুখপত্রস্বরূপ 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১২৭২ সালের আষাঢ় (১৮৬৫ জুন) মাস হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা কিন্তু সভার সম্পত্তি ছিল না। † পত্রিকাখানি ঢাকার বিজ্ঞাপনী-যন্ত্রে মুদ্রিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "ভূমিকা"র নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

> অত্রত্য বিদ্যোন্নতি সাধিনী সভার নিমিত্তে আমরা এই পত্রিকা প্রচারণ ব্রতে কৃত সংকল্প হইয়াছি। ধর্ম্মনীতি, সামাজিক নিয়ম, রাজনিয়ম ও দেশোন্নতি সাধনই আমাদের এই পত্রিকার উদ্দেশ্য পরন্ত নানাবিধ প্রবন্ধ, নূতন গ্রন্থ এবং অন্যভাষা হইতে অনুবাদিত নানা বিষয়ও ক্রমশঃ প্রকটিত হইবেক। বাঙ্গালা সাহিত্যের গদ্য রচনাই সমধিক উপযোগী, সুললিত ও সুশ্রাব্য। এজন্য আমরা প্রচলিত সরল গদ্যে পত্রিকা প্রচারণে মনস্থ করিয়াছি। উৎকট ও দুরবগাহ কঠিনর শব্দাড়ম্বর আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। আমাদিগের তত দূর বিদ্যারও জোর নাই। আমরা প্রার্থনা করি, লোকের কুৎসা কীর্ত্তন, সত্যের অপলাপ, অনুচিত পক্ষপাত, বৃথা বাক বিতণ্ডা ভ্রমেও যেন আমাদের লক্ষিত না হয়।…
>
> …আমরা এক্ষণে ৮ পেজি ফর্ম্মার দুই ফর্ম্মা কলেবরে পত্রিকা মাসিক নিয়মে প্রচারণে

---

* 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী,' ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৪।

† ১৮৬৫ সনের ১২ই জুন তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এই পত্রিকার যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, তাহাতে আছে :—

> "The newspaper is to be very shortly published every month for the Sherpore 'Biddonnoti Sadhini Sobha' established in 1864, but not as a property to the same by the undersigned. ..G. & H. Brothers Proprietors."

প্রবর্ত্ত হইলাম! উৎসাহ পাইলে পাক্ষিক, সপ্তাহিক, এমন কি, দৈনিক পর্য্যন্ত হওয়া অসম্ভাবিত নহে।...

...এই পত্রিকার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১।০ ও ডাক মাশুল সমেত ২।০ টাকা মাত্র।...

হরচন্দ্র চৌধুরী 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' সম্পাদন করিতেন। ইহা এক বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ১২৭৩ সালে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ—এই যুগ্মসংখ্যা বাহির হইবার পর ইহার প্রচার রহিত হইয়াছিল। কেদারনাথ মজুমদার তাঁহার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকের ৪০৫-৪০৬ পৃষ্ঠায় 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যার সূচী দিয়াছেন।

মজুমদার-মহাশয় লিখিয়াছেন :—

ঢাকার 'বিজ্ঞাপনী যন্ত্রে' পত্রিকা মুদ্রিত হইয়া শেরপুর হইতে সম্পাদক কর্তৃক তাহা প্রকাশিত হইত। হরচন্দ্রবাবুই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।...মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে বিদ্যোন্নতি সাধিনী পত্রিকা উঠিয়া গেলে তিনি মুদ্রাযন্ত্রের অভাব দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এবং সেই বৎসরই (১২৭৩ সালে) আরও কতিপয় ভদ্র লোকের সহযোগে হরচন্দ্রবাবু ঢাকার বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ময়মনসিংহে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। এই যন্ত্র হইতে ময়মনসিংহের প্রথম সংবাদ পত্র 'বিজ্ঞাপনী' পরিচালিত হইতে থাকে।" (পৃঃ ৪০৩ ৪০৪)

'বিজ্ঞাপনী' পত্রের বিবরণে আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ঢাকার বিজ্ঞাপনী-যন্ত্র ১২৭৩ সালের বৈশাখ মাসে ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হয়। ইহার কিছু পরেও 'বিদ্যোন্নতি-সাধিনী' পত্রিকার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের যুগ্মসংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে পত্রিকাখানি বন্ধ করিতে হয়—এ কথা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। ময়মনসিংহ হইতে সাপ্তাহিক 'বিজ্ঞাপনী' প্রকাশিত হইতে থাকায়, সম্ভবতঃ স্বত্বাধিকারীরা 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' পত্রিকার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই পত্রিকাখানি বিদ্যোন্নতিসাধিনী সভার সম্পত্তি ছিল না।

'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' পত্রিকার ফাইল।—

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীহট্ট :—১ম ৯ম সংখ্যা।

হিন্দুরঞ্জিকা

১২৭২ সালের শেষভাগে 'হিন্দুরঞ্জিকা' প্রথমে মাসিকপত্ররূপে প্রকাশিত হয়; তাহার পর সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ইহার বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

সত্যজ্ঞান-প্রদায়িনী

'সত্যজ্ঞান-প্রদায়িনী' একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ১৮৬৫ সনের জুলাই (১২৭২ শ্রাবণ) মাস হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। জোড়াসাঁকো প্রাত্যহিক ব্রাহ্মসমাজ হইতে লালমাধব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে ইহার আবির্ভাব হয়। ১৭৮৭ শক, জ্যৈষ্ঠ মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় নিম্নোদ্ধৃত 'বিজ্ঞাপন'টি দেখিতেছি :—

অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মোদ্দীপন কল্পে যদিও ইদানীং অনেকোপায় অবধারিত হইয়াছে, কিন্তু এই বিষয়ে সমধিক উন্নতি সাধনোদ্দেশে এই রূপ সঙ্কল্পিত হইয়াছে, যে, আগামী শ্রাবণ মাস হইতে 'সত্য-জ্ঞান প্রদায়িনী' নাম্নী বিবিধোপদেশ গর্ভা একখানি ত্রৈমাসিক পুস্তক কলিকাতা যোড়াসাঁকোস্থ প্রাত্যহিক ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত হইবে। এই পুস্তকের

পত্র সংখ্যা ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ পৃষ্ঠা হইবে, ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।…

প্রাত্যহিক ব্রাহ্মসমাজ শ্রীলালমাধব মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক।
যোড়াসাঁকো রতন বসাকের
গার্ডেন ষ্ট্রীট ৪৭ সংখ্যক ভবন।

১৭৮৭ শক, কার্ত্তিক সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় "নূতন পুস্তক" বিভাগে এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

চিকিৎসক

বঙ্গভাষায় চিকিৎসা-বিদ্যা সম্বন্ধে পুস্তক ও সাময়িক পত্রের অভাব অনুভব করিয়া—বিশেষতঃ মেডিকেল কলেজের বাংলা-বিভাগের ছাত্রদিগের উপকার সাধন করিবার উদ্দেশ্যে—১৮৬৫ সনের শেষাশেষি 'চিকিৎসক' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারের আয়োজন হয়। ১৮৬৫, ২৬এ ডিসেম্বর তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লেখেন :—

> নূতন পত্র।—আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে প্রকাশ করিতেছি মেডিকেল কলেজের বাঙ্গলা ক্লাশের ছাত্রগণ "চিকিৎসক" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিবেন। ইহাতে যে যে বিষয় লিখিত হইবে, ইহার নামই তাহার পরিচয় প্রদান করিবে। বাঙ্গালা ক্লাশের ছাত্রগণ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া মফস্বলে গেলে যখন তাঁহাদিগের চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার অথবা আলোচনার আর বিশেষ উপায় নাই, তখন এই পত্রখানি তাঁহাদের পরম উপকারী হইবে। আমরা উহার অনুষ্ঠানপত্র পাইয়াছি চিকিৎসকপত্র শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

১৮৬৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে 'চিকিৎসক' প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ১৮৬৬, ১৭ই ফেব্রুয়ারি 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লেখেন :—

> অত্রত্য মেডিকেল কালেজ হইতে "চিকিৎসাপত্র" নামে একখানি চিকিৎসা বিষয়ক পত্র প্রকাশ হইয়াছে। টিকিয়া গেলে হয়।

সর্ব্বার্থ সংগ্রহ

'সর্ব্বার্থ সংগ্রহ' একখানি "বিচিত্র রমণীয় উপাখ্যান এবং সাহিত্য বিজ্ঞান নীতি ও শিল্পশাস্ত্র বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধাত্মক মাসিক পত্র।" ১৮৬৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে এই মাসিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "সম্পাদকীয় উক্তি"র নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

> সম্পাদকীয় উক্তি।…এই পত্রিকাতে বিবিধ প্রসঙ্গ সন্নিবেশ করা স্থির করিলাম। বিলাতে লিজর আওয়ার কি কাসেলস ফেমিলি পেপর প্রভৃতি যে সকল পত্রিকা আছে ইহাও প্রায় তদনুযায়ী হইবেক। ইহাতে সাহিত্য নীতি বিজ্ঞান ও শিল্প শাস্ত্র বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ প্রতি মাসে থাকিবেক এবং সংস্কৃত কাব্য নাটক প্রভৃতির অনুবাদ ও বাঙ্গালা কবিতা সময়ে সময়ে প্রকাশ করা যাইবেক। বাঙ্গলা ভাষায় আমাদিগের এ দেশে এ প্রকার পত্র নাই, বোধ হয় এ সংগ্রহ অনেকেরই মনোরমা হইতে পারে।…
>
> এই পত্রখানি আখ্যান মঞ্জরী নামে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম,…সেই নাম পরিবর্ত্তন করা গেল।

'সর্ব্বার্থ সংগ্রহ' পত্রের ফাইল ।—

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি :—১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৬ সাল)।

নবপ্রবন্ধ

১২৭৩ সালের ভাদ্র মাসে (১৮৬৬, সেপ্টেম্বর) "যোড়াসাঁকো বলরাম দের ষ্ট্রীট ১৮।২ নম্বর বাটী হইতে" তিনকড়ি ঘোষাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া 'নব-প্রবন্ধ' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহা "সাহিত্য, কাব্য, ইতিবৃত্ত ও বিজ্ঞানাদি বিবিধ জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ প্রকাশক মাসিক পত্র" ; ইহার "মাসিক মূল্য ।০, অগ্রিম বার্ষিক ২।।০" ছিল।

'নব-প্রবন্ধ' পত্রের কণ্ঠে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

সদর্থসন্দোহ বিচারসঙ্ঘঃ প্রশস্ত বৃত্তান্ত কৃতানুসঙ্ঘঃ।
সমস্ত সামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেব নবপ্রবন্ধঃ॥

'নব-প্রবন্ধে'র প্রথম ভাগ ১২৭৩ সালের ভাদ্র মাসে আরম্ভ হইয়া চৈত্র মাসে শেষ হয়। দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ হয় ১২৭৪ সালের বৈশাখ মাসে, এই সংখ্যার গোড়ায় "ভূমিকা"তে প্রকাশ :—

সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের করুণাবলে আমাদের নব-প্রবন্ধ নবম মাসে পদার্পণ করিল। ১২৭৩ সালের শেষ হওয়াতে আমরাও নব-প্রবন্ধের প্রথম খণ্ড শেষ করিলাম,...

'নব-প্রবন্ধে'র রচনার নিদর্শন :—

নাটকাভিনয়। এ দেশে প্রায় পাঁচ বৎসর কাল নাটকাভিনয় ও গীতাভিনয়ের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। এরূপ আমোদ যে পূর্ব্বকালীন জঘন্য হাপআকড়াই ও পাঁচালীর অপেক্ষা মঙ্গল-জনক তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কতগুলি অভিনয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ও কতগুলি বালক মিলিয়া ইহাকে জঘন্য পেসাদারের যাত্রার অপেক্ষাও জঘন্য করিয়া তুলিয়াছে। ইহারা অতি কদর্য্য পুঁতুলনাচওয়ালাদের ন্যায় লোকের বাটীতেং ষ্টেজ ঘিট করিয়া লুচিমোণ্ডা ও মদ মারিয়া বিশুদ্ধ নাট্যামোদকে কলঙ্ক দোষে দুষিত করিতেছে। পাঠক মহাশয়দিগের নিকটে সেইং নাটকগুলির ও সমাজের নাম উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিলেই অনায়াসেই জানিতে পারিবেন। রত্নাবলী, শর্ম্মিষ্ঠা, ও বিধবাবিবাহ নাটকাভিনয়ের পর বহুকাল এদেশে নাট্যাভিনয় স্থগিত হইয়াছিল, ইহা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম আছে। তৎপরে পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় প্রদর্শিত হইলে কলিকাতায় নাটকের বাজার এককালে আগুন হইয়া উঠিয়াছে।

বিশুদ্ধ নাট্যামোদ যে এদেশে বহুকাল স্থায়ী হইবে তাহার অনুমাত্র ভরসা নাই। আমরা প্রায় প্রত্যেক নাট্যালয়ে গমন করিয়া তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছি যে, যেসকল অভিনেতৃগণ অভিনয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই সৌখীন, নেহাত ইয়ারলোক ও সৌখীন অভিমানে পরিপূর্ণ। সর্ব্বদা তাহাদের মনের মত মন যোগাইতে না পারিলে অথবা কিঞ্চিৎ ক্রটি হইলে অমনি মুখ পান ভার করিয়া বসেন এবং অভিনয়েও আর তাদৃশী আস্থা প্রকাশ করেন না। কেহ কেহ "ড্যাম থিয়েটর" বলিয়া রঙ্গস্থল হইতে বাহির হন, আর ভুলেও সেপথে পদার্পণ করেন না। আমরা কোন কোন বিশেষ রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছি, অধ্যক্ষ মহাশয় দৈবাৎ সে দিবস ভোজ ও পানীয় দ্রব্য আহরণ করিতে পারেন নাই, রিহিয়ারসেলের পর সৌখীন বাবুরা যখন দেখিলেন যে আজ ওদিগের বিষয় কিছুই নাই, তখন

একেবারে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া এই আপনার নাটক নিন্ বলিয়া নাটক পুনঃপ্রদান পূর্ব্বক প্রস্থানোদ্যত হন। দেখিয়া শুনিয়া অধ্যক্ষ মহাশয়ের চক্ষুঃস্থির, অনেক কষ্টে ইঁহাদের একপ্রকার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, পুনর্ব্বার নূতন লোক নিযুক্ত করিতে হইলে থিয়েটর হওয়া ভার, বিশেষতঃ কতগুলো জঘন্য থিয়েটরের দৌবাত্ম্যে লোক পাওয়াও অতি দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। অধ্যক্ষ মহাশয় এইরূপ বিবেচনার পর করযোড়ে বিনীত ভাবে কহিতে লাগিলেন। ভাই আমার অপরাধ হইয়াছে, আমাকে তোমরা মাপ কর, আমি এখনি সমুদয় আয়োজন করিতেছি। আয়োজনের নাম শ্রবণ মাত্রেই সৌখীন বাবুরা বলেন, "তা এখন বলি থিয়েটর।"

অভিনয় সংক্রান্ত সৌখীন বাবুদিগের তো দশা এই, ইঁহাদিগের দ্বারা যে বহু কাল নাট্যাভিনয় এ দেশে প্রচলিত থাকিবে, সে আশা আমাদিগের দুরাশা মাত্র। আমরা অভিনয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে সবিশেষ অনুরোধ করি, যে তাঁহারা সকলে একত্র সমবেত হইয়া, কোন একটা প্রকাশ্য স্থলে নাট্য মন্দির প্রস্তুত করুন, বেতনভোগী নট নটী রাখুন, এবং টিকিট বিক্রয় করুন তাহা দ্বারা অভিনয়ের সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারিবে, উদ্বৃত্তন হইয়া অভিনয় খাতায় জমা হইলে ক্রমশঃ অভিনয়ের উন্নতি হইতে পারিবে। এবং টাকার প্রত্যাশায় অভিনেতৃগণও সবিশেষ মনোযোগ দ্বারা অভিনয় কার্য্যে সুশিক্ষিত হইয়া, দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিতে পারগ হইবেন। ('নবপ্রবন্ধ', শ্রাবণ, ১২৭৪। আগষ্ট, ১৮৬৭)।

'নব-প্রবন্ধ' মাসিক পত্রের ফাইল।—

বহরমপুর, রামদাস সেনের লাইব্রেরি :— ১ম ও ২য় বর্ষ।
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ — ২য় বর্ষ (১২৭৪ সাল)
কাসিমবাজার-রাজ লাইব্রেরি — ৩য় বর্ষ (১২৭৫ সাল)

বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা

১৮৬৬ সনের সেপ্টেম্বর (৭ আশ্বিন ১২৭৩) মাসে বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ হইতে 'বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানি বর্দ্ধমান মহাজনটুলী ১১৭ নং ভবনে আর্য্যযন্ত্রে মুদ্রিত হইত। ১২৭৩, ২২এ আশ্বিন তারিখের 'ঢাকাপ্রকাশ' পত্রে এই মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার আছে।

মুর্শীদাবাদ সংবাদসার

'মুর্শীদাবাদ সংবাদসার' একখানি পাক্ষিক পত্র, খুব সম্ভব ১৮৬৬ সনের ডিসেম্বর (পৌষ ১২৭৩) মাসে বহরমপুর ধনসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ৭ জানুয়ারি ১৮৬৭ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রে প্রকাশ :—

সংবাদসার। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। মুরসিদাবাদ হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

তত্ত্ববিকাশিনী

১৮৬৭ সনের জানুয়ারি মাসে 'তত্ত্ববিকাশিনী অর্থাৎ ধর্ম্ম ও বিবিধ তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধে 'রহস্য-সন্দর্ভ' লেখেন :—

"তত্ত্ববিকাসিনী অর্থাৎ ধর্ম্ম ও বিবিধ তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।" এই অভিধানে এক খানি নূতন মাসিকপত্র বর্ত্তমান ইংরাজী বৎসরের প্রথমাবধি প্রকটিত হইতেছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের পোষকতা করণ; পরন্তু ইহাতে নূতন কবিতা, মাসিক সংবাদ, পৃথিব্যাদির বিবরণ

বিষয়ক নানা প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়া থাকে।...('রহস্য-সন্দর্ভ', ৪ পর্ব্ব, ১৯২৩ সংবৎ, ৪০ খণ্ড, পৃ. ৪৮)

পল্লী-বিজ্ঞান

'পল্লী-বিজ্ঞান' বিক্রমপুর হইতে প্রকাশিত দ্বিতীয় মাসিকপত্র ; ইহার পূর্ব্বে 'সংস্কার সংশোধিনী' অল্পদিনের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল।* "ঢাকার অন্তঃপাতি জৈনসার বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত" রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় ১২৭৩ সালের মাঘ (১৮৬৭, জানুয়ারি) মাস হইতে 'পল্লী-বিজ্ঞান' প্রকাশ করেন। "এই মাসিকপত্রিকা ঢাকা মোগলটুলির সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ঢাকা—জৈনসার বিদ্যালয় হইতে শ্রীরাজমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।"

'পল্লী-বিজ্ঞানে'র প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হয় :—

১। ভূমিকা	৬। দেশের প্রচলিত অব্দ
২। পল্লীবিজ্ঞান	৭। ইতিহাস এবং পুরাবৃত্ত
৩। ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষ	৮। গতবর্ষীয় মহামারী এবং জৈনসার ডিস্পেন্সারী
৪। সময়	
৫। গ্রাম্য বিদ্যালয়	৯। সেনেটরী কমিশন।

পত্রিকাখানি অর্থোপার্জ্জনের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। ইহার "১০০ শত খণ্ড বিনা মূল্যে বিতরণীয়" ছিল। তৃতীয় সংখ্যার গোড়ায় এই "বিজ্ঞাপন"টি প্রকাশিত হইয়াছে :—

বিজ্ঞাপন।—এই পত্রিকা খানি যাদৃশ অকিঞ্চিৎকর, ইহার কোন মূল্য প্রত্যাশা না করিয়া এক শত খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ আশয়ে আমরা পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলাম। এক্ষণে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই দেশীয় বিদেশীয় যে সংখ্যক ব্যক্তি গ্রহণেচ্ছুক হইয়াছেন, তাহাতে ১০০ খণ্ডের অনেক অধিক ছাপাইবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রতিনিয়তই ছাপাইতে হইবে। সুতরাং কিছু না কিছু মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইল। তৎপক্ষে দুটী কারণ এই, আদৌ সংখ্যা বৃদ্ধি, দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত মহামহোপাধ্যায় ব্যক্তি পত্রিকা গ্রহণ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, বিনামূল্যে গ্রহণ তাঁহাদের নিতান্ত বাঞ্ছনীয় নয়। বরং আমরা তাহাতে একপ্রকার অনুযোজ্য হইয়াছি। এমন কি পত্রিকার কত মূল্য দিতে হইবে, কেহ কেহ পত্রদ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়াও পাঠাইয়াছেন এবং কোনং সম্পাদক প্রভৃতিও কিঞ্চিৎ মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ফলতঃ ১০০ খণ্ড পূর্ব্ব বিজ্ঞাপনানুসারে বিতরণ করিতে হইবেই হইবে। অতএব পত্রিকা সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত কতিপয় নিয়ম করা গেল।

১। পূর্ব্বে যে ১০০ খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণের নিয়ম করা গিয়াছিল, তাহা স্কুল ও চতুষ্পাঠী সমূহে এবং যাঁহারা ঐরূপ পত্রিকা পাওয়ার বাসনায় প্রথমতঃ ডাক টিকিট পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বিতরিত হইবে।

২। ঐ ১০০ খণ্ডের অধিক যাহা বাহির হইবে তাহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য প্রেরণের ব্যয় সহ বার্ষিক ২ টাকা ; তাহা অগ্রিম পাওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

* শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার 'বিক্রমপুরের ইতিহাসে'র ৩৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, 'পল্লী-বিজ্ঞান'ই "বিক্রমপুরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পত্রিকা"। ইহা ঠিক নহে।

৩। এই মূল্যদ্বারা যে কিছু টাকা উৎপন্ন হইবে, তাহা কাহারও নিজের স্বত্ব হইবে না, তাহা অত্রস্থ বিদ্যালয়ের সম্পত্তি স্বরূপ হইয়া বিদ্যালয়টার এবং পত্রিকার উন্নতির পক্ষেই ব্যয়িত হইবে।

শ্রীরাজমোহন চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক।

'পল্লী-বিজ্ঞানে'র একাদশ সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লেখা হইয়াছে :—

> দেশের হিত, সাধারণের হিত, শিক্ষা ও বিদ্যার চর্চ্চা, স্বাস্থ্য বৃদ্ধির উপায় যাহাতে হইতে পারে এবং আর যে কোন বিষয়ের সহিত পল্লী সমূহের বিশেষতঃ বিক্রমপুরের মঙ্গল অনুস্যূত থাকে তাহার চর্চ্চাই একমাত্র আমাদের উদ্দেশ্য।

'পল্লী-বিজ্ঞানে'র প্রথম ১০ সংখ্যা সম্পাদন করিয়াছিলেন রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়। একাদশ সংখ্যা হইতে সম্পাদন-ভার পড়ে জৈনসার বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক আনন্দকিশোর সেন মহাশয়ের উপর। একাদশ সংখ্যার গোড়াতেই মুদ্রিত "বিজ্ঞাপন"টি উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা হইতে সম্পাদক-পরিবর্ত্তনের বিষয় জানা যাইবে :—

> বিজ্ঞাপন।—গত মাঘ মাসাবধি পল্লীবিজ্ঞান প্রচারারম্ভ হয়। এ দশ মাস কাল আমরা কোনরূপে কাগজখানি চালাইয়াছি। আমরা যে প্রকারের লোকই কেন না হই, আমাদের সময় নিতান্ত অমূল্যবান নয়। আমাদের প্রতি একটী বিদ্যালয়ের ভার ন্যস্ত আছে। তাহার উন্নতির উপায় দেখা এবং তাহার তত্ত্বাবধারণই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। এতকাল উপযুক্ত পাত্র না পাওয়ায়, অনুষ্ঠিত বিষয় অবশ্য আমাদিগকেই দেখিতে হইয়াছে। দেশের হিতৈষী—সাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অথচ নিজে নিস্পৃহ হন, এমন কোন উপযুক্ত পাত্র ঘটে কি না যে তৎপ্রতি সচ্ছন্দান্তঃকরণে পত্রিকা খানির ভার অর্পণ করিতে পারি, এজন্য আমরা নিতান্ত ব্যগ্র ছিলাম। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকিশোর সেন মহাশয় অনুকম্পা পুরঃসর এ পত্রিকাখানির ভার গ্রহণেচ্ছুক হওয়ায়, আমরা এ মাস [অগ্রহায়ণ] হইতে ইহার সম্পূর্ণ ভার তাঁহার প্রতি অর্পণ করিলাম। ইহাতে পত্রিকার সহিত আমাদের যে একটী সম্বন্ধ, যদিও বা কার্য্যতঃ তাহার অভাব হইল, তথাপি পত্রিকার উন্নতিপক্ষে আমাদের ত্রুটী হইবে না। গ্রাহক এবং পাঠক মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন এই, তাঁহারা পল্লীবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পত্রাদি পাঠাইতে ঢাকার অন্তঃপাতী জৈনসার বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকিশোর সেন মহাশয়ের সম্বোধনে প্রেরণ করেন। মূল্য ও ডাক মাসুলের মুদ্রাও তাহারই নিকট পাঠান।
>
> শ্রীরাজমোহন চট্টোপাধ্যায়।

'পল্লী-বিজ্ঞানে'র দ্বাদশ সংখ্যা হইতে শিরোভূষণ-স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত চারি পংক্তি কবিতা প্রকাশিত হইত :—

> গেল পক্ষ গেল মাস কি করিলে কাজ।
> তোষিতে ত্রাসেতে দক্ষ বঙ্গের সমাজ॥
> দেশহিত কর সদা মুখেতে সাধিত।
> হৃদয়ে সে ভাব কিছু আছে কি নিহিত॥

১২৭৫ সালে 'পল্লী-বিজ্ঞান' উঠিয়া যায় বলিয়া জানা যায়।

'পল্লী-বিজ্ঞানে'র রচনার নিদর্শন-স্বরূপ প্রথম বর্ষের পঞ্চম সংখ্যা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

বিক্রমপুরের এদশা কেন ?... বিক্রমপুরের প্রাচীন জল প্রণালী সমস্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, রাজপথ সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। কীর্ত্তিনাশা সর্ব্বনাশা (পদ্মা) বক্ষস্থলকে বিদীর্ণ করিয়া বিক্রম-পুরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, কত যে কীর্ত্তিকলাপ উদরসাৎ করিয়াছে তাহা কি বলিব। এক্ষণে কীর্ত্তিনাশার উত্তর পারই প্রকৃত বিক্রমপুর গণ্য, উহাতে *৪৫৭টী গ্রাম। অধিকাংশ গ্রামই বনাকীর্ণ। যেরূপ এপারে, দক্ষিণ পারের গ্রাম সমূহও ঐ প্রকার বনাকীর্ণ। সমুদয় বিক্রমপুরের গ্রাম সংখ্যা যত, ব্যবহার যোগ্য পুষ্করিণী তাহার শতাংশের একাংশও নাই। একে নানা প্রকার বনারণ্য এবং বৃক্ষাদিতে বিশুদ্ধ বায়ু অবরোধ করিতেছে, তাহাতে উত্তম পানীয় জল একেবারে অভাব বলিলে হয়। আবার বৃহৎ২ জলা ও জলগও আদিতে অপরিমিত জলমলাদি সঞ্চিত হইয়া দেশটীকেই একবারে সমস্ত রোগের আকর—এমন কি শ্মশানভূমি প্রায় করিয়া তুলিয়াছে।

...কোন মাঠ, কি ক্ষেত্র মধ্যে দাঁড়াইয়া চারিদিগে দৃষ্টি করিলে কেবল অরণ্যময়ই দেখা যায়। তাহাতে যে লোকালয় আছে তাহার লক্ষণ কিছুই দর্শন হয় না। পূর্ব্বাংশে রাজাবাড়ী রামপাল, মহাবাশী ইত্যাদি, উত্তরে ইছাপুর শ্যামসী বংরাগাদী প্রভৃতি, দক্ষিণে কীর্ত্তিনাশা দক্ষিণ যপশা ভোজেশ্বর প্রভৃতি স্থান এমন কি সে সে অঞ্চলগুলিই মনে করিলে আমাদের এ লেখা অবস্থা সম্মত কিনা প্রতীত হইবেক।

...নানা কারণে দেশটা নিতান্তই অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে, কেবল এমন নয়, উপযুক্ত পথ ও জল প্রণালী অভাবে কৃষিকার্য্য এব বাণিজ্য ব্যবসায় এবং সাধারণ গতায়াতের সমূহ ব্যাঘাত হইতেছে। তবে কি না গতায়াত কে করিবে।...তিন দিক প্রায় লোক শূন্য হইয়াছে। এক দিকে এবং যাহা যে কতকগুলি লোক আছে, তাহাদিগেরও দিনং সংখ্যা ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। গত মারিতেই প্রায় ৩,৪ হাজার লইয়া নাবিয়াছে। সুতরাং গতায়াতই বা কে করে এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ই বা কাহার জন্য।...

'পল্লী-বিজ্ঞান' পত্রের ফাইল।—

ইয়ং মেন্স লাইব্রেরি, জৈনসার, ঢাকা:—প্রথম বর্ষ হইতে দ্বিতীয় বর্ষের ৫ম সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৫) পর্যন্ত। ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যাটি খণ্ডিত। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই সংখ্যাগুলি ব্যবহার করিবার সুযোগ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম:—১ম বর্ষ, ১০-১১শ সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

অবোধ-বন্ধু

১৮৬৩ সনের এপ্রিল মাসে 'অবোধ-বন্ধু' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়—এ-কথার উল্লেখ পরিষৎ-পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় করা হইয়াছে। এই 'অবোধ-বন্ধু' কিছুদিন চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়। ১২৭৩ সালের ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৭) মাসে 'অবোধ-বন্ধু' পুনঃ-প্রকাশিত হয়, কিন্তু ইহার প্রথম সংখ্যার উপর "১ খণ্ড ১ সংখ্যা" দেখিতেছি। প্রথম সংখ্যার গোড়ায় আছে:—

স্বদেশের যে প্রকারে হোতে পারে হিত
সাধ্যমত চেষ্টা করা সবার উচিত।
তিল সম হেন কাজ যদি মনে লয়,

---

* শ্রীনগরের অন্তঃপাতী ২০০
*রাজাবাড়ী ২২৭

তথাচ নিরস্ত থাকা, যুক্তি যুক্ত নয় ,
কি জানি সহস্র মাঝে যদি কোন জন
সামান্য সে ক্ষুদ্র কাজে উপকৃত হন।

আরম্ভ।

সূর্য্য যেমন অস্তমিত হইলে আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ এই অবোধ-বন্ধু এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত পাঠকবর্গের নিকট অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি করিতে ছিল। এক্ষণে তাহা পুনর্ব্বার সর্ব্বসমীপে উদয় হইতেছে, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা প্রখরতর কর বিস্তার করিয়া যাহাতে তমসাচ্ছন্ন অজ্ঞানান্ধ মনকে সমুজ্জ্বল জ্ঞানালোক দ্বারা উদ্দীপ্ত করে তাহাই আমাদের একান্ত বাসনা। শীতকালে যখন শীতের প্রাদুর্ভাব অধিক হয়, যখন শীতল বায়ু বহমান হইয়া সকলকেই কম্পিত করিতে থাকে, তখন যেমন ভানুর তীক্ষ্ণতর কিরণ প্রাণী দেহের শীত নিবারণ করে, সেইরূপ এই অবোধ বন্ধু, যদ্যপি কোন একটী বালক বালিকা কিম্বা অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের অথবা অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের অন্তরতম গভীরতম প্রদেশে স্বীয় রশ্মিজাল বিস্তার করত দুর্ভেদ্য ও অভেদ্য কুসংস্কার ও অজ্ঞানতাকে বিদূরিত করে, তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম ও যত্নের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে, এতদ্ভিন্ন এই ক্ষুদ্র অবোধ বন্ধু যদি ক্ষণকালের নিমিত্ত বিজ্ঞসমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে, আমরা আশাতীত ফল লাভ করিব।

'অবোধ-বন্ধু'র প্রথম ভাগ ১২৭৩ সালের ফাল্গুন মাসে আরম্ভ হইয়া ১২৭৪ সালের মাঘ মাসে শেষ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ হয় ১২৭৫ সালের বৈশাখ মাসে। দ্বিতীয় ভাগ প্রথম সংখ্যার গোড়ায় "নব বর্ষ" সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা হইতে জানা যাইবে যে, কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী 'অবোধ-বন্ধু' পত্রের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন :—

. নব বর্ষ।··· ১২৭৩ সালের ফাল্গুন মাসে অবোধ-বন্ধু প্রকাশিত হইয়া গত ১২৭৪ সালের মাঘ মাসে তাহার এক বর্ষ পূর্ণ হয়। এক্ষণে নানা কারণ এবং সুবিধা বশতঃ বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম মাস হইতে অবোধবন্ধুর দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল। ইহার ক্ষুদ্র কলেবর পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বোধে আমরা যেরূপ করিবার মানস করিয়াছিলাম, তাহা রহিত করিয়া এইরূপ আকারে প্রকাশ করিলাম।···

উপসংহার কালে, যে সকল ভ্রাতা ভগিনী গত বর্ষে আমাদিগকে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এবং আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম এস্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি অবোধবন্ধুর জন্য একপ শারীরিক ও মানসিক যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন যে অবোধবন্ধু চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিল।

দ্বিতীয় বর্ষ (১২৭৫ সাল) হইতে 'অবোধ-বন্ধু' পত্রের কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী 'অবোধ বন্ধু'র সহিত বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁহার বহু রচনা এই মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয় ভাগ নবম সংখ্যা

(পৌষ ১২৭৫) হইতে তিনি এই পত্রের স্বত্বাধিকারী হন। তৃতীয় ভাগ, প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৭৬) 'অবোধ-বন্ধু'র গোড়ায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

বিজ্ঞাপন।

১২৭৬ সাল, ১৫ই বৈশাখ।

আমি ১২৭৫ সালের পৌষ মাসের সংখ্যা অবধি অবোধবন্ধুর স্বত্বাধিকার শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীকে প্রদান করিয়াছি।...

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
অবোধবন্ধুর ভূতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারী।

'অবোধ-বন্ধু'র এক জন প্রধান লেখক ছিলেন আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। তাঁহার বহু রচনা ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

['পূর্ণিমা'র] কিছুদিন পরে বিহারীলাল ও যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (ইনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক) প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু একত্র হইয়া 'অবোধ বন্ধু' নামক একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পত্রিকাখানি বোধ হয়, ইংরাজি ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। ইহাতে আমি অনেক বিষয়ে লিখিয়াছিলাম, সমগ্র 'পল-বর্জ্জিনিয়া' গ্রন্থ* ফরাসী ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল, নেপোলিয়নের একটি জীবনবৃত্তান্ত† বহুবিস্তারিতভাবে লোডির যুদ্ধ পর্য্যন্ত বাহির করা হইয়াছিল। অনেক প্রবন্ধও লিখিয়াছিলাম। মনে পড়ে, একটি প্রবন্ধে য়ুরোপের duel (অর্থাৎ য়ুরোপীয়েরা অপমানিত হইলে পরস্পর প্রাণান্ত পর্য্যন্ত যে মারামারিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারই) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম।‡ ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায় পৃ ২০১-০২)

'অবোধ-বন্ধু' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—১ম খণ্ড (ফাল্গুন ১২৭৩—শ্রাবণ ১২৭৪)
২য় ভাগ (বৈশাখ—চৈত্র ১২৭৫)
৩য় ভাগ (বৈশাখ—চৈত্র ১২৭৬)

অবকাশ-বন্ধু

'অবকাশ-বন্ধু' একখানি মাসিক পত্র, ১২৭৪ সালের আশ্বিন (সেপ্টেম্বর ১৮৬৭) মাসে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া 'নবপ্রবন্ধ' পত্রিকা লেখেন :—

অবকাশ-বন্ধু, মাসিক পত্র। —শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক। কলিকাতা দরমাহাট হইতে আশ্বিন মাস অবধি ইহা প্রচারিত হইতেছে। ইহাতে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজ সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রস্তাব লিখিত হইতেছে। প্রস্তাবগুলি মন্দ হইতেছে না। আশ্বিন মাসের পত্রে পাঁচটী প্রস্তাব আছে, তন্মধ্যে জন্মভূমি, কিংকাজো পশু, এবং যৌবনের উন্নত আশা, এই তিনটী উত্তম; কিন্তু যত সংক্ষেপে উহার বর্ণনা হইয়াছে, তাহাতে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ভাবগুলিও প্রকাশ হয় নাই। আয়তনের ক্ষুদ্রত্বের এই একটী প্রধান অভাব।...এই পত্রের মাসিক মূল্য তিন পয়সা। (কার্ত্তিক, ১২৭৪, পৃ. ২২৪)।

---

* "পৌল ভর্জ্জীনী"—'অবোধ-বন্ধু' পৌষ-চৈত্র ১২৭৫; পৌষ-চৈত্র ১২৭৬।
† "নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন বৃত্তান্ত"—'অবোধ-বন্ধু' বৈশাখ-শ্রাবণ ও আশ্বিন ১২৭৬।
‡ "ডুয়েল"—'অবোধ-বন্ধু' অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।

সংযোজন

'বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস' প্রবন্ধের শেষ অংশ লিখিত হইবার পর নিম্নের দুইখানি সাময়িক পত্র সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ জানা গিয়াছে :—

বিজ্ঞানমিহিরোদয

১২৬৪ সালের বৈশাখ মাসে 'বিজ্ঞানমিহিরোদয' নামে একখানি মাসিকপত্র বাহির হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি; ইনি 'কলিকৌতুক নাটক' রচয়িতা। 'বিজ্ঞানমিহিরোদয' পত্রের কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

পুষ্কম্নেম প্রতিক্ষণং খলু হরিশ্চন্দ্রং নিজরশ্মিভির্ভিন্দন্ সান্দ্রতমাংসি দুষ্কৃতান্যামর্থান্ সমুদ্দীপয়ন্।

শ্রীনারায়ণ পূর্ব্বশৈলশিখরাদুদ্যন্ রজাংস্তোষয়ন্ সদ্বিজ্ঞান বিলোচনোহি মিহির: শ্রীমান্নভঃ ক্রামতি ॥

দ্বিতীয় বর্ষ হইতে 'বিজ্ঞানমিহিরোদয' পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার তারিখ ১লা বৈশাখ ১২৬৫ সাল।" এই সংখ্যার গোড়ায় সম্পাদক পত্রিকাখানিকে 'পাক্ষিক' করিবার কারণস্বরূপ লিখিতেছেন :—

> আমাদিগের যেসকল বিষয়ে লেখনী পরিচালনের অভিপ্রায় আছে, তাহা সমুদায় এই ক্ষুদ্রকায় পত্রে সুসিদ্ধ হওয়া সাধ্য হয় না, এজন্য আমরা অসামান্য গুণসম্পন্ন গণ্য মান্য গ্রাহকগণের করুণা বিতরণে কার্পণ্য প্রকটন সম্ভাবনা না করিয়া প্রতিমাসে বারদ্বয় মিহিরোদয়ের প্রকাশে প্রযত্ন ধারণ করিয়াছি…।

লোক লোচন চন্দ্রিকা

১২৬৪ সালের আষাঢ় মাস হইতে 'লোক লোচন চন্দ্রিকা' নামে একখানি মাসিকপত্র ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। ১২৬৪ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'বিজ্ঞান-মিহিরোদয' পত্রে প্রকাশ :—

> লোক লোচন চন্দ্রিকা।—কি আনন্দের বিষয়। দিন২ সময় অতি সুন্দর হইতেছে। নির্ম্মল বিদ্যারশ্মি নিবিড় অজ্ঞান-তমস্বিনী ভস্মরাশি করিতেছে, ভণ্ডামির কাল গেল, গণ্ড ভণ্ডেরা এক্ষণ গণ্ডেমুণ্ডে করাঘাত করিয়া সাবধান হউন, ক্রমে নির্ম্মল সাধুকাল সমাগত হইতেছে, সাধুলোকেরা সুকোমল সাধুভাষা-পরিপূরিত পত্রিকাদি প্রকটনে দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছেন, তদ্দারা দেশীয় লোকের মনের মহান্ধকার স্বরূপ কুৎসিত কুসংস্কার-কুজ্ঝটিকা ক্রমে নিষ্কাশিত হইতেছে। অধুনা মহানগরী কলিকাতাতে সময়ে২ নবং পত্রিকাদি প্রকটিত হইয়া দেশের বিদ্যোন্নতি-পক্ষে মহোপকার বিস্তার করিতেছে, আমাদিগের তরুণ মিহিরোদয়ের সহজাত নবীন "সর্ব্বার্থ প্রকাশিকা" পাঠে আমরা যে প্রকার আনন্দ-লাভ করিয়াছিলাম, বিগত আষাঢ় মাসে প্রকাশিত নবীন "লোক-লোচন-চন্দ্রিকা" নামক মাসিক পত্রিকা দর্শনে সেইপ্রকারে নয়ন মনঃ বিনোদে প্রফুল্ল হইল, তাহাতে যে সমস্ত হিতকর বিষয় প্রকটিত হইয়াছে তত্তাবৎ সুকোমল সুধাপ্রায় সাধু ভাষায় অতি সুন্দররূপে বিন্যস্ত হওয়ার সম্পাদক মহাশয় জননী ভাষার সুপুত্র শ্রেণীস্থ হইলেন, তাঁহার নবীন "লোক-লোচন-চন্দ্রিকা" দর্শনে অনেকের জ্ঞান-লোচন উন্মীলন হয়, অতএব হে দেশীয়গণ, নবীন "লোক-লোচন" আলোচনে নয়নরোচন ও অজ্ঞানমোচন সহ নবীন সম্পাদকবরের নবানুরাগ-অঙ্কুরে উৎসাহবারি সেচন করুন। এই পত্রিকা কলিকাতার আহিরীটোলা নিবাসি শ্রীযুত বাবু ভোলানাথ, মুখোপাধ্যায়দ্বারা প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহার মাসিক মূল্য (।০)

সমাপ্ত

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দীন চণ্ডীদাসের রাসলীলা*

পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাস ভণিতায় রাসলীলার মাত্র দুইটি পদ সংগৃহীত রহিয়াছে। তাহাদের একটি "শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি", এবং অপরটি "রমণীমোহন, বিলসিতে মন" ইত্যাদি। ইহারা রাসের প্রারম্ভসূচক পদমাত্র। চণ্ডীদাস-রচিত রাসের অন্যান্য পদ পাওয়া না গেলে এই ধারণা করা অসঙ্গত হইত না যে, চণ্ডীদাস রাসের ঐ দুইটি পদই মাত্র রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে রাসের ১৩৪টি পদ মুদ্রিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পদগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, চণ্ডীদাস রাসলীলা অবলম্বনে পালার আকারে অনেকগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন।

১৩০৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৮১ পৃষ্ঠা) নীলরতন বাবু একখানা প্রাচীন পুথি হইতে রাসলীলার প্রায় ৭০টি পদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায় যে, রাসের প্রথম পদটি "রমণীমোহন, রমণী মোহিতে" ইত্যাদি ক্রমে আরম্ভ হইয়াছে, অথচ পদকল্পতরুতে রাসের প্রারম্ভসূচক যে দুইটি পদ মুদ্রিত রহিয়াছে, তাহা ঐ পুথিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি ?

১৩৩৪ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১ পৃষ্ঠা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথি অবলম্বনে আমরা দীন চণ্ডীদাস-রচিত এক বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূত কতকগুলি পদ প্রকাশিত করিয়াছি। তাহার ৩৭৬ সংখ্যক পত্রের শেষ পদটি এই ভাবে আরম্ভ হইয়াছে,—

গৌণরাস কহিল এবে কহি মহারাস
শুনহ শ্রবণ পাতি।
আগে কহিয়াছি পঞ্চ অধ্যায়ের
ব্রহ্মরাত্রি হয় তথি॥

এই পদটি উক্ত কাব্যের ১০৮০ সংখ্যক পদ। উক্ত চারি পঙ্‌ক্তির পরেই ৩৭৬ সংখ্যক পত্র শেষ হইয়াছে। ইহার পরে ৩৭৭ সংখ্যক পত্রটি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী ৩৭৮ সংখ্যক পত্রে একটি পদের শেষের অংশ ১০৮২ সংখ্যা চিহ্নিত হইয়া—

..........ছিল সখীর সহিত
করিতে রসের রঙ্গ॥
কেহ বা আছিল তুঙ্গ আবর্ত্তনে
চুলাতে.............।

ইত্যাদি রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মধ্যবর্ত্তী ৩৭৭ সংখ্যক পত্রে ১০৮০ সংখ্যক পদের শেষের অংশ, ১০৮১ সংখ্যক পদ, এবং ১০৮২ সংখ্যক পদের প্রথমাংশ

* ১৩৪২।১৭ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ছিল। উক্ত ১০৮২ সংখ্যক পদের শেষের অংশ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ইহা পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত রাসলীলার দ্বিতীয় পদটির (রমণীমোহন, বিলসিতে মন ইত্যাদি পদের) শেষের অংশ মাত্র। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, দীন চণ্ডীদাস-রচিত বৃহৎ কাব্যের ১০৮২ সংখ্যক পদটিই পদকল্পতরুতে রাসের দ্বিতীয় পদরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে মাত্র একটি পদ (অর্থাৎ ১০৮১ সংখ্যক পদ) পাওয়া যাইতেছে না, আর পদকল্পতরুতেও ইহার পূর্ব্বে রাসের একটিমাত্র পদ উদ্ধৃত রহিয়াছে। অতএব এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় যে, পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত রাসের প্রথম পদটি (অর্থাৎ শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি ইত্যাদি পদ) দীন চণ্ডীদাস-রচিত উক্ত কাব্যের ১০৮১ সংখ্যক পদ মাত্র। ১০৮০ সংখ্যক পদের পরে এবং ১০৮২ সংখ্যক পদের পূর্ব্বে রাসের প্রারম্ভসূচক মাত্র ঐরূপ একটি পদই সন্নিবিষ্ট থাকা সম্ভবপর। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাস-ভণিতার রাসের যে দুইটি পদ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা দীন চণ্ডীদাস-রচিত কাব্য হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল।

এখন প্রশ্ন এই যে, ১৩০৫ সালের পরিষৎ-পত্রিকায় নীলরতন বাবু রাসের যে পালা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রথম পদটি "রমণীমোহন, রমণী মোহিতে" ইত্যাদিরূপে পাওয়া যায় কেন? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমরা বলিয়াছি যে,—"আমাদের মনে হয়, কবি প্রথম খণ্ডেও রাস বর্ণনা করিয়াছিলেন" (পৃষ্ঠা ২৮৶০ দ্রষ্টব্য)। আমাদের এইরূপ ধারণা করিবার কারণ এই যে, প্রথম খণ্ডের অনেকগুলি পদে রাসলীলার উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—

কানন নিকুঞ্জে কবিলে কালিয়া
কামিনী সহিতে রাস।—২৪৩ পদ।
উজাগর নিশি উদিত এ রাসি
উপরে শুনিএ তান।
উনমত হৈয়া আইল ধাইয়া
উঠানি গোপীর প্রাণ॥—২৪৭ পদ
রাস-অনুরাগে যে জনা রহল
তার কি পরাণ রয়॥—২৬৯ পদ

অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রথম খণ্ডেই দীন চণ্ডীদাস একবার রাসলীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া পূর্ব্বোদ্ধৃত ১০৮০ সংখ্যক পদে তিনি স্পষ্টই তাঁহার পূর্ব্বরচিত রাসপালার কথা বলিয়াছেন।

সুতরাং কবির উক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, তিনি গ্রন্থের প্রথম ভাগেও রাসলীলা বর্ণনা করিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন। আবার পদমধ্যেও ইহার নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীর রবে উন্মত্ত হইয়া ব্রজগোপীরা কি ভাবে বৃন্দাবনের দিকে ছুটিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা ১০৮২ সংখ্যক পদে (পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত রাসের দ্বিতীয় পদে, অথবা নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের ৩৯৩ সংখ্যক পদে) পাওয়া যায়। কেহ শিশু ফেলিয়া, কেহ বা রন্ধন পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনের দিকে ছুটিয়াছেন ইত্যাদি। কিন্তু এই জাতীয় বর্ণনাই পুনরায় নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের ৪০২ সংখ্যক পদে পাওয়া যাইতেছে, যথা— "কেহ বা আছিল শিশু কোলে করি, পিয়াইতে ছিল স্তন" ইত্যাদি। দীন চণ্ডীদাসের

কাব্যের যে সকল পদ ১৩৩৪ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ১০৮৪ সংখ্যক পদে দেখা যায় যে, গোপীগণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব এই পালাতে পুনরায় নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের উক্ত ৪০২ সংখ্যক পদের কোনই স্থান নাই। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, নীলরতন বাবু রাসলীলার যে ১৩৪টি পদ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা দুইটি পালা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই দুইটি পালার আরম্ভ কিরূপে হইয়াছিল, সে সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে।

প্রথম অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী পালা

প্রথম পদ—রমণী মোহন, রমণী মোহিতে, ইত্যাদি। ইহা নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের ৩৯৪ সংখ্যক পদ।

দ্বিতীয় বা পরবর্ত্তী পালা

প্রথম পদ—শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি ইত্যাদি। ইহা পদকল্পতরুর ১২৯১ সংখ্যক পদ, নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের ৩৯২ সংখ্যক পদ, এবং দীন চণ্ডীদাস-রচিত বৃহৎ কাব্যের ১০৮১ সংখ্যক পদ।

দ্বিতীয় পদ—রমণীমোহন, বিলসিতে মন, ইত্যাদি। ইহা পদকল্পতরুর ১২৯২ সংখ্যক পদ, নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের ৩৯৩ সংখ্যক পদ, এবং দীন চণ্ডীদাসের বৃহৎ কাব্যের ১০৮২ সংখ্যক পদ।

তৃতীয় পদ—কোন সখী করে কেশের বন্ধনে ইত্যাদি। ইহা দীন চণ্ডীদাসের বৃহৎ কাব্যের ১০৮৩ সংখ্যক পদ।

চতুর্থ পদ—প্রবেশিল যত আহীর রমণী, ইত্যাদি। ইহা দীন চণ্ডীদাসের ১০৮৪ সংখ্যক পদ।

তৎপর এই পালাটি নীলরতন বাবুর ৪২৭ সংখ্যক পদ হইতে রাধার মানের প্রসঙ্গে চলিয়া গিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির কোন অনুলিপি নীলরতন বাবুর হস্তগত হয় নাই বলিয়া পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত রাসের উক্ত দুইটি পদ কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে ধারণা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। এই জন্যই তিনি পদকল্পতরুর ঐ দুইটি পদ প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে স্থাপন করিয়া নিজের আদর্শ পুথির প্রথম পদটি তৃতীয় স্থানে স্থাপন করতঃ পদাবলী সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। এই দুইটি পালা কি কি আদর্শে বর্ণিত হইয়াছিল, তাহারও কিছু কিছু নিদর্শন দীন চণ্ডীদাস রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বৃহৎ কাব্যের পূর্ব্বোদ্ধৃত ১০৮০ সংখ্যক পদে তিনি পঞ্চ অধ্যায় ও ব্রহ্মরাত্রির কথা* বলিয়াছেন।

* 'পঞ্চ অধ্যায়ের' দ্বারা রাস পঞ্চাধ্যায় (অর্থাৎ ভাগবতের দশম স্কন্ধের উনত্রিংশ হইতে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঁচটি অধ্যায়-বর্ণিত রাসলীলার) ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। "ব্রহ্মরাত্রি" শব্দটিও উক্ত ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের শেষ ভাগে পাওয়া যায়। "ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে" (ভাগবত, ১০।৩৩।৩৮) ইত্যাদি। অর্থাৎ রাসলীলা করিতে করিতে যখন নিশার অবসান হইয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তকাল উপস্থিত হইল, তখন গোপীগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কবি স্পষ্টই বলিতেছেন যে, তিনি ভাগবত অনুসরণ করিয়া রাসের প্রারম্ভ হইতে গোপীগণের গৃহে গমন পর্য্যন্ত রাসলীলা পূর্ব্ববর্ত্তী পালায় বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত পাঁচ অধ্যায়ে আছে,—রাসবিহারার্থ গোপীগণের আগমন, উক্তি-প্রত্যুক্তি, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান, গোপীগণের বিলাপ, কৃষ্ণের আবির্ভাব এবং বিহার। এই সকল ঘটনা প্রথম পালায় বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া দীন চণ্ডীদাস বলিতেছেন। ইহার অতিরিক্ত যাহা, তাহাই দ্বিতীয় পালার অন্তর্গত। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে রাসলীলার যে সকল পদ আছে, তাহাতে ইহার অতিরিক্ত প্রধান ঘটনা—রাধার অভিমান, এবং কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধার কুঞ্জে যাইয়া তাঁহার মানভঞ্জন। বেণীসংহার নাটকে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনায় 'কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু' ইত্যাদি শ্লোকে রাধার মানের ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাহার ভঞ্জন-প্রয়াসের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শ্লোকটি পদ্যাবলীতেও উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের গোপীবেশ ধারণের উল্লেখও পদ্যাবলীর একটি শ্লোকে পাওয়া যায় (বহরমপুর সং, ২৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। গোপীবেশ ধারণ করিয়া রাধার মানভঞ্জনের উল্লেখ উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি শ্লোকেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা,—"কেয়ং শ্যামা স্মুবতি সবলে গোপকন্যা কিমর্থম্" ইত্যাদি। এই সকল আদর্শ অবলম্বনে দীন চণ্ডীদাস পরবর্ত্তী রাসের পালা রচনা করিয়া থাকিবেন।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু

দক্ষিণ-ভারতবর্ষে পালি-বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার*

গন্ধবংস[1] নামক পুস্তকের মতে ভারতবর্ষে (জম্বুদ্বীপে) পালি-বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে তিনটী প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাহাদের নাম কাঞ্চীপুর, দক্ষিণাপথের অন্তর্গত অবন্তী এবং ব্রহ্মদেশের অরিমর্দ্দন। বুদ্ধঘোষলিখিত অঙ্গুত্তরনিকায়ের ভাষ্য মনোরথপূরণী গ্রন্থের নিগমনেও পালি সাহিত্যের কেন্দ্ররূপে দক্ষিণ-ভারতবর্ষের কাঞ্চীপুর এবং অপরাপর দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনোরথপূরণীর নিগমনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন বুদ্ধঘোষ এবং জ্যোতিপাল কাঞ্চীপুর নগরে একত্র বাস করিতেন, তখন তাঁহার দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই ভাষ্য বুদ্ধঘোষ প্রণয়ন করেন।[2] পপঞ্চসূদন নামক মজ্ঝিমনিকায়ের ভাষ্যের নিগমনে বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন যে, যখন তিনি বুদ্ধমিত্রের সহিত মধুরপট্টনে একত্র বাস করিতেন, তখন তাঁহার দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি এই ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।[3] মধুরপট্টন এবং বর্ত্তমান মদুরা অভিন্ন।

গন্ধবংসে অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। বুদ্ধঘোষ ভদন্ত নামক স্থবির কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অঙ্গুত্তরনিকায়ের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন[4] এবং জ্যোতিপাল কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সারত্থপকাসিনী নামক সংযুক্তনিকায়ের ভাষ্য লিখিয়াছিলেন[5]।

বুদ্ধঘোষ কাঞ্চীপুর নগরের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার রাজার কথা কিছুই বলেন নাই। বিনয়পিটকের ভাষ্য সমন্তপাসাদিকার[6] নিগমনে তিনি বলিয়াছেন যে, রাজা সিরিনিবাস বা শ্রীপালের রাজত্বকালে তিনি এই পুস্তকখানি লিখিয়া শেষ করিয়াছিলেন। চূড়বংসের[7] মতে বুদ্ধঘোষ লঙ্কায় বাসকালে মহানামের রাজত্বসময়ে বিসুদ্ধিমগ্‌গ এবং আরও অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। বুদ্ধদত্ত এবং বুদ্ধঘোষ আচার্য্য সঙ্ঘপাল কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইহাঁরা উভয়েই একই ভাষায় সঙ্ঘপালের

---

* ১৩৪২। ১৫ই চৈত্র, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একাদশ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। J. P T S., ১৮৮৩, ৬৬ ৬৭।

২। আযাচিতো সুমতিনা থেরেন ভদন্তজোতিপালেন কাঞ্চিপুরাদিসু ময়া পুব্বে সদ্ধিং বসন্তেন।

৩। আযাচিতো সুমতিনা থেরেন ভদন্তবুদ্ধমিত্তেন পুব্বে মধুরসুত্তপট্টনম্হি সদ্ধিং বসন্তেন পরবাদ-বিদ্ধংসনস্স মজ্‌ঝিমনিকায সেট্‌ঠস্সেবাহম্ পপঞ্চসূদনীমট্‌ঠকথম্ কাতুম্ আরদ্ধো ॥ এই ভাষ্যের শ্যামদেশীয় সংস্করণে ময়ূরসুত্তপট্টন এই পাঠ পাওয়া যায়।

৪। অঙ্গুত্তরনিকায়স্স অট্‌ঠকথা গন্ধো ভদন্ত নাম থেরেন সহ আজীবকেন আযাচিতেন বুদ্ধঘোসাচরিয়েন কতো। গন্ধবংস, পৃঃ ৬৮।

৫। এতিস্সা করণত্থম্ থেরেন ভদন্তজোতিপালেন যাচমানেন মং সুভসূতেন যং সমধিগতম্।—গন্ধবংস পৃঃ ৬৮।

৬। পালয়ন্তস্স সকলম্ লোকদীপম্ নিরব্বুদম্ রঞ্ঞো শ্রীনিবাসস্স শ্রীপাল যসস্সীনো সমবিসতি মে খেমে জয়সমবড্‌ঢরে অয়ম্ আরদ্ধা একবিসম্হি সম্পত্তে পরিনিট্‌ঠিতা।

৭। পৃঃ ১৭ (Pali Text Society Series)।

গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন।[৮] বুদ্ধঘোষেব আদিবাসস্থান ছিল মগধ। তিনি পবে কাঞ্চীপুব এবং অনুরাধপুবে বহু যশ অর্জ্জন কবিয়াছিলেন।

কাবেবী জেলাব অন্তর্গত উবগপুর-(বর্ত্তমান উবউর)বাসী বুদ্ধদত্ত একজন সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ টীকাকাব ছিলেন। তাঁহাব পুস্তকেব নিগমনে চোলবাজ্যেব ভূয়সী প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। কলম্ববংশজাত বাজা অচ্যুতবিক্রান্তের[৯] বাজত্বকালে বুদ্ধদত্ত সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ কবেন। তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বচনা কবিয়াছিলেন :—(১) উত্তববিনিচ্ছয়, (২) বিনয়বিনিচ্ছয়, (৩) অভিধম্মাবতাব, (৪) রূপারূপবিভাগ এবং (৫) মধুবথবিলাসিনী (বুদ্ধবংসটীকা)। বিনয়বিনিচ্ছয়েব গণ্ঠীপদবর্ণনায় অচ্যুত এবং নাবায়ণের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১০] এই দুইটী একই ব্যক্তিব নাম। বিনয়বিনিচ্ছয়েব পাণ্ডুলিপিতে কলম্ব নামেব তিনটী বানান পাওয়া যায়,—সাধাবণতঃ কলম্ব, কিন্তু কোন কোন স্থলে কলম্ভ এবং কলন্তের প্রয়োগ আছে। যখন বুদ্ধদত্ত পূজনীয় সুমতি বুদ্ধসীহ এবং সঙ্ঘপাল স্থবিবগণেব দ্বাবা অনুরুদ্ধ হইয়া কাবেবী জেলায় তাঁহাব সমস্ত পুস্তক প্রণয়ন কবেন, তখন ইহা স্থিব নিশ্চিত যে, তিনি তাঁহাব পুস্তকে কলম্ববংশীয বাজাবই উল্লেখ কবিয়া গিয়াছেন।

গন্ধবংস[১১] হইতে জানা যায় যে, বুদ্ধদত্ত তাঁহাব শিষ্য সুমতি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অভিধম্মাবতাব পুস্তক বচনা কবেন, সঙ্ঘপাল কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি উত্তববিনিচ্ছয এবং জিনালঙ্কাব পুস্তকদ্বয় প্রণয়ন কবেন, বুদ্ধসীহ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বিনযবিনিচ্ছয় এবং বুদ্ধবংসেব টীকা তিনি লেখেন।

গন্ধবংসে[১২] বহু বৌদ্ধ আচার্য্যেব নামেব তালিকা দেওয়া আছে। ইহাঁবা সকলেই দক্ষিণ-ভাবতবর্ষেব লোক এবং কাঞ্চীপুবে পালিপুস্তক বচনা কবিযাছিলেন। আমবা নিম্নে দশ জন বৌদ্ধ পণ্ডিতেব তালিকা দিলাম :— (১) বুদ্ধদত্ত, (২) আনন্দ, (৩) ধর্ম্মপাল,

---

৮। Buddhadatta's Manuals, ২য ভাগ, ৩০৩ :—

খন্তি-সোবচ্চ সোসীল্য-বুদ্ধি-সদ্ধা দযাদযো।
পতিট্‌ঠিতা গুণা যস্মিন্ রতনান্' ইব সাগবে॥
বিনযাচাবযুত্তেন তেন সক্কচ্চ সাদরম্।
যাচিতো সঙ্ঘপালেন থেবেন থিরচেতসা॥

Visuddhimagga, ২য় ভাগ, ৭১১-৭১২ :—

ভদন্তসঙ্ঘপালস্‌স সুচিসল্লেখবুত্তিনো।
বিনয়াচারযুত্তস্‌স যুত্তস্‌স পতিপত্তিযম্॥
খন্তিসোরচ্চমেত্তাদি-গুণভূষিতচেতসো।
অজ্‌ঝেসনম্ গহেত্বা ব করোন্তেন ইমম্ মযা॥

৯। কলম্ভকুলবংসজাতে অচ্চুতবিক্কমনামে চোড়রাজিনী চোড়রট্‌ঠম্ সমনুসাসন্তে অয়ম্ বিনিচ্ছয়ো মযা আরদ্ধো এব সমাপিতো চাতি। Buddhadatta's Manuals, ১ম ভাগ, ১৩৭—৮, ১৪০ ; ২য় ভাগ, ২২৯, ৩০৩।

১০। অচ্চুতস্‌স নারায়ণস্‌স বিয় বিক্কন্তম্ এতস্‌সাতি অচ্চুতবিক্কন্তো। Buddhadatta Manuals, ১৪০।

১১। পৃঃ ৫৯।

১২। পৃঃ ৬৬।

(৪-৫) দুই জন অবিদিত পুব্বাচরিয় (পূর্ব্বাচার্য্য), (৬) মহাবজিরবুদ্ধি, (৭) চুল্লবজিরবুদ্ধি, (৮) দীপঙ্কর, (৯) চুল্লধম্মপাল এবং (১০) কস্সপ (কাশ্যপ)। সাসনবংস পুস্তক হইতে জানা যায় যে, সিংহল দ্বীপের সন্নিকটে তামিল রাজ্যে অবস্থিত পদ্দরতীর্থে ধর্ম্মপাল বাস করিতেন। পরমত্থবিনিচ্ছয়ের নিগমনে ধর্ম্মপালকে তম্বরট্ঠবাসী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তম্বরাষ্ট্র এবং তাম্রপর্ণীরাজ্য বা দক্ষিণ-ভারতবর্ষের টিনেভেলি অভিন্ন। ধর্ম্মপাল তাম্ররাষ্ট্রের অন্তর্গত তাঞ্জাম্ নগরে বাস করিতেন।[১৩]

ইহাদের পুস্তকের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। বুদ্ধদত্ত—বিনয়বিনিচ্ছয়, উত্তরবিনিচ্ছয়, অভিধর্ম্মাবতার, রূপারূপবিভাগ, বুদ্ধবংসঅট্ঠকথা এবং জিনালঙ্কার।

২। আনন্দ—অভিধম্মট্ঠকথার মূল টীকা।

৩। ধর্ম্মপাল—নেত্তিপকরণঅট্ঠকথা, পরমত্থদীপনী (ইতিবুত্তকের ভাষ্য), উদান, চরিয়াপিটক, থের-থেরী-গাথা, বিমান-পেতবত্থু, বিসুদ্ধিমগ্গটীকা, চারিটী নিকায়ের অনুটীকা, ধম্মপদট্ঠকথার অনুটীকা, জাতকট্ঠকথার টীকা, নিরুত্তিপকরণট্ঠকথার টীকা, বুদ্ধবংসট্ঠকথার টীকা।

৪-৫। দুই জন অবিদিত পূর্ব্বাচার্য্য—নিরুত্তিমঞ্জুসা এবং মহানিরুত্তিসঙ্খেপ।

৬। মহাবজিরবুদ্ধি—বিনয়গণ্ঠি (পাঁচটী বিনয় পুস্তকের নির্ঘণ্ট)।

৭। চুল্লবজিরবুদ্ধি—ইহার রচিত পুস্তকের নাম পাওয়া যায় না।

৮। দীপঙ্কর—রূপসিদ্ধির টীকা এবং সঙ্খপপঞ্চসথি।

৯। চুল্লধম্মপাল—সচ্চসঙ্খেপ।

১০। কাশ্যপ—মোহবিচ্ছেদনী এবং বিমতিবিচ্ছেদনী।

এই সকল গ্রন্থকার তাঁহাদের স্বেচ্ছায় (অত্তনো মতিয়া) এই পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন[১৪]।

তৈলঙ্গ পুস্তকে দক্ষিণভারতবর্ষের যে সমস্ত বৌদ্ধ পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে এই চারি জন সুপ্রসিদ্ধ—পালি ব্যাকরণ-রচয়িতা কাত্যায়ন, সুত্ত-সংগহের গ্রন্থকর্ত্তা বুদ্ধবীর, তথাগতোৎপত্তির লেখক জ্ঞানগম্ভীর এবং অভিধম্মত্থসংগহের গ্রন্থকার অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ কেবল যে অভিধম্মত্থসংগহ পুস্তকখানি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নহে, বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে আরও দুইখানি পুস্তক তিনি প্রণয়ন করেন। যথা:– পরমত্থবিনিচ্ছয় এবং নামরূপপরিচ্ছেদ। পরমত্থবিনিচ্ছয় পুস্তকখানি কাঞ্চীপুর নগরে লিখিত হয়। অভি-ধম্মত্থসংগহ বৌদ্ধ দর্শনের একখানি সুলিখিত পুস্তক। বৌদ্ধদর্শন বিষয়ে যে সমস্ত পুস্তক পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ইহার স্থান সর্ব্বোচ্চে। লঙ্কা এবং ব্রহ্মদেশে আট শত বর্ষ যাবৎ বৌদ্ধদর্শন এবং বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞানের পুস্তকরূপে ইহা যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছিল। কাহারও

১৩। Buddhadatta's Manuals, I. x iii

তম্বরট্ঠে বসন্তেন নগরে তঞ্জনামকে।

১৪। J. P. T. S., ১৮৮৬, ৬৯—৭০।

কাহারও মতে রাজা বট্‌ঠগামনীর সহধর্ম্মিণী রাণী সোমদেবী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সিংহলদেশের একটি বিহারে খৃঃ পূঃ ৮৮—৭৬ সময়ে অভিধম্মত্থসংগহ লিখিত হয়, কিন্তু এই মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্মদেশীয় পণ্ডিতদের মতে অনিরুদ্ধ লঙ্কার একজন সুপ্রসিদ্ধ স্থবির ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দী অনিরুদ্ধের আবির্ভাবের কাল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। পঞ্ঞস্বামি-লিখিত সাসনবংসে আনন্দথের এবং বাহুলথেরের নামোল্লেখ আছে। এই দুই জন কাঞ্চীপুরবাসী পালিভাষাবিৎ পণ্ডিত অরিমর্দ্দন নগরে রাজা অনরথের রাজত্বকালে ব্রহ্মদেশে বাস করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বলিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, শঙ্করাচার্য্যের বহুশত বর্ষ পরেও দক্ষিণ-ভারতবর্ষে পালি-বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল। তাঁহার পূর্ব্বেও এ স্থান বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। দক্ষিণ-ভারতবর্ষে রায়চুর জেলায় অবস্থিত মাস্‌কিতে, হায়দ্রাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত পালকীগুণ্ড পর্ব্বতে, সিদ্দাপুর, রামেশ্বর, ব্রহ্মগিরি এবং মাদ্রাজের কার্‌নুল জেলায় অবস্থিত এরাগুড়ি—দক্ষিণভারতের এতগুলি বিভিন্ন স্থানে অশোকের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। দাক্ষিণাত্যে ব্যাপকভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই সকল স্থানে অনুশাসনগুলি প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে অশোকের একনিষ্ঠ চেষ্টা ও যত্ন ছিল, তাহা তাঁহার অনুশাসন পাঠে জানিতে পারা যায়। অশোকের দ্বিতীয় ও ত্রয়োদশ অনুশাসনে দক্ষিণ-ভারতবর্ষের যে সকল দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা,—অন্ধ্র, পারিন্দ্র, চোড়. পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র এবং তাম্রপর্ণী। এই সকল দেশের মধ্যে প্রথম দুইটী দেশ অশোকের সাম্রাজ্যে অবস্থিত এবং অবশিষ্ট দেশগুলি স্বাধীন ছিল। ত্রয়োদশ অনুশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই সকল দেশবাসীর নিকট অশোক তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এরাগুড়িতে অশোকের যে ক্ষুদ্র অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ব্রাহ্মণ প্রচারক, হস্তিচালক, রথচালক এবং ভেরীবাদক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিনয়পিটকের ভাষ্য সমন্তপাসাদিকা, দীপবংস এবং মহাবংস হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য অশোক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ অশোক মহীশূরে (মহীষমণ্ডল) মহাদেব এবং রক্ষিতকে পাঠাইয়াছিলেন। বনবাস বা বনবাসী (উত্তর-কানাড়া) দেশেও ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য তিনি দূত প্রেরণ করেন। খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী পর্য্যন্ত বনবাসী বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র ছিল। লঙ্কার রাজা বট্‌ঠগামনী তাঁহার রাজধানীতে একটি সুবৃহৎ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন। ভারতবর্ষ এবং লঙ্কার বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক সুপ্রসিদ্ধ স্থবিরগণকে তাঁহার রাজ্যে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। বনবাসী হইতে ৮০,০০০ হাজার ভিক্ষু লইয়া মহাথের চন্দ্রগুপ্ত লঙ্কাদ্বীপে গমন করেন[১৫]।

দীপবংস, মহাবংস এবং কথাবত্থুর ভাষ্যে যে সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য। যথা,—হেমবতা, রাজগিরিকা, সিদ্ধত্থিকা, অন্ধকা,

১৫। মহাবংস, অঃ ২৯, গাথা ৪১—৪৩।

পুব্বসেলীয়া, অপরসেলীয়া এবং বজিরিয়া। ইহার মধ্যে তিনটী সম্প্রদায় দক্ষিণ-ভারতবর্ষীয়, বিশেষতঃ অন্ধ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়। যথা,—অন্ধকা (আন্ধ্র), পুব্বসেলীয়া (পূর্ব্ব-শৈলীয়), অপরসেলীয়া (অপর-শৈলীয়)।

রাজা বাশিষ্ঠপুত্র শ্রীপুলমায়ির রাজত্বকালে অমরাবতীতে এক মহাচৈত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। চৈত্যিক সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্বরূপ অমরাবতী বৌদ্ধ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এই চৈত্যিক সম্প্রদায় মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের একটি শাখা। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শতাব্দীতে ইক্ষ্বাকুদিগের রাজত্বকালে কৃষ্ণানদীর উভয় তীরস্থিত জগ্গৈয়পেত এবং নাগার্জ্জুনিকোণ্ডেও মহাচৈত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই দুইটী প্রদেশ হায়দ্রাবাদের নিকট অবস্থিত। নাগার্জ্জুনীকোণ্ড অপরসেলীয়দিগের বাসস্থান ছিল। মহাচৈত্যের নিকটে নানা দিক্ হইতে আগত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বাসের জন্য একটি মহাবিহার নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল[১৬]।

নাগার্জ্জুনীকোণ্ড শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, নিম্নলিখিত দেশ হইতে শ্রমণেরা আসিত,—কাশ্মীর, গান্ধার, চীন, চিলাত, তোসলী, অবরন্ত, বঙ্গ, বনবাসী, যবন, দমীড়, পলুর (দন্তপুর) এবং তম্বপণ্ণী দীপ। এই সকল দেশের মধ্যে বনবাসী এবং দমীড় (তামিলদেশ) দক্ষিণ-ভারতবর্ষে অবস্থিত। এই শ্রমণদিগকে থেরীয় বা থেরবাদাবলম্বী (থেরীয়ানম্[১৭]) বলা হইত। ঐ সকল শিলালিপি হইতে আরও জানা যায় যে, বহু বিহারের মধ্যে সিংহলদেশীয় ভিক্ষুদিগের বাসের জন্য কেবলমাত্র একটি বিহার নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় বৌদ্ধভিক্ষু আনন্দ, আর্য্যসঙ্ঘ বা থেরবাদ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তিনি থেরবাদীদিগের পাঁচটী নিকায়ের অন্তর্গত মজ্ঝিমনিকায়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার তত্ত্বাবধানে নাগার্জ্জুনীকোণ্ডের মহাচৈত্য সম্পর্কীয় অনেকগুলি হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অন্ধক (অন্ধ্র) পরে দক্ষিণ-ভারতবর্ষের একটি বলশালী বৌদ্ধসম্প্রদায় হইয়াছিল[১৮]। এই সম্প্রদায় একটি ভাষ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার উল্লেখ বুদ্ধঘোষকৃত অত্থসালিনী পুস্তকে পাওয়া যায়[১৯]।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

১৬। মহাবিহারে মহচেতিয়পাদমূলে পবজিতানম্ নানাদেশসমাগতানম্ মহাভিক্খুসঙ্ঘস পরিগহে।

১৭। বিসুদ্ধিমগ্গ, ২য় ভাগ, পৃঃ ৭১১ :—থেরবাদ—বিভজ্জবাদি—সেট্ঠানম্—থেরীয়ানম্—যসসীনম্—মহাবিহারবাসানম্ বংসজস বিভাবিনো।

১৮। Mrs. Rhys Davids, *Points of Controversy*, Prefatory Note, XL iii.

১৯। Mrs. Rhys Davids, *A Buddhist Manual of Psychological Ethics*, Introductory Essay, xxii.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত কতিপয় প্রাচীন দগ্ধমৃন্মূর্ত্তি*

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদের চিত্রশালায় তিনটী প্রাচীন দগ্ধমৃন্মূর্ত্তি বক্ষিত আছে। মোল্লা ববীউদ্দীন আহমদ কর্ত্তৃক মুবশিদাবাদ জেলাব কান্দী শহবেব আট মাইল দক্ষিণে, গঙ্গাব তিন ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত ভবতপুব থানাব এলাকাধীন গীতগ্রাম[1] নামক গ্রামে এই মূর্ত্তিগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিযা জানা যায়। তবে আবিষ্কাবক মহাশয়ের প্রবন্ধে কেবলমাত্র একটী মূর্ত্তির উল্লেখ বহিয়াছে।[2] এই দগ্ধমৃন্মূর্ত্তি তিনটীব বিববণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। ধূসব বর্ণ, ইহা একটি দণ্ডায়মানা স্ত্রীমূর্ত্তি, ইহাব কোন স্থান ভগ্ন নহে। ইহাব মস্তক হইতে নাভি পর্য্যন্ত নগ্ন, কিন্তু নাভি হইতে পদযুগল পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ নগ্ন নহে, যদিও এই দেহাংশেব কোন স্থানে বস্ত্রেব চিহ্ন পবিস্ফুট নাই। ইহাব কেশ সুন্দরভাবে প্রসাধিত, চক্ষুর্দ্বয় কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট ভাবে নির্ম্মিত, নাসিকা উন্নত, মুখ-বিবব অস্পষ্টভাবে নির্ম্মিত ও স্তনদ্বয় উন্নত। ইহাব দক্ষিণ বাহু নিম্নদিকে প্রসাবিত ও বাম বাহু কট্যবলম্বিত। দক্ষিণ বাহুব কফোণি, মণিবন্ধ ও পঞ্চাঙ্গুলি ঠিকভাবে প্রদর্শিত হয় নাই। গলদেশেব হাব ব্যতীত অন্য কোনরূপ অলঙ্কাব আমবা এই মূর্ত্তিব দেহে দেখিতে পাই না।[3] (বঙ্গীয-সাহিত্য-পবিষদ্ চিত্রশালা নং ৪৯৬)।

২। ধূসর বর্ণ; পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিটীব ন্যায় এই মূর্ত্তিটীও স্ত্রী-মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটীব নাভি হইতে পদযুগল পর্য্যন্ত অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; ইহা ব্যতীত মূর্ত্তিটী ভাল অবস্থাতে আছে। পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিটীব ন্যায় এই মূর্ত্তিটীব দেহেব উর্দ্ধভাগ নগ্ন। ইহাব কেশগুচ্ছও পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিটীব কেশগুচ্ছেব ন্যায় প্রসাধিত, কিন্তু ইহাব কববী পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিটীব কববী হইতে বিভিন্ন প্রকারের। ইহাব চক্ষুর্দ্বয় অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। নাসিকা, মুখ-বিবর ও কর্ণও অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাব স্তনদ্বয় উন্নত ও উদব বিস্তৃত। ইহাব দক্ষিণ বাহু নিম্নদিকে প্রসারিত ও বাম বাহু কট্যবলম্বিত। পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিটীর ন্যায় ইহাব গলদেশে হাব নাই ও শবীবের অন্য অংশেও কোন প্রকাব অলঙ্কাব নাই। (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদ্-চিত্রশালা নং ৪৯৭)।

---

* ১৩৪২। ১৫ই চৈত্র, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একাদশ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

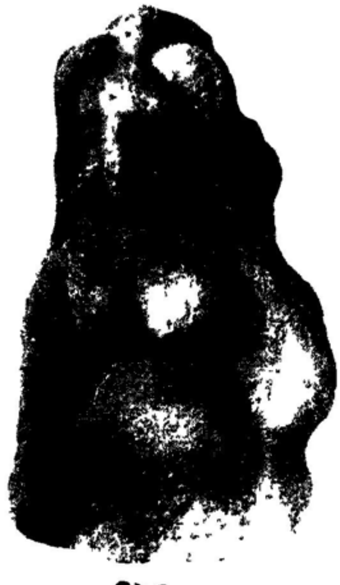
১। বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পঞ্চত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১১০-১৪ ও আনুষঙ্গিক চিত্র।

২। ঐ, পৃঃ ১১৩; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে জানিযাছি যে, অপর মূর্ত্তি দুইটীও গীতগ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

৩। ঐ, পৃঃ ১১০-১৪।



৪১৮



৪১৭



৪১৬

পাতগ্রামে প্রাপ্ত দন্তমূর্ত্তি

৩। কৃষ্ণবর্ণ, পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিটীর ন্যায় ইহাও একটী স্ত্রীমূর্ত্তি। ইহার মস্তকের উপরিভাগ, দক্ষিণ স্তন, বাহুদ্বয় ও স্তনদ্বয়ের কিছু নিম্ন হইতে দেহের অবশিষ্টাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার নাসিকা অত্যন্ত উন্নত, চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা স্পষ্টভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিদ্বয়ের ন্যায় ইহার দেহের উপরিভাগ যে নগ্ন, তাহা নগ্ন স্তনদ্বয় ও গাত্রাচ্ছাদনের অভাব হইতে বুঝিতে পারা যায়। এই মূর্ত্তিটীর দেহে কোন প্রকার অলঙ্কার নাই। (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-চিত্রশালা নং ৪৯৮)।

প্রাচীন ভারতবর্ষে নির্ম্মিত বহু দগ্ধমৃন্মূর্ত্তি নানা স্থান খনন করিয়া পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা এখনও হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ভাস্কর্য্যসম্বন্ধীয় গবেষণা-কার্য্যে এই সকল দগ্ধমৃন্মূর্ত্তির আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, দগ্ধমৃন্মূর্ত্তি প্রস্তরমূর্ত্তি অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন যুগ হইতে নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল ও মৃত্তিকা প্রস্তরাপেক্ষা সুলভ বলিয়া, ইহার দ্বারা যত প্রকার বিভিন্ন আকারের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইত, তত প্রস্তরের দ্বারা হইত না। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় অনেক প্রস্তরময় মূর্ত্তির আকারের উৎপত্তির ইতিহাস রহস্য-জালে আচ্ছাদিত; প্রাচীন ভারতবর্ষীয় দগ্ধমৃন্মূর্ত্তি ও প্রস্তরময় মূর্ত্তির তুলনামূলক আলোচনা করিলে এই রহস্যজাল কিয়ৎ-পরিমাণে উদ্ঘাটিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।[৪] কোন দগ্ধমৃন্মূর্ত্তির যুগ স্থির করিতে হইলে তাহার যথার্থ প্রাপ্তিস্থান ও আকৃতি আলোচনা করা কর্ত্তব্য। গীতগ্রামে আবিষ্কৃত এই মূর্ত্তিত্রয়ের যথার্থ প্রাপ্তিস্থান লিপিবদ্ধ না থাকায় ইহাদের আকৃতি হইতে ইহাদের যুগ ঠিক করিতে হইবে। এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী ভীটা নামক স্থানে মার্শাল অনেকগুলি দগ্ধমৃন্মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন,[৫] তিনি যথার্থ প্রাপ্তি-স্থানানুসারে ইহাদের যুগ-নির্ণয় করিয়াছেন ও তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণে আমরা মার্শালের আবিষ্কৃত দগ্ধমৃন্মূর্ত্তিগুলির সহিত এই মূর্ত্তিগুলির তুলনামূলক আলোচনা করিয়া ইহাদের যুগ-নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

মার্শাল কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একটী মূর্ত্তির[৬] সহিত প্রথমোক্ত মূর্ত্তিটীর আকারগত সাদৃশ্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য এবং এই আকারগত সাদৃশ্য হইতে এই মূর্ত্তিটী যে ভীটাতে আবিষ্কৃত মূর্ত্তিটীর সমসাময়িক, তাহা বলা অসঙ্গত হইবে না। এই মূর্ত্তিদ্বয়ের কেশগুচ্ছ প্রায় এক প্রকারেই প্রসাধিত, দেহের উর্দ্ধভাগ নগ্ন, কটি আচ্ছাদিত, দক্ষিণ বাহু নিম্নদিকে প্রসারিত। এই মূর্ত্তিদ্বয়ের মধ্যে যে স্বল্প বৈসাদৃশ্য আছে, তাহা মূর্ত্তি দুইটি বিভিন্ন স্থানের

৪। এই সম্বন্ধে আমার 'Remarks on a few early Indian terracotta figurines' নামক প্রবন্ধ Ostasiatische Zeitschriftএ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

৫। Excavations at Bhita (Archaeological Survey of India—Annual Report, 1911-12, pp. 71-80, pls. XXII-XXVIII)। কেবলমাত্র কড্রিংটন্ (Indian Antiquary, 1931, pp 141-45 with one plate) ও গর্ডন (Man, 1935. 129) ইহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

৬। ঐ, pl XXII. no. 18.

বলিয়া। ভীটাতে আবিষ্কৃত মূর্ত্তিটী শুঙ্গ-যুগের বলিয়া মার্শাল স্থির করিয়াছেন, সুতরাং এই মূর্ত্তিটীও যে শুঙ্গ-যুগের, তাহা বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে দ্বিতীয় মূর্ত্তিটির যুগ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। ভীটাতে মার্শাল কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত আর একটী দগ্ধমৃন্মূর্ত্তির[৭] সহিত এই মূর্ত্তিটীর বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ভীটাতে আবিষ্কৃত মূর্ত্তিটীর মস্তক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সুতরাং মস্তক সম্বন্ধে ইহাদের তুলনামূলক আলোচনা চলিতে পারে না। কিন্তু ইহাদের হস্তদ্বয়, হস্ত রাখিবার ভঙ্গি ও শরীর-গঠন একপ্রকার। এই মূর্ত্তির মস্তকের প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে কেশবন্ধন। মস্তকের কেশ এক প্রস্থ করিয়া উভয় দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে ও মধ্য স্থানের কেশ উষ্ণীষের ন্যায় উন্নত। ভীটাতে প্রাপ্ত দুইটী দগ্ধমৃন্মূর্ত্তির[৮] মস্তকের কেশবন্ধনের সহিত এই মূর্ত্তিটীর কেশবন্ধনের বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই মূর্ত্তিদ্বয়ের কেশ তিন প্রস্থ করিয়া উভয় দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে ও মধ্যস্থানের কেশ উষ্ণীষের ন্যায় উন্নত। এই সামান্য প্রভেদ ব্যতীত আর কোনও প্রভেদ নাই। মার্শালের মতানুসারে ভীটার এই মূর্ত্তিত্রয় গুপ্ত-যুগের, সুতরাং গীতগ্রামে আবিষ্কৃত এই মূর্ত্তিটী গুপ্ত-যুগের বলিয়া ধরা যুক্তিসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয়।

এক্ষণে তৃতীয় মূর্ত্তিটীর যুগ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। এই মূর্ত্তিটীর সহিত গীত-গ্রামে আবিষ্কৃত অপর মূর্ত্তিদ্বয়ের প্রভেদ হইতেছে এই যে, অপর দুইটী মূর্ত্তির ন্যায় এই মূর্ত্তিটীর মৃত্তিকা ধূসর বর্ণের নহে, কৃষ্ণবর্ণের। এই মূর্ত্তিটী এত ভগ্ন যে, ইহার সহিত অন্য কোন দগ্ধমৃন্মূর্ত্তির সাদৃশ্য খুঁজিতে যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। মার্শাল এই প্রকার মূর্ত্তি ভীটাতে পান নাই বলিয়া মনে হয়। এই মূর্ত্তিটী সাধারণতঃ গুপ্তযুগের শেষভাগে অথবা পাল-যুগের প্রারম্ভে নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়।

এক্ষণে এই জাতীয় মূর্ত্তির বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ইহাদের বিশেষত্ব আলোচনা করিবার প্রারম্ভেই আমাদের মনে হয়, নারীত্বের মহিমা দেখাইবার জন্যই যেন শিল্পী ইহাদের দেহের উপরিভাগ ইচ্ছা করিয়াই নগ্নভাবে দেখাইয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় মূর্ত্তিটীর ন্যায় মূর্ত্তি আলোচনা করিবার কালে কুমারস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, 'These types may have behind them a long history, they may have been votive tablets or auspicious representations of mother-goddesses and bestowers of fertility and prototypes of Maya Devi and Laksmi.'[৯] এই প্রকার নারীমূর্ত্তি পৃথিবীর অনেক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। অসুর-দেশে (আসিরিয়া) ও বাবিলনে প্রচলিত এই প্রকার নগ্ন নারীমূর্ত্তিকে বুরেন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—(১) মাতৃমূর্ত্তি, (২) নারীমূর্ত্তি, (৩) উপাসিকামূর্ত্তি।[১০] ডাঃ মারে একটী প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, এই প্রকার নগ্ন নারীমূর্ত্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে

৭। Exavations at Bhita (Archl Survey of India—Annual Report, 1911-12, pp. 71-80.) pl. XXVI no 74

৮। ঐ, pl. XXVI. no. 75, 76

৯। History of Indian and Indonesian Art, p. 21.

১০। Clay Figurines of Babylonia and Assyria, p. xlix.

পারে, যথা—(১) মাতৃমূর্ত্তি (Universal Mother or Isis type), (২) দৈব নারীমূর্ত্তি (Divine Woman or Ishtar type), (৩) কামভাবাপন্ন নারীমূর্ত্তি (Personified Yoni or Babuo type)[১১]। বুরেন ও মারের সিদ্ধান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, নগ্ন নারীমূর্ত্তি হইলেই যে তাহা মাতৃমূর্ত্তি হইবে, তাহা নহে, নগ্ন নারীমূর্ত্তিগুলির ভঙ্গী দেখিয়া আমাদের স্থির করিতে হইবে যে, কোন্‌গুলি মাতৃমূর্ত্তি ও কোন্‌গুলি মাতৃমূর্ত্তি নহে। সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে আমাদের মনে হয় যে, গীতগ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম মূর্ত্তিটী মাতৃমূর্ত্তি ও দ্বিতীয় মূর্ত্তিটী নারীমূর্ত্তি। ভারতবর্ষে এই প্রকার নারীমূর্ত্তি আমরা সিন্ধু-সভ্যতার যুগ হইতে পাই। প্রাঙ্‌মৌর্য্য ও মৌর্য্য যুগেও এই প্রকার নারীমূর্ত্তি প্রচলিত ছিল। শুঙ্গ-যুগেও যে এই প্রকার নারীমূর্ত্তি প্রচলিত ছিল, তাহা আমরা ভারতবর্ষের বহু স্থানে প্রাপ্ত দগ্ধমৃন্মূর্ত্তি ও পরিষদে রক্ষিত প্রথমোক্ত মূর্ত্তিটী হইতে বুঝিতে পারি। শুঙ্গযুগের বরহুৎ স্তূপের বেদিকাতে ও তোরণে, সাঁচী স্তূপের তোরণে ও বুদ্ধগয়াচংক্রমের চতুষ্পার্শ্বস্থ বেদিকাতে আমরা এই প্রকার নারীমূর্ত্তি দেখিতে পাই, কিন্তু এই সকল নারীমূর্ত্তির সহিত তৎকালে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মের যে কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, তাহা উল্লেখযোগ্য। ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, সিন্ধু-সভ্যতা-যুগ হইতে ভারতবর্ষে এই প্রকার নারীমূর্ত্তি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল ও শুঙ্গযুগে যখন বৌদ্ধ স্তূপ ও চংক্রম প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল, তখনও ভারতবর্ষীয়গণ এই প্রকার মূর্ত্তির প্রভাব হইতে মুক্ত হন নাই। সেই জন্যই আমরা শুঙ্গযুগের বৌদ্ধ ধর্ম্মের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও বৌদ্ধধর্ম্ম ও তদপেক্ষা প্রাচীন যুগ হইতে প্রচলিত মাতৃমূর্ত্তি সম্বন্ধীয় ধর্ম্মের সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। সুতরাং প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই জাতীয় মূর্ত্তি আমাদিগকে নূতন উপাদান দান করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

শ্রীচারুচন্দ্র দাশ গুপ্ত

১১। Female fertility figures (Journal of the Royal Anthropological Institute 1934, pp. 93-100 pl. VIII-XII), এই প্রকার বিভাগ যে সর্ব্বক্ষেত্রে গ্রাহ্য হইতে পারে না, তাহা Female fertility figures (Man, 1935, 104) নামক প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি।

সাহিত্য-বার্ত্তা

[যে জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সাধারণতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে, মৌলিক আলোচনার নিদর্শন-সংবলিত ও বঙ্গভাষায় নানা স্থানে প্রকাশিত সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, তথা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যাদিবিষয়ক সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার 'সাহিত্য-বার্ত্তা' অংশে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইবে। এই অংশকে পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য—ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার সমসাময়িক মৌলিক আলোচনার নিখুঁত ইতিবৃত্ত করিয়া তুলিবার জন্য সাহিত্যিকবর্গের সহযোগিতা ও সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করা যাইতেছে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।]

সাহিত্য

গ্রন্থ

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়—কৃষ্ণকীর্ত্তন। সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—৫৮। দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড। সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—৮৬।

১৮১৮ হইতে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে প্রকাশিত দেশীয় সাময়িক পত্রের বিবরণ।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা।

সাহিত্যে হাস্যরস সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা এবং উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকগণের হাস্যরসপ্রধান রচনার পরিচয়।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—বাঙ্গালা ব্যাকরণ। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা।

ছন্দঃ ও অলঙ্কারসহ বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

প্রবন্ধ

শ্রীশিবরতন মিত্র—দ্বিজ চণ্ডীদাস। প্রবাসী, মাঘ '৪২. পৃঃ ৪৫৭-৪৫৮।

ভগবদ্গীতার সদানন্দরসসিন্ধুনামক এক বঙ্গানুবাদকের প্রপিতামহ আনুমানিক ২৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিজ চণ্ডীদাস ও তন্নামক প্রসিদ্ধ কবি অভিন্ন, ইহা এই প্রবন্ধে অনুমান করা হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়—চণ্ডীদাস-চরিত (দ্বিতীয় প্রবন্ধ)। প্রবাসী, ফাল্গুন '৪২, পৃঃ ৬৮৫-৭০০।

আষাঢ় মাসে প্রবন্ধ প্রকাশের পরে লব্ধ পুথির অবশিষ্টাংশ অবলম্বনে পরবর্ত্তী ঘটনা বর্ণনা, গ্রন্থকারের পরিচয়, চণ্ডীদাসের কাল ও দেশ সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার—কবি বংশীদাসের মহত্ত্ব। সৌরভ, মাঘ '৪২, পৃঃ ৩৪-৩৬।

পদ্মাপুরাণ-রচয়িতা বংশীদাসের জীবনবৃত্তান্ত।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—কবি জয়দেবের বৈষ্ণবামৃত। ভারতবর্ষ, মাঘ '৪২, পৃঃ ২৮৯-২৯১।

'বৈষ্ণবামৃত' নামক অপ্রকাশিত একখানি সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থের পরিচয়।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—উড়িষ্যায় চণ্ডীদাস ভণিতার কয়েকটী নূতন পদ। ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪২, পৃঃ ৫৮৯-৫৯৬।

লেখকের অনুমান, উৎকর্ষবিহীন এই পদগুলি প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের নাম লইয়া কোন উড়িষ্যানিবাসী বাঙ্গালী কবির, কি বাঙ্গালা জানা উড়িয়া কবির রচনা।

শ্রীরাধারাণী দেবী ও শ্রীনরেন্দ্র দেব—চলিত ভাষার সংস্কার। ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪২, পৃঃ ৪৮৯-৪৯৭।

বাঙ্গালা বর্ণমালার সংক্ষেপ সাধন করিয়া, চলিত ভাষাকে সাহিত্যে চালাইবার প্রস্তাব এই প্রবন্ধে করা হইয়াছে।

আজিমউদ্দিন আহ্মদ—পাটনীর মাইয়া। সাদৎ কলেজ ম্যাগাজিন, ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৩৫।

করুণরসাত্মক একটী গ্রাম্য পালা গান। [সঙ্কলয়িতার সহিত পত্রব্যবহারে জানা গেল, গানটি ঢাকাজেলার বাসনাই থানার অন্তর্গত সোমভাগ গ্রাম হইতে সংগৃহীত]

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—শতবর্ষ পূর্ব্বে মুসলমান-পরিচালিত বাঙ্গালা সংবাদপত্র। দেশ, '৪২, পৃঃ ৯৮-৯৯।

১৮৩১ সালে প্রকাশিত 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' ও ১৮৪৬ সালে প্রকাশিত 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' নামক দুইখানি সাপ্তাহিক পত্রের পরিচয়।

শ্রীনলিনীনাথ দাশ গুপ্ত—'শব্দরত্নাবলী' ও মুসা খাঁ। ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪২, পৃঃ ৬০৬-৬১০।

মথুরেশ বিদ্যালঙ্কারকৃত 'শব্দরত্নাবলী' নামক সংস্কৃত অভিধান গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পৃষ্ঠপোষক মুসা খাঁর পরিচয়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—রাজা রামমোহন রায়-সংগৃহীত যিশুপ্রণীত হিতোপদেশ। বঙ্গশ্রী, চৈত্র '৪২, পৃঃ ৩৫৩-৩৫৬।

রামমোহনলিখিত The Precepts of Jesus নামক ইংরাজি গ্রন্থের রাখালদাস হালদারকৃত ও ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদের পরিচয়।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়—বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন। প্রবর্ত্তক, ফাল্গুন '৪২, পৃঃ ৪৮১-৪৮৭, চৈত্র '৪২, ৫৯৯-৬০২।

১৩৩৭ বঙ্গাব্দে 'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনতা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া লিখিত প্রবন্ধের বিস্তৃত উত্তর।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী—বিজ্ঞাপনে বাংলা শব্দ। দেশ, ২৬এ পৌষ '৪২, পৃঃ ৫২৭-৮।

বাঙ্গালা বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ব্যাকরণগত সাধুত্ব বিচার।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য—ইংরাজী শিক্ষায় ধ্বনিসমস্যা। ভারতবর্ষ, ফাল্গুন '৪২, পৃঃ ৪২৫-৪৩০।

ইংরাজি বর্ণমালার ধ্বনির স্বরূপনির্দ্দেশ।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ—বাঙ্গলা সাহিত্য ও মুছলমান। মাসিক মোহাম্মদী, ফাল্গুন পৃঃ ২৯৯-৩০৪।

বাঙ্গালা সাহিত্যে আবশ্যকমত আরবি পারসি শব্দপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তাপ্রতিপাদন।

ইতিহাস

গ্রন্থ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মোগল যুগে স্ত্রীশিক্ষা (দ্বিতীয় সংস্করণ)। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্।

মোগলযুগের মুসলমান অন্তঃপুরচারিণীগণের শিক্ষার পরিচয়।

প্রবন্ধ

শ্রীবিমলাচরণ লাহা—ভারতবর্ষের পর্ব্বত ও নদী। ভারতবর্ষ, ফাল্গুন '৪২, পৃঃ ৩৬২-৩৬৮।

প্রাচীন ভারতের প্রধান প্রধান পর্বত এবং নদীর নাম ও তাহাদের বর্ত্তমান নাম ও সংস্থান নির্দ্দেশ।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য—বিক্রমপুর। প্রবাসী, ফাল্গুন '৪২, পৃঃ ৬১৮-২২।

বিক্রমপুরের সহিত বাঙ্গালার বিভিন্ন রাজবংশের সম্বন্ধ ও ইহার বর্ত্তমান সংস্থান আলোচনা।

শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—উনবিংশতিকোটীর মন্দির। প্রবাসী, মাঘ '৪২, পৃঃ ৪৬১-৪৬৭।

মালবান্তর্গত উনবিংশতিকোটী বা বর্ত্তমান উনগ্রামে অবস্থিত পরমার-রাজগণের বাস্তুশিল্পের নিদর্শনস্বরূপ কতকগুলি মন্দিরের বিবরণ।

জসীম উদ্দীন—বাঙালীর পল্লীজীবনে রূপের সাধনা। প্রবাসী, মাঘ '৪২, পৃঃ ৪৭২-৪৭৬।

প্রাচীন বাঙ্গালার পল্লীসাহিত্যে যে সমস্ত চারুকলার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদের নির্দেশ।

শ্রীতড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায়—বরাবর পাহাড়ের প্রাচীন গুহা। প্রবাসী, ফাল্গুন '৪২, পৃঃ ৬৪৬-৫০।

গুহাগুলির বর্ণনা ও প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—প্রাচীন কায়স্থ গ্রন্থকার। কায়স্থসমাজ, কার্ত্তিক '৪২, পৃঃ ২৭৮-২৮৬।

কবি কৃষ্ণমোহন প্রভৃতি কয়েক জন কায়স্থজাতীয় সংস্কৃত গ্রন্থকারের লিখিত গ্রন্থের পরিচয়।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—ময়মনসিংহে তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চ্চা। সৌরভ, মাঘ '৪২ পৃঃ ২৭-৩০।

পূর্ণানন্দ ও তৎপরবর্ত্তী তান্ত্রিক আচার্য ও তাঁহাদের গ্রন্থের পরিচয়।

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়—প্রাচীন বাংলার খেলাধূলা। প্রবর্ত্তক, চৈত্র '৪২, পৃঃ ৫৭৮-৫৮৩।

অধুনা অপ্রচলিতপ্রায় বাঙ্গালাদেশের কতিপয় খেলার বিবরণ।

শ্রীযদুনাথ সরকার—মহারাজ দিব্য ও ভীম। দেশ, ১লা চৈত্র '৪২, পৃঃ ২৭৭ প্রভৃতি।

পালযুগে আবির্ভূত দিব্য ও ভীমের জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁহাদের সময়ে বাঙ্গালার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা।

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী—মুঘল রাজান্তঃপুরে হিন্দুবিবাহ। দেশ, ১৮ই মাঘ '৪২, পৃঃ ৭৬৯-৭০।

মুঘল রাজপরিবারে হিন্দুকন্যাবিবাহের বৈশিষ্ট্য ও হিন্দুভাবের প্রাধান্য নির্দ্দেশ।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী—হাবসী বীর মালিক অম্বর। দেশ, ১১ই মাঘ '৪২, পৃঃ ৬৭২ প্রভৃতি।

দাক্ষিণাত্যে মুসলমান রাজত্বকালে আবির্ভূত বিচক্ষণ রাজনৈতিক মালিক অম্বরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা।

স্বামী ভূমানন্দ—হ্যাণ্ডশেক। বঙ্গশ্রী, চৈত্র '৪২, পৃঃ ৩৭২-৩৭৫।

হ্যাণ্ডশেক বা করমর্দনের প্রথা প্রাচীন ভারতেও প্রচলিত ছিল—রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত প্রমাণ দ্বারা এই মতবাদের প্রতিপাদন।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—মারাঠা নৌবীর কাহ্নোজী আংগ্রে। মাসিক বসুমতী, চৈত্র '৪২, পৃঃ ৯৬৭-৯৭১।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আংগ্রে-প্রদর্শিত বীরত্বের কাহিনী।

দর্শন

গ্রন্থ

শ্রীব্যাজেন্দ্রনাথ ঘোষ—অদ্বৈতবাদ। ৬নং পার্শিবাগান লেন হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অদ্বৈতবাদের স্বরূপ ও প্রমাণ, খণ্ডন ও মণ্ডন, পদার্থনির্ণয় ও ইতিহাস।

শ্রীনক্ষত্রকুমার দত্ত—যোগসূত্র বা পাতঞ্জলদর্শন। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় আশ্রম, কুমিল্লা।

পাতঞ্জল যোগসূত্রের সংস্কৃত মূল, বাঙ্গালা গদ্যে সূত্রের অনুবাদ, বাঙ্গালা পয়ারে সূত্রগুলির অনতিবিস্তৃত ব্যাখ্যা।

প্রবন্ধ

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী—ভারতের সাধনায় গীতার দান। বিচিত্রা, ফাল্গুন '৪২, পৃঃ ১৫৫-১৬১।

কর্ম্মযোগ প্রতিপাদনেই গীতার নবীনত্ব ও বৈশিষ্ট্য, এই কথা প্রবন্ধকার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বিজ্ঞান

প্রবন্ধ

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত—চাউলের খাদ্যমূল্য। মাসিক বসুমতী, মাঘ '৪২, পৃঃ ৫৬২-৫৬৫।

বিভিন্ন দেশে চাউলের চাষ ও ব্যবহারের বিবরণ এবং বর্ত্তমান কালে উহার খাদ্যমূল্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পরিচয়।

শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু—আফ্রিকার ভীষণ সর্প 'মাম্বা'। প্রবাসী, ফাল্গুন '৪২, পৃঃ ৬৪৪-৫।

মাম্বা সর্পের আকৃতি ও প্রকৃতির বর্ণনা।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ—আকাশের কথা। প্রবাসী, চৈত্র '৪২, পৃঃ ৭৬৭-৭৭৩।

সূর্য্যের অতিবেগুনী রশ্মিই বিদ্যুৎ মণ্ডলের উৎপত্তির কারণ, এই তথ্য আবিষ্কারের বিস্তৃত ইতিহাস বর্ণনা।

শ্রীবামাপদ বসু—ট্যারা চোখ। প্রবাসী, চৈত্র '৪২, পৃঃ ৭৮৬-৭৯০।

ট্যারা চোখের প্রকৃতি, নিদান ও চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—গাণনিক্য। প্রকৃতি, ১২।৩৮৫—৩৯৭।

গাণনিকা বা statisticsএর আধুনিক প্রণালীগুলির সাধারণ ব্যাখ্যা।

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস ও শ্রীএককড়ি ঘোষ—কীটপতঙ্গভুক্ তরু। প্রকৃতি, ১২।৪০৩—৪১৫।

শ্রেণীবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ।

শ্রীপুলিনবিহারী সরকার—আস্বাদন ও রাসায়নিক সংগঠন। প্রকৃতি, ১২।৪২০—৪২৮।

বস্তুর আস্বাদনের সহিত উহার রাসায়নিক সংগঠনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইয়াছে, তাহার দিকপ্রদর্শন।

শ্রীচারুলাল মুখোপাধ্যায়—'সোবাই' বা সাঁওতালী নবান্ন। দেশ, ১৬ই ফাল্গুন '৪২, পৃঃ ১৭২-৩।

সাঁওতালী পর্ব্বটির বিবরণ

স্বামী সদানন্দ—বৃহত্তর ভারতের দেবদেবী। মাসিক বসুমতী, মাঘ '৪২, পৃঃ ৫৫২-৫৫৮।

যবদ্বীপ, বালি প্রভৃতি স্থানের দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

স্বামী সদানন্দ—বৃহত্তর ভারতের পূজাপদ্ধতি। দেশ, ১৬ই ফাল্গুন '৪২, পৃঃ ১৬২ প্রভৃতি।

বৃহত্তর ভারতে হিন্দুর দেবদেবী পূজার পদ্ধতিবর্ণনা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত—ভারতীয় ধর্ম্মবৈচিত্র্য। ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪২, পৃঃ ৫৬৮-৫৭৩।

ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বস্তুগত আচারে যে সাঙ্কর্যভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার বিবরণ।

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (K. P. Chattopadhyaya)—*The Cadak Festival in Bengal*. Journal of the Asiatic Society of Bengal ১৯৩৫, পৃঃ ৩৯৭-৪০৬।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী—*Cult of Kalarkarudra (Cadakapuja)*, Journal of the Asiatic Society of Bengal, ১৯৩৫, পৃঃ ৪২৯-৪৩৮।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী—চড়কপূজা ও তাহার প্রাচীনতা। দেশ, ২৯এ চৈত্র '৪২, পৃঃ ৫৩০-১।

চড়কপূজার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিবরণ ও প্রাচীনতা সম্বন্ধে আলোচনা।